বিজ্ঞাপন।

উচ্চ-আশা কাহার হৃদয়ে না জাগরূক আছে? সেই উচ্চ-আশারই অনুরোধে এই অসংসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। কিন্তু ভয় হইতেছে, পাছে আমার এই বহু আয়াসসাধ্য 'যুগল-নায়িকা' হতাদর প্রাপ্ত হয়; কারণ আমি যাহাকে রসযুক্ত জ্ঞান করিতেছি, হয়ত, পাঠক মহোদয়গণের তাহাই নীরস বলিয়া অনুমিত হইবে। এক্ষণে আমার এই ভিক্ষা তাঁহারা [illegible] সানু-গ্রহচিত্তে এক একবার নায়িকাদ্বয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতঃ বিচার করেন।

[illegible]ন নগর,
লালবাগান।
১২৮৮ সাল।

ভিক্ষার্থী
শ্রী নঃ—

মঙ্গলাচরণ

এস গো কল্পনে মানস মাঝারে,
বারেক করুণা বিতরি দাসে
অতীব আগ্রহে ডাকি মা তোমারে,
পবিত্র প্রণয় বর্ণন আশে!

কবির সর্ব্বস্ব তুমি-গো জননি;
তোমার প্রসাদে কবির যশঃ;
কবিতা-সাগরে তুমি গো তরণি,
সতত কবিরা তোমারি বশ!

কিন্তু এ অভাগা সে গুণে বঞ্চিত!
নাহিক তাহার কবিতা জ্ঞান;
তবুও করুণা করিলে কিঞ্চিত,
দয়ার প্রভাবে পাই গো ত্রাণ!

প্রণমি ও পদে জননি তোমার!
লিখিতে প্রবৃত্ত হইল দাস;
সদয় হইয়ে কর গো উদ্ধার,
বালিশ জনেরি পুরাও আশ!

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

তেজসিংহ	....	...	বিজয়নগরের রাজা।
স্বরেন্দ্রনাথ	...	...	রাজমন্ত্রী।
বসন্তকুমার	...	...	সেনাপতি।
বিজয়সিংহ	...	...	রাজপুত্র।
জয়সেন	....	...	কিরণপুরের রাজা।
রণপ্রতাপ	...	...	তেলিঙ্গনার রাজকুমার।
ভরতাচার্য্য	...	...	ঐ রাজগুরু।
ফতেউদ্দীন	...	...	বীজপুরের নবাব।
রহিম খাঁ	...	...	ফতেউদ্দীন প্রেরিত ছদ্মবেশীদূত
নাজির আলি	....	...	রহিমের পুত্র।
জয়চাঁদ	...	...	তেলিঙ্গনার রাজমন্ত্রী।
প্রভাবতী	...	...	বিজয়নগর রাজমহিষী।
মহিষী	...	...	তেলিঙ্গনার ঐ।
হেমপ্রভা	...	...	বসন্তের পালিতা কন্যা
সুহাসিনী	....	...	হেমপ্রভার সখী।
স্বর্ণময়ী	...	...	কিরণপুরের রাজমহিষী
বীরবালা	...	...	ঐ রাজকন্যা।
জাহান আরা	...	...	ফতেউদ্দীনের বেগম।

গ্রাম্যদ্বয়, ঘোষক, প্রহরীদ্বয়, উজীর, দূতপ্রভৃতি

যুগল নায়িকা নাটক।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(বিজয়নগর—রাজভবন)

রাজা তেজসিংহ ও সুরেন্দ্র আসীন।

সুরে। যুদ্ধ যাত্রার সকলই প্রস্তুত কেবল মহারাজের অনুমতির অপেক্ষা।

তেজ। কিন্তু মন্ত্রীবর! বিজয়নগরে কে এমন যোদ্ধা আছে যে সে যুদ্ধে জয়ী হতে সাহস কর্ত্তে পারে?

সুরে। কেন মহারাজ! বসন্ত?

তেজ। বসন্ত? বসন্ত উপযুক্ত বটে, কিন্তু যবন সহিত যুদ্ধের উপযুক্ত পাত্র নয়।

বিজয়ের প্রবেশ ও রাজাকে প্রণাম।

বৎস, দীর্ঘজীবী হও। (সুরেন্দ্রের প্রতি) দেখ মন্ত্রীবর, দুরাচার যবনেরা অধর্ম্মপথ আশ্রয় করে যুদ্ধ করে, সুতরাং এমন লোককে প্রেরণ কর্ত্তে হবে, যিনি অনায়াসেই সেই যবন-কৌশল ব্যর্থ কর্ত্তে পার্বেন, তা এমন কার্য্যদক্ষ যোদ্ধা কে আছে? (বিজয়ের প্রতি) বৎস! বল দেখি কাকে মনোনীত করা যায়?

বিজ। পিতঃ! অনুমতি করুন, এ দাস সে যুদ্ধে কখনই পরাঙ্মুখ হবে না।

তেজ। বৎস! আজ তোমার ক্ষাত্রোচিত প্রভাব দেখে আমি যার পর নাই পরিতুষ্ট হলাম। আমি বিশেষরূপে জানি যে, তুমি এ যুদ্ধযাত্রার উপযুক্ত পাত্র, কিন্তু তোমার যৌবনকাল বশতঃ তোমাকে প্রেরণ কর্ত্তে ভয় করে।

বিজ। পিতঃ! তেজসিংহাত্মজ বিজয় হতে সে সন্দেহের সম্ভাবনা নাই। আমি আপনকার সমক্ষে (সদর্পে তরবারি স্পর্শ করতঃ) এই অসি স্পর্শ করে শপথ কর্চ্চি—যে হস্তে আপনকার এই দাস কত শত যোদ্ধার মস্তককে দেহ বিচ্ছিন্ন করেছে, সেই হস্ত—সেই শত্রুঘাতী হস্ত আজ হতে যবন দলনে কৃতসংকল্প হলো। পিতঃ! আশীর্ব্বাদ করুন, নিশ্চয়ই যুদ্ধে জয়লাভ হবে।

তেজ। (বিজয়কে আলিঙ্গন করতঃ) বৎস! তোমার সাহস প্রশংসনীয়! তুমিই এই যুদ্ধযাত্রার উপযুক্ত বীর! আজ হতে আমি তোমাকেই সেনাপতি পদে বরণ কর্লাম, কিন্তু সাবধান? যেন যবন কৌশলে তোমার মতিভ্রম না ঘটে।

বিজ। পিতঃ! আপনার আশীর্ব্বাদে ভ্রমের ছায়ামাত্রও এ দাসের শরীর কখনই স্পর্শ কর্ত্তে পার্ব্বে না।

তেজ। বৎস! যবনেরা এখন কিরণপুর নিকটস্থ প্রান্তরে শিবির সংস্থাপন করেছে, তুমি মহারাজ জয়সেনের নিকটে গিয়ে আমার অভিবাদন জানাইও, আর তিনি যখন যা আদেশ কর্ব্বেন্ সন্তুষ্টচিত্তে পালন করো। তিনি আমার পরম মিত্র, অতএব তোমার পিতৃস্থানীয়। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গলবিধান করুন, বিজয়লক্ষ্মী যেন তোমার প্রতি চিরানুকূল থাকেন। যাও বৎস, যাও,

ষীর নিকট হতে বিদায় নিয়ে যাতে কালই যাওয়া হয় এমন উদ্যোগ চাই।

বিজ। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

তেজ। মন্ত্রীবর! এত দিনে আমি জান্‌লাম যে, সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ ক্ষাত্রতেজই আমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছেন। আহা! পুত্রের গুণের পরিচয় পেলে পিতা যে কি পরিমাণে সন্তোষ লাভ করে, তা পুত্রহীন ব্যক্তিরা কি বুঝ্‌বে?

স্বরে। মহারাজ! সিংহের ঔরসে সিংহেরই জন্ম হয়ে থাকে!

তেজ। না মন্ত্রীবর! সে তোমার ভ্রম। কাপুরুষ উদয়সিংহের ঔরসে কি বীরচূড়ামণি রাজপুতশিরোমণি প্রতাপসিংহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই?

স্বরে। (পরিহাসচ্ছলে) মহারাজ! উদয়সিংহ যতই হীনবীর্য্য হোন্ না, তথাচ তিনি উদয়সিংহ!

তেজ। (হাস্যকরতঃ) তোমার কথার দ্ব্যর্থ ভাব বোঝা ভার! (অন্য মনে) যা হক্ মন্ত্রীবর! পিতা হয়ে আমি যে পুত্রকে যুদ্ধে প্রেরণ কর্চ্চি, এ তো ক্ষত্রিয়দের স্বভাবসিদ্ধ। তবে, প্রজারা আমাকে নির্ম্মম বল্‌বে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বদেশের জন্য, জাতীয় গৌরবরক্ষার জন্য, ধর্ম্মের জন্য, বিধর্ম্মী মুসলমানদের নির্ম্মূল নিপাতসাধনে কোন্ ক্ষত্রিয়বীরপুরুষ না প্রাণ পণ কর্ত্তে পারেন? বিজয় আমার আজ সেই ব্রতের ব্রতী হয়েছেন, এতে অপবাদের বিষয় কি আছে? দেখ মন্ত্রীবর তুমি নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে ঘোষণা করে দাও, প্রজারা যেন আমার এই বৃদ্ধবয়সে অপবাদ প্রদান না করে।

স্বরে। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

তেজ। (পরিক্রম করিতে করিতে) বিজয় আমার দক্ষিণ হস্ত, আমি জগদীশ্বরের নিকট যেমন প্রার্থনা করেছিলাম, বিজয় আমার তদনুরূপ বলশালী হয়েছেন। (অন্য মনে) কিন্তু রাজারা নিতান্ত মমতাশূন্য! প্রাণ-সম একমাত্র পুত্রকেও যুদ্ধে প্রেরণ কর্ত্তে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করে না। উঃ কি অসহ্য যন্ত্রণা! কি অতলস্পর্শ চিন্তা! প্রজারা কিসে সুখে থাকবে, রাজ্য কিসে নির্ব্বিঘ্ন হবে, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে দিবানিশী সেই চিন্তাতেই মগ্ন! লোকে যে বলে রাজারাই প্রকৃত সুখী, সে তাদের ভ্রম বই আর কিছুই নয়। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ) হায়! মহিষীকে কি বলে সান্ত্বনা কর্ব্বো? বল্‌বো কি আমি স্বরাজ্যের হিতসাধনের জন্য তোমার একমাত্র স্নেহাধারকে যুদ্ধে প্রেরণ করেছি? তা হলে তিনি আমাকে কি বল্‌বেন? কেন আমি তখন বিজয়ের অনুরোধে অনুমোদন কর্লাম! কেন আমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি ঘট্‌লো! না—আমি বিজয়কে যুদ্ধে প্রেরণ কর্ব্বো না, আমার রাজ্যের মায়া হতেও বিজয়ের মায়া অধিক! (হটাৎ কোপের সহিত) কি! তেজসিংহ কি এম্নি কুলাঙ্গার, এম্নি কাপুরুষ যে চিরশিক্ষিত ক্ষাত্রদর্প পরিত্যাগ করে মোহপাশে আবদ্ধ হবে? ক্ষত্রিয়দের জন্মই যুদ্ধে প্রাণ দেবার জন্য! সম্মুখযুদ্ধে জয়লাভ অথবা প্রাণ বিসর্জ্জন করাই তাদের ধর্ম্ম! প্রাণাধিক বিজয় যদি সেই যবন যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন, তাতেও আমাদের গৌরব! আঃ! এ প্রতিকুলচিন্তা যেন আমার অন্তরে স্থান না পায়! এই সামান্য যুদ্ধে তেজসিংহাত্মজ যে পরাজিত হবে, এ কথা নিতান্ত অসম্ভব আর অবিশ্বাস্য। যাই এখন মহিষীকে সান্ত্বনা করি গে! আহা!

স্ত্রীলোকের মন, না জানি তিনি এই দারুণ কথা শুনলে কতই শোকাকুলা হবেন।

[প্রস্থান।

বিজয়ের পুনঃ প্রবেশ।

বিজ। (পরিক্রম করিতে করিতে) ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধই জীবনযাত্রা, আমি যেমন আশা করেছিলাম যে এই যুদ্ধভার আমার উপর অর্পিত হবে, জগদীশ্বরের কৃপায় সে অনুমতি পেয়েছি, এখন দেখা যাবে যবন-দল দলিত হয় কি না (আক্রোশের সহিত) ফতেউদ্দীন! দুরাচার! তোমার আসন্ন কাল উপস্থিত হয়েছে, পৃথিবী আর তোমার ভার সহ্য কর্ব্বেন না, যা কিছু প্রিয়কার্য্য আছে, এই বেলা সমাপ্ত কর। যবন? যবনকে?—দস্যুমাত্র! কেবল সেই বিশ্বাসঘাতক জয়চাঁদ তাদের গর্ব্বের পোষকতা করেছে। রে ক্ষত্রিয়কুলগ্লানি! তুমি সামান্য ভ্রাতৃবিরোধের জন্য মহম্মদ ঘোরির আশ্রিত হয়ে নিজেও মজলে আর বীরপ্রসবিনী ভারত-জননীকেও চির-অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করালে? পুত্রের কি এই কর্ত্তব্য? পৃথ্বীরাজের যশঃঘোষণা কি তোমার পাপ-শ্রবণে সহ্য হলো না? (অন্যমনে) যা হয়েছে তা ফের বার নয়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ) হায়! আমার হৃদয় কি কঠিন! জননীর নিকট কি বলে বিদায় গ্রহণ করি। তিনি যে আমাকে একদণ্ড চক্ষের অন্তরাল কর্ত্তে পারেন না, তবে এই দীর্ঘকাল আমাকে না দেখে কেমন করে তিনি জীবন ধারণ কর্ব্বেন? ওঃ হেম! আমার সর্ব্বস্বধন হেম আমার বিরহ কেমন করে সহ্য কর্ব্বেন? আহা! সরলা বালা বিরহ-জ্বালা কাকে বলে তা জানে না, সে যন্ত্রণা তার

পক্ষে অসহ্য হবে! আমি পুরুষ মানুষ, আমার মন সহজেই কঠিন, তবুও যখন সেই কঠিন মন বিচলিত হচ্চে, তখন হেমতো স্ত্রীলোক, চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা মাত্র! তার মনে যে দারুণ দুঃখের উদয় হবে, এ কথা অসম্ভব নয়। উঃ প্রণয়ীদের পক্ষে বিচ্ছেদ কি ভয়ঙ্কর কষ্টপ্রদ বস্তু! কে বলে প্রণয় সরল?—প্রণয় কখনই সরল নয়, প্রণয় গরলময়! তা না হলে কেন সে দুরাচার বিচ্ছেদকে মিত্রতায় বরণ কর্ব্বে? ওঃ বিচ্ছেদ-সর্পের যে এত বিষ, তা পূর্ব্বে জানতাম না এখন জান্‌লাম! জান্‌লে তার প্রতিকার কর্ত্তাম। হায়! কি বলে বিদায় চাইব! যে স্বর্ণপ্রতিমা আমাকে একদিন না দেখ্‌লে নয়নের জলে ভাসৃত, আমার এই দীর্ঘবিরহে কি তাঁর জীবন দেহে অবস্থান কর্ব্বে? নিতান্ত অসম্ভব (অধোমুখে দণ্ডায়মান)

বসন্তের প্রবেশ।

বস। যুবরাজ?

বিজ। (হটাৎ) সেনাপতি মহাশয়?

বস। (স্বগত) এরই বা অর্থ কি? এমন করে কেন উত্তর প্রদান কর্লেন? যেন কি দুঃসহ চিন্তায় মগ্ন আছেন। (প্রকাশ্যে) যুবরাজ, সমস্ত সৈন্য সসজ্জীভূত, সকলেই যুদ্ধযাত্রার জন্য উৎসুক, আর কেনই বা না হবে, স্বদেশ রক্ষার জন্য কে না প্রাণ দিতে পারে?

বিজ। সেনাপতি মহাশয়! আর বিলম্ব করা হবে না, কালই যুদ্ধযাত্রা কর্ত্তে হবে। জননীর নিকট হতে বিদায় নিয়ে গমন কর্ব্বো, আমি চল্লাম, যেন সব প্রস্তুত থাকে।

বস। যে আজ্ঞা।

বিজ। তবে এখন যাই।

[প্রস্থান ও তৎক্ষণাৎ পুনঃপ্রবেশ।

হাঁ ভাল কথা মনে হয়েছে, আমার সঙ্গে কত সংখ্যক সৈন্য যাবে?

বস। দশ সহস্র পদাতি, পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী, আর এক শত হস্তী।

বিজ। না অত সৈন্য নিয়ে যাবার কোন প্রয়োজন নাই। পাঁচ সহস্র পদাতি, আর দুই সহস্র অশ্বারোহী হলেই যথেষ্ট হবে।

বস। যে আজ্ঞা——

বিজ। তবে এ ভার আপনার উপর রইল।

[প্রস্থান।

বস। (স্বগত) রাজপুত্রের যে অন্যমন দেখ্‌লাম, সে কি আমার হেমের জন্য।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিজয়নগর—সেনাপতি বসন্তের গৃহ।

বসন্তের প্রবেশ।

বস (স্বগত) প্রেয়সী মর্‌বার সময়ে বলেছিলেন্ যে, "আমি বিজয়ের সঙ্গে হেমের বিয়ে দিয়েছি" আর সুহাসিনীও বলে যে "রাজপুত্র সখীকে বড় ভাল বাসেন" আজ কিন্তু তার স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যাবে। হেম যদি রাজরাণী হয়, তা হলে আমার বড় সৌভাগ্য! আর রাজরাণী হবারও উপযুক্ত বটে, কারণ তার যে সকল গুণ আছে, অনেক রাজপুত্রীদেরও একাধারে এত গুণ আছে কি না সন্দেহ!

এতেই বোধ হচ্চে সে আশা আমার ফলবতী হতে পারে। এমন লক্ষ্মীস্বরূপিণী কন্যারত্ন যে রাজবধূ হবেন্ তার আর বিচিত্র কি! তবে অদৃষ্টের কথা বলা যায় না, বিধাতার মনে যা আছে তাই হবে (পদশব্দ শুনিয়া) ঐ বুঝি হেম আসচে, আমি একটু অন্তরালে দাঁড়িয়ে কি বলে শুনি।

[প্রস্থান।

হেমপ্রভার প্রবেশ।

হেম। (বিষণ্ণ বদনে) এত রাত হলো বিজয় কেন এলেন্ না? সখী যা বল্লে তা কি সত্য? সত্যই কি আমার প্রাণের বিজয় যুদ্ধে যাবেন? বাবাও এখনো আসেন্‌নি, কাকে জিজ্ঞাসা কর্ব্বো? তা হলে একবারও কি আমার কাছে বিদায় নিতে আস্‌বেন্ না? আমি জানি তিনি আমাকে প্রাণের অধিক ভাল বাসেন্, হয়ত সখীর মিথ্যা কথা, আমার মন বোঝবার জন্যই ভয় দেখিয়েছেন। না—তা হলে আমার মন আজ এত অধৈর্য্য হবে কেন? যা হোক্ সখী এলে একবার তাঁর পায়ে ধরে জিজ্ঞাসা কর্ব্বো তাতেও কি সত্য করে বল্‌বেন না? মা ভগবতি! এ কথা যেন মিথ্যাই হয়।

সুহাসিনীর প্রবেশ।

সুহা। সখি! কি কথা মিথ্যা হয় ভাই?

হেম। তোমার পায়ে ধরি, সত্য করে বল ভাই, রাজপুত্র কি যথার্থই যুদ্ধে যাবেন?

সুহা। তোমার সঙ্গিনী কি তোমার সাক্ষাতে কখনও মিথ্যা কথা কয়?

হেম। অভাগিনীর দশা তবে কি হবে সখি? (রোদন)

সুহা। চিন্তা কোরনা ভাই, বিজয় যেমন বীরপুরুষ তাঁর কখনই বিপদ ঘট্‌বে না। তুমি দুঃখিত হলে তাঁর অমঙ্গল করা হয়। ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধই প্রধান অধ্যবসায় তা কি তুমি জাননা ভাই? তুমি বীরকন্যা হয়ে কেন এত বিকলচিত্তা হোচ্চ?

হেম। সখি, তিনি কোথায় যুদ্ধ কর্ত্তে যাবেন?

সুহা। কোথায় তা জানি না, তবে যবনযুদ্ধে যাবেন এই কথা শুনেছি।

হেম। (রোদন করিতে করিতে) শুনে যে গা কাঁপ্‌ছে সখি!

সুহা। ভয় কি ভাই, (পদশব্দ শুনিয়া) ঐ বুঝি বাবা আস্‌চেন তুমি ওঁর মুখে সব শুন্তে পাবে আমি যাই।

[প্রস্থান।

বসন্তের পুনঃ প্রবেশ।

হেম। (বসন্তকে প্রণাম)

বস। দীর্ঘজীবী হও মা!

হেম। বাবা, আজ আপনকার আস্‌তে বিলম্ব হলো কেন? অন্য দিন ত এত রাত্‌ হয় না, আজ কেন হলো বাবা?

বস। রাজপুত্র যবনযুদ্ধে যাবেন তারি আয়োজন কর্ত্তে এত বিলম্ব হলো। (হেমপ্রভার বিষণ্ণ বদন দেখিয়া) মা, হটাৎ এত বিষণ্ণ হলে কেন? তোমার অসুখের কারণ আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি, কিন্তু তুমি যেমন রাজপুত্রের জন্য এত চিন্তিত হচ্চ, তিনি তোমার জন্য তত চিন্তিত হন না, তা হলে কত দিন আর দেখা হবে না একবারও তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে আস্‌তেন। মা, তুমি যেমন তাঁকে অন্তরের সহিত ভাল বাস তিনি তেমন বাসেন কৈ?

হেম। কেন বাবা আমাকে পাতকিনী করেন, পতির নিন্দা শোনা স্ত্রীর কখনই উচিত নয়।

বস। বৎসে! তুমিই যথার্থ গুণবতী, তুমিই যথার্থ সতী! জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, কুমার যেন শীঘ্রই যবনধ্বংস করে গৃহপ্রত্যাগমন করেন, আমার আর কোন প্রার্থনা নাই।

হেম। বাবা! কোথায় তিনি যুদ্ধ কর্তে যাবেন?

বস। কিরণপুরে,—এখান থেকে প্রায় চৌদ্দ পনর দিনের রাস্তা (নেপথ্যে শব্দ শুনিয়া) ঐ বুঝি বিজয় আস্‌চেন, আমি যাই।

[প্রস্থান।

বিজয়ের প্রবেশ।

বিজ। হেম! (হস্তধারণ করতঃ) আজ তোমার শশীমুখ এত ম্লান কেন? তোমার বিষণ্ণ বদন কি তোমার বিজয়ের প্রাণে সহ্য হয়?

হেম। বিজয়! অধিনী কি অপরাধ করেছে যে, একবার দিনান্তে তোমার চরণ দর্শন কর্তে পায় না? ভাবে বোধ হচ্চে তুমি আর আমাকে তত ভাল বাস না। কেন বিজয়? অভাগিনী যে তোমার দাসী!

বিজ। হেম! আজ এত অন্যায় ভর্ৎসনা কেন কর্চো? যদি অপরাধ করে থাকি, কোমল চরণযুগল ধারণ কর্লেও কি মান ভঞ্জন হবে না?

হেম। বিজয়! দাসীকে এত করে অনুনয় করা কি রাজপুত্রের উচিত?

বিজ। তুমি আমার একমাত্র অঙ্কলক্ষ্মী! আমার সুখদুঃখভাগিনী প্রেম-প্রতিমা! আমার হৃদয়-সরোবরের একমাত্র কমলিনী! তবে কেন এমন কঠিন বাক্য তোমার বিধুমুখ থেকে বিনিঃসৃত হচ্চে? প্রিয়ে! প্রাণেশ্বরি! মান পরিত্যাগ করে একবার প্রিয়সম্ভাষণ কর, হৃদয় শীতল হোক্। তোমার বদনশশী ম্লান দেখ্‌লে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

হেম। বিজয়! এই জন্যেই সকলে তোমাকে বিজয়নগরের মূর্ত্তিমান্ রবি জ্ঞান করে কত প্রশংসা করে।

বিজ। সকলে মনে করুক্ আর না করুক্, তুমি আমাকে কি মনে কর হেম?

হেম। কেন নাথ! তুমি যে নিয়তই আমার হৃদয়ে বাস কর্চ্চো! সেখানে একটী মন্দির আছে, সেই মন্দিরের ভিতর তোমার এই পবিত্র দেবমূর্ত্তিখানি স্থাপন করে অভাগিনী যে প্রতিদিন তারই ধ্যান করে মনকে সুস্থ করে থাকে!

বিজ। হেম! তোমার মত বুদ্ধিমতী, তোমার মত গুণবতী এ সংসারে আছে কি না সন্দেহ, প্রেম যে কি অমূল্য রত্ন তা তুমি চিনেছ!

হেম। বিজয়! অন্য দিন তোমাকে দেখে মনে যে অতুল আনন্দের উদয় হয় আজ তা হচ্চে না কেন? আজ আমার বোধ হচ্চে যেন কি দুঃসহ শোক আমার অন্তরে প্রবেশ কর্ব্বার চেষ্টা কর্চ্চে! তোমাকে দেখে আমার ভয় হচ্চে!

বিজ। (স্বগত) হায়! এমন সরলাকে কেমন করে পরিত্যাগ করে যাব? যুদ্ধযাত্রার কথায় প্রেয়সীর মনে যে কি দারুণ দুঃখের উদয় হবে তার আর সীমা নাই।

হেম। কি চিন্তা কর্চ্চো বিজয়?

বিজ। (স্বগত) হায়! কি করে প্রকাশ করি! (অধোমুখে)

হেম। তুমি আমাকে কাঁদাতে এসেছ বুঝ্‌তে পেরেছি (রোদন)।

বিজ। হেম! আজ আমার প্রতি এত প্রতিকূলা কেন হয়েছ?

হেম। (রোদন করিতে করিতে) বাবা বোল্লেন্ তুমি যুদ্ধে যাবে, শুনে যে বুক ফেটে যাচ্চে বিজয়!

বিজ। ভয় কি, তুমি দুঃখিতা হয়ো না, আমি শীঘ্রই যুদ্ধে জয়ী হয়ে আবার এসে তোমার বিধুমুখ দর্শন কর্ব্বো।

হেম। তবে কি নিতান্তই হতভাগিনীকে দুঃখ-সাগরে ভাসা্তে হলো?

বিজ। প্রাণেশ্বরি! আমি কি আপন্ ইচ্ছায় তোমাকে পরিত্যাগ কর্ত্তে পারি? পিতার আজ্ঞা পালন করা পুত্রের একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তিনি যখন আমাকে এই যুদ্ধভার প্রদান করেছেন, তখন তাঁর অনভিমতে কায কল্লে বিষম পাপ হবে। তুমি বুদ্ধিমতী, তোমাকে আর অধিক বোঝাতে হয় না। আর বিশেষ যবনেরা বড় অত্যাচার কর্ত্তে আরম্ভ করেছে, তাদের সমুচিত প্রতিফল না দিলে দিন দিন তারা প্রবল হয়ে আমাদের প্রতি আরও অধিক পরিমাণে বল প্রকাশ কর্ত্তে ত্রুটি কর্ব্বে না। হেম! তোমার চিন্তা নাই, আমি নিশ্চয় করে বল্‌তে পারি যে, সে যুদ্ধে ক্ষত্রিয়েরা কখনই পরাজিত হবে না, অতএব ধৈর্য্যধারণ করে কিছু কাল অবস্থান কর, আবার ঈশ্বর আমাদের সুখী কর্ব্বেন।

হেম। ভরসা করি, যুদ্ধে জয়লাভ হোক্, দুরাচার যবনেরা পরাভূত হোক্, কিন্তু নাথ! অভাগিনীকে এক বার এক বার২ স্মরণ করো (অধোমুখে রোদন)।

বিজ। (হেমপ্রভার চক্ষের জল মার্জ্জন করতঃ) হেম! রোদন সম্বরণ করে আমাকে বিদায় দাও। তোমার চাঁদমুখ বিজয় বিস্মৃত

হবে এ কথা নিতান্ত অসম্ভব। এ জীবন থাক্‌তে হেমপ্রভার মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই বিজয়ের হৃদয়ে স্থান পাবে না।

হেম। অধিনীর যে আর কেউ নাই। (রোদন)

বিজ। একি! আবার কেন কাঁদ্‌চ ?

হেম। (শোক সম্বরণ করতঃ) কবে যেতে হবে ?

বিজ। কাল ই——

হেম। এত শীঘ্র ?

বিজ। রাত অনেক হয়েচে আর বস্‌তে পারি না, আমাকে এখন বিদায় দাও। তুমি আমার জন্য শোকাকুলা হয়ো না। (হেমপ্রভার হস্ত ধারণ করতঃ) আসি তবে এখন।

[প্রস্থান।

হেম। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ) জীবিতেশ্বর! আমাকে পরিত্যাগ করে চল্লে ? হায়! প্রতিদিন যে মূর্ত্তি পূজা করে মনকে আনন্দ-সাগরে ভাসাতাম, সেই দেবমূর্ত্তি সকল মায়া দয়া বিস্মৃত হয়ে হৃদয়-মন্দির শূন্যময় কল্লে নঁ! হা বিধাতঃ তোমার মনে কি এই ছিল! অবলাকে কাঁদাইয়ে তোমার কি আমোদ হয়!

[রোদন করিতে করিতে প্রস্থান।

বসন্তের পুনঃ প্রবেশ।

বস। যা শুন্‌লাম এতে সকল সন্দেহই দূরীভূত হলো, এখন ঈশ্বরের ইচ্ছায় যুদ্ধে মঙ্গল হলেই আমার মনসাধ পূর্ণ হয়!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বিজয়নগর—রাজপথ)

সুরেন্দ্র ও কতিপয় ঘোষকের প্রবেশ।

সুরে। শুন দিয়া মন পুরবাসিগণ,
রাজ-আজ্ঞা অনুসারে
করিব ঘোষণ।
আজি মহারাজ হিন্দুর সমাজ
রক্ষিতে আপন পুত্রে
করেন প্রেরণ॥
দুরাত্মা যবন করিতে নিধন,
করেছেন প্রাণ পণ
কুমার বিজয়।
হইয়া মিলিত প্রফুল্লিত চিত
মুক্তকণ্ঠে বল সবে
কুমারের জয়!!

সকলে। জয় কুমার বিজয়ের জয়!

ঘোষকদিগের বাদ্যধ্বনি ও সকলের প্রস্থান।

গ্রাম্যদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম, গ্রা। শুন্‌লেন মহাশয়, কি ঘোষণা হলো?

২য়, গ্রা। হাঁ মহাশয়, শুন্‌লাম যে যবনদের সঙ্গে মহারাজের হবে, তার তো কিছুই বুঝতে পার্‌লাম না। (অন্তমনে) অ মহাশয়, যিনি এই ঘোষণা প্রচার কর্‌লেন উনি ক আকৃতি কিম্বা বেশভূষায় বোধ হয় কোন বড় লোক হবে

১ম, গ্রা। উনি আমাদের রাজমন্ত্রী, ওঁর নাম সুরেন্দ্রনাথ।

বুদ্ধি। (বিরক্তি সহকারে) তোমার রূপ বি আচ্ছা আছে তোমার গুণ বি আচ্ছা আছে এখন্ চল কোথাও লুকুইয়ে থাকা যাগ্ এখানে থাক্লে যে হাতছাড়া হয়ে যাবে।

[সকলের প্রস্থান।

প্রহ। ও বাবা, এরা যবন গো—এই প্রহরীবেষ্টিত নগরে কেমন করে প্রবেশ কর্লে? তা প্রহরী ত প্রহরী আমিই তার নিমুনো। যা হোগ্ এবেটাদের কারও বউ ঝির উপর নজর পড়েছে! আবার বল্লে যে “নবাবের টী নবাবকে আর একটী তোমাকে দেব”। এরি বা কারণ কি? নবাবটা কে? ফতেউদ্দীন নাকি? সে যে কিরণপুরে, তবে কোন্ নবাব? (ক্ষণেক চিন্তা করতঃ) ওঃ মনে হয়েছে ফতেউদ্দীনের সঙ্গে মহারাজের শত্রুতা, তাই কোন স্ত্রীলোককে হরণ করে নিয়ে যাবে। তা পাজি মুসলমানদের এই রকম ছলাই বটে! ভাল তাই না হয় হলো তা দেশের একটী স্ত্রীলোককে হরণ কর্লে তার বিশেষ কি লাভ হবে, আমি ত বুঝ্তে পাচ্ছি না। (দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ ও সভয়ে) ওমা ঐ যে দুটো শাঁকচুন্নী এইদিকে আস্চে কোথা যাব।

[দ্রুত পলায়ন।

সন্ন্যাসিনীবেশে হেমপ্রভা ও সুহাসিনীর প্রবেশ।

সুহা। কিরণপুর কোন্ দিকে ভাই?

হেম। না ভাই তা জানিনে, চল ভাগ্যে যা আ[illegible]ই হবে।

সুহা। তবে কেমন করে যাবে?

হেম। মন যে দিকে যেতে ইচ্ছা কর্বে সেই দিকে যাব। এখন ভাই সুহাসিনি সুখ বলে জগতে যে বস্তু আছে তা আমরা ভুলে যাব। চল আর বিলম্ব করা হবে না।

সুহা। একটু দাঁড়াও ভাই কে যেন এই দিকে দৌড়ে এল।

হেম। (বিরক্ত হইয়া) আঃ ভীরু এখন আমরা সুখাভিলাষিণী মানবী নই কঠিন ব্রতাচারিণী সন্ন্যাসিনী! তবে কিসের ভয়?

রহিম ও চারিজন যবনের পুনঃপ্রবেশ।

রহি। (হেমপ্রভার দিকে ইঙ্গিত করণ)

হেমপ্রভাকে লইয়া সকলের দ্রুতপলায়ন।

সুহা। (পশ্চাৎ২ গমন ও ক্ষণপরে পুনঃ প্রবেশ ও রোদন করতঃ) ওগো আমার যে সর্ব্বনাশ হলো! কে আমার সখীকে আমার সামেন থেকে নিয়ে গেল! আর আমি কোথা যাব কার কাছে মনের কথা বল্‌বো! কে আমার "সখি" বলে আদর কর্ব্বে! তোমার কি হলো সখি, কোন দুরাচার তোমাকে হরণ কর্লে, তুমি যে আমার একমাত্র সহায়! হায়, সেনাপতি, তোমার সর্ব্বস্ব অপহৃত হলো, তোমার প্রাণতুল্য কন্যারত্নকে দস্যুরা হরণ করে নিয়ে গেল! বিজয়, তোমার হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হলো, তোমার প্রাণ অর্দ্ধ বহির্গত হলো, তোমার হেমপ্রভা—তোমার হৃদয়ের হেমপ্রভা অপহৃতা হলো, তোমার শৈশব সহচরী দস্যুকবলিতা হলো! হায়, এ যাতনা যে সহ্য হয় না আমি কি কর্ব্বো? এখনি প্রাণ বিসর্জ্জন করি, প্রিয়জন শূন্য প্রাণ রেখে আর ফল কি? সখি এই কি তবে শেষ দেখা? আঃ, প্রাণ বেরোও, বেরোও, কার আশ্বাসে এখনও দেহে রয়েছ? আর না বেরোও, যদি না যাও নিজে বলপূর্ব্বক বার কর্ব্বো! (অশ্রু মার্জ্জন করিয়া) না তা হবে না দেখি প্রিয় সখীর কোথাও সন্ধান পাই কি না। এই বেশে এই সন্ন্যাসিনী বেশেই যাই দেখি। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)

বিজ। (আশ্চর্য্য হইয়া) সখে প্রতাপ, তোমার ভাব দেখে বোধ হচ্চে তুমি কোন গুপ্ত কথা প্রকাশ কর্ব্বে।

রণ। হাঁ সত্যই কোন গুপ্ত কথা বল্‌বো, শোন ভাই;—আমাদের রাজ্য যখন যবনদ্বারা গ্রাসিত হয়, তখন তেলিঙ্গনাপতিকে অন্যায় সমরে প্রাণ দিতে হয়েছিল, তখন আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, যবনদের মধ্যে থেকেই পিতৃ-সিংহাসন উদ্ধার কর্ব্বো, সে আশা আমার বলবতী হয়েছিল, ফলবতী হবারও উপক্রম হয়ে এসেছিল। ফতেউদ্দীন আমাকে বিশ্বাস করে সেনাপতি পদ প্রদান করেছিলেন। কিন্তু ভাই, আর আমার সহ্য হলো না, দুরাচার নবাব আর তোমার রহিম ঠাকুর পরামর্শ করেছে বিজয়নগর থেকে তোমার হেমপ্রভাকে হরণ করে নিয়ে আস্‌বে। এ কথা ক্ষত্রিয়ের প্রাণে নিতান্ত অসহ্য, তাই তোমাকে বল্‌বার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছি। রাজকুমার তখনই আমি হেমপ্রভার নাম শুনেছিলাম।

বিজ। কি! যবনেরা কি এতই কাপুরুষ? শীঘ্রই এর কোন প্রতিকার কর্ত্তে হবে, কিন্তু ভাই রহিম কে?

রণ। রহিম চাচা তোমার নিকট রমানাথ ঠাকুর বলে পরিচিত, আর তার পুত্রের নাম অবিনাশ হয়েছে। আমিত পূর্ব্বেই বলেছি যে আমার যবনপরিচ্ছদ দেখে আমাকে যবন স্থির করেছিলে, কিন্তু রহিম আর নাজির যে ব্রাহ্মণের বেশে তোমার চক্ষে ধুলা দিয়েছে ভাই! তুমিত তার বিন্দুবিসর্গও জান্তে পার নাই।

বিজ। সে কি! অবিনাশ যে আমার বড় বিশ্বাসী পাত্র, সে কি মুসলমান? রমানাথ কি যথার্থই আমাকে মজাতে এসেছে? কি তখন অন্ধ হয়েছিলাম!

রণ। ভাই, যবনের ছলনাতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও মতিভ্রম ঘটে।

বিজ। পিতার কথা এখন আমার স্মরণ হলো। ভাই, এ অসময়ে তুমি আমার পরম উপকার কর্ল্লে, জন্মান্তরেও এর প্রতি-শোধ হবে না, যা হবার তা হয়েছে এখন কি করা যায়? দুরাচারদের এখনি কি প্রাণ বধ কর্ব্বো?

রণ। তা নিতান্ত অসম্ভব। রহিম যে বিজয়নগরে গিয়েছে; দিন কতক স্থির হয়ে না থাকলে চলে না। রহিম কত দিন পরে সেখান থেকে ফিরে আস্‌বে?

বিজ। মাসেকের মধ্যে ফিরতে পারে। (অন্যমনে) না হয় ভাই, সেই পাষণ্ড নাজিরের মস্তকচ্ছেদন করা যাক্। ইচ্ছা করে কে কোথা সাপ পুষে রাখে ভাই? আজ রাত্রেই যাতে কায শেষ করা যায় তাই কর্ত্তে হবে, কি বল?

রণ। কিন্তু সাবধান, সে যেন পূর্ব্বে এর কিছুই না জান্‌তে পারে, আর অন্য লোকেও অবগত হলে বিপদের সম্ভাবনা আছে, তা হলে রহিম বেটা আর আস্‌বে না।

বিজ। তার আর সন্দেহ আছে ভাই? সে যা হোক, রহিম পিতাকে পত্রখানা দেবে ত? হেম ত আমার খবর জান্‌তে পার্ব্বে?

রণ। তার মনে যা আছে তাই সে কর্ব্বে, আমরা কেমন করে তার মনের ভাব বুঝবো ভাই? কিন্তু যে রকম গতিক দেখ্‌লাম, তাতে না দেবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তুমি শীঘ্র আর একটা দূত প্রেরণ কর, আর বলে দাও সে যেন রমানাথকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে, বেশী বিলম্ব হলে বিপদ ঘটতে পারে।

বিজ। ভাই! আমি আজ যে কি ভয়ানক বিপদ থেকে মুক্তিলাভ করেছি, তা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। (রণপ্রতা-পের চক্ষে জল দেখিয়া) এ কি ভাই! তোমার চক্ষে জল-ধারা কেন?

হইয়া মিলিত প্রফুল্লিত চিত
মুক্তকণ্ঠে বল সবে
কুমারের জয়!!

নেপথ্যে। জয়! কুমার বিজয়ের জয়!

(নেপথ্যে ঘোষকদিগের বাদ্যধ্বনি)

১ম, গ্রা। বুঝ্‌লেন কি মহাশয়?

২য়, গ্রা। হাঁ মহাশয়, এখন বুঝ্‌তে পেরেছি। যা হোক্‌, মহারাজের মিত্ররাজারা এতে আনুকূল্য কর্ব্বেন্‌ তো?

১ম, গ্রা। তা অবশ্যই কর্ব্বেন্‌, বিশেষ রাজা জয়সেন ওঁর প্রধান সহায়, তাঁর উৎসাহেই মহারাজ সাহস পেয়েছেন।

২য়, গ্রা। সে কি মহাশয়! আপনি বাতুলের মত প্রলাপবাক্য প্রয়োগ কর্চ্চেন যে, আপনি কি কিছুই জানেন্‌ না?

১ম, গ্রা। কেন মহাশয়?

২য়, গ্রা। কিরণপুরাধিপতি রাজা জয়সেন যে মহারাজ তেজসিংহের পরম শত্রু! সে শত্রুতা যে উভয়ের হৃদয়ে বদ্ধমূল! আপনি তবে এমন অসম্ভব কথা বলেন কেন?

১ম, গ্রা। (ঈষৎ হাস্য করতঃ) না—না—না—

২য়, গ্রা। বলেন কি মহাশয়, কিরণপুরে আমার মাতুলালয় ছিল, শৈশবকালে আমি প্রায় সেইখানেই থাক্‌তাম। সেই সময়ে এক দিন শুন্‌লাম যে দুই রাজার বিষম যুদ্ধ উপস্থিত, তার কারণ এই, উভয়েই রাজকন্যা প্রভাবতীর পাণিগ্রহণাকাঙ্ক্ষী হন্‌। অবশেষে মহারাজ তেজসিংহ সকলদিকেই জয়ী হয়ে রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। রাজা জয়সেন ক্রোধান্বিত হয়ে পুনরায় সমরার্থী হন্‌, তার পরে যে কি হলো তা বিশেষ জানি না।

১ম, গ্রা। ওঃ, সেই শত্রুতার কথা বল্‌চেন সে আর নাই। আপনি কি জানেন না যে, প্রভাবতী রাজকন্যে, আর স্বর্ণময়ী মন্ত্রী-কন্যা? বাল্যকালে রাজকুমারী আর মন্ত্রীকুমারী উভয়েই একত্রে বাস, একত্রে শয়ন, একত্রে বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন, সেই জন্য রাজা জয়সেন আমাদের মহারাজের সঙ্গে সন্ধি-স্থাপন করে সেই স্বর্ণময়ীর পাণিপীড়ন করেছেন্। এখন আর শত্রুতা নাই, চিরসৌহার্দ্দ হয়েছে।

২য়, গ্রা। রাজাদের সৌহার্দ্দও বোঝা যায় না আর শত্রুতাও বোঝা যায় না।

১ম, গ্রা। সত্য বটে, কিন্তু মহাশয়, এ সেরূপ সৌহার্দ্দ নয়, দুই রাজমহিষীর ভালবাসাই এই মিলনের মূলীভূত কারণ।

২য়, গ্রা। তা যদি হয়ে থাকে তবে বড় সুখের বিষয় বটে; যা হোক্, মহাশয়! রাজপুত্র কোথায় যুদ্ধ কর্ত্তে যাবেন?

১ম, গ্রা। কিরণপুরেই—

২য়, গ্রা। কেন?

১ম, গ্রা। যবনেরা এখন কিরণপুরে শিবির সংস্থাপন করেছে। তারা মহারাজ জয়সেনের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে প্রস্তুত।

২য়, গ্রা। সে যুদ্ধের কারণ কি?

১ম, গ্রা। যবনেরা অকারণেই যুদ্ধ করে; কারণ নাই, ছল আছে।

২য়, গ্রা। কি ছল মহাশয়?

১ম, গ্রা। মুখে আন্‌তেও ঘৃণা করে।

২য়, গ্রা। বলেন কি?

১ম, গ্রা। রাজা জয়সেনের একটী অসামান্যা রূপবতী কন্যা আছেন্। দুরাচার নবাব্ ফতেউদ্দীন তাঁর রূপে বিমোহিত হয়ে মহারাজের নিকটে দূত প্রেরণ করে, তার মর্ম্ম এই হয় তিনি আপন দুহিতা বীরবালাকে নবাবের হস্তে, সম-

করুন্, না হয় যুদ্ধে প্রস্তুত হন্। কিন্তু ক্ষত্রিয়বীর কি কখনও যবনকে কন্যাদান কর্ত্তে পারেন্? সত্য বটে অনেক বাদসাহ রাজপুত-মহিলার পাণিগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু রাজপুতেরা বোধ হয় মনের সুখে কন্যা সমর্পণ করেন নাই। যা হোক্ সে কথায় প্রয়োজন নাই, মহারাজ এই মর্ম্মান্তিক মনোদুঃখ অসহ্য জ্ঞানে দূতকে এই কটী কথা বলে বিদায় করেছিলেন ;—"যবন! তোমার নবাবকে বোলো যে, ক্ষত্রিয়বীর যুদ্ধে কখনই পরাঙ্মুখ নয়. আমি কখনই প্রাণ থাকৃতে ম্লেচ্ছকে কন্যাদান কর্ব্বো না, আর বোলো যে, হিন্দুরা যবনকে নরকাপেক্ষাও ঘৃণা করে।"

২য়, গ্রা। তার পর কি হলো?

১ম, গ্রা। ফতেউদ্দীন যুদ্ধই স্থির করে কিরণপুরনিকটস্থ প্রান্তরে শিবির সন্নিবেশিত করেছে, অল্প দিনের মধ্যেই যুদ্ধ আরম্ভ হবে।

২য়, গ্রা। মহারাজ জয়সেন উপযুক্ত উত্তরই প্রদান করেছেন।

১ম, গ্রা। এখন আমরা এই ভরসা করি, কুমার যেন শীঘ্রই কিরণপুরে উপস্থিত হয়ে মহারাজের সহিত মিলিত হন্। চলুন্, আমরা গৃহে গিয়ে রাজপুত্রের মঙ্গলার্থে দেবারাধনা করিগে, তাঁর মঙ্গলেই দেশের মঙ্গল!

২য়, গ্রা। তার আর সন্দেহ কি!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(বিজয়নগর—বসন্তের গৃহ)

হেমপ্রভা আসীনা।

হেম। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ) হা জগদীশ্বর! এত যন্ত্রণা দেবার জন্যই কি হতভাগিনীকে সৃজন করেছিলেন! অভাগিনী যে কখনও কারও কোন অনিষ্ট করে নাই, তবে তার এমন দুর্দ্দশা কেন হলো! (রোদন করিতে করিতে) জননি! কোথায় তুমি, আর কি তোমার চরণ দর্শন কর্ত্তে পাব না! আর কি তোমার সেই আদরের সহিত মা বাক্য শুনতে পাব না! মা! তোমার আদরিণীর দশা একবার দেখে যাও। যাকে তুমি বিজয়নগরের রাজরাণী বলে কত আহ্লাদ কর্ত্তে, এখন সেই বিজয়নগরের রাজরাণী বিজয় বিনা ভিখারিণী হয়েছে, একবার দেখে যাও মা। না—তিনি যে এ পাপ ধরা পরিত্যাগ করে অনেক দিন স্বর্গধামে গমন করেছেন! হায়, আমি স্নেহময়ী জননীর বিয়োগ-দুঃখ বিস্মৃত হয়ে এত দিন যাঁর জন্য জীবিত ছিলাম তিনি ত পরিত্যাগ করে গেলেন! নির্দ্দয় হয়ে অভাগিনীকে দুঃখ-সাগরে ভাসিয়ে গেলেন! না—তিনি ত আপন ইচ্ছায় যান্‌নি, পিতার আজ্ঞাক্রমে গিয়েছেন। যাবার সময়ে বলে গেলেন "তোমার বিধুমুখ বিজয় কখনই বিস্মৃত হবে না" সে কথা এখনো হৃদয়ে গাঁথা রয়েছে। জগদীশ্বর! অভাগিনীর যে দশাই ঘটুক না কেন, বিজয় যেন যুদ্ধে জয়ী হয়ে শীঘ্রই গৃহে ফিরে আসেন (হটাৎ কোপের সহিত) কি! আমি সেনাপতি বসন্তের দুহিতা, বীরচূড়ামণি বিজয়ের দাসী! বীরকন্যা বীরপত্নী হয়ে কি ঈশ্ব-

শোকপ্রকাশ করা আমার উচিত? (বিজয়কে উদ্দেশ করিয়া) যাও প্রাণেশ্বর, দুরাচার যবনকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করে ভারত-জননীকে স্বাধীনা কর! আমি আর বৃথা শোক প্রকাশ করে তোমার অমঙ্গল কর্ব্বো না। যাও বীরবর, যবনের নাম পর্য্যন্তও বিলুপ্ত কর।

সুহাসিনীর প্রবেশ।

সুহা। সখি! দিবানিশী নির্জ্জনে বসে থেকে কি হবে ভাই?

হেম। না সখি, এখন আমার নির্জ্জনই ভাল।

সুহা। নির্জ্জনে থাক্‌লেই শোকের বৃদ্ধি হয় তা কি জাননা ভাই?

হেম। শোক আমার হৃদয় হতে দূরীভূত হয়েছে।

সুহা। এস ভাই আমরা কতকগুলি পুষ্প চয়ন করে মালা গাঁথিগে।

হেম। মালা আর কার জন্য গাঁথ্‌ব ভাই? বনমালী বিনে আমার হৃদয় যে শূন্যময় হয়েছে! (রোদন)

সুহা। কেন সখি! রাজপুত্র যে এখনও যুদ্ধযাত্রা করেন্ নি, যাবার সময় আমাদের সম্মুখবর্ত্তী পথ দিয়েইত যাবেন্, আমরা তখন তাঁর মস্তকে পুষ্পবৃষ্টিচ্ছলে সেই মালা অর্পণ কর্ব্বো। তাও কি তোমার ভাল লাগে না ভাই?

হেম। সত্যই কি বোল্‌চ রাজপুত্র এখনও যান্‌নি? না সখি, এই দুঃখের সময় পরিহাস কোরনা (রোদন)

সুহা। না ভাই পরিহাস নয়, সত্যই বল্‌চি তিনি এখনও যান্‌নি; তোমার বিধুমুখ মলিন দেখ্‌লে আমার হৃদয় যে কি করে তা আর কাকে বল্‌বো! এস ভাই, ফুল তুলিগে।

হেম। সখি! পা আমার আর চল্‌তে ইচ্ছা করে না।

সুহা। তবে বসো, দেখ যেন আর কেঁদো না, আমি এলেম বলে

প্রস্থান।

আহা! সখা আমার যথার্থই ব্যথার ব্যথী! এ দুঃখের সময়েও কিসে আমার মনে সুখের সঞ্চার হয়, সর্ব্বদাই সেই চিন্তায় মগ্ন! সে দিন বল্লে "আমি প্রেমের ধার ধারি না" তবে ওঁর মুখে আজ এমন প্রেমিকের ভাব প্রকাশ পাচ্চে কেন? এই কথা আমি একবার এই দুঃখের সময়েও ওঁকে জিজ্ঞাসা কর্ব্বো। (অন্যমনে) বিজয়! বিজয় আমায় সর্ব্বস্বধন! আমি যতই কেন অন্য কথা মনে কর্ত্তে চেষ্টা করি না, বিজয়ের চিন্তা আমার হৃদয় হতে কখনই অন্তরিত হবার নয়! হেমপ্রভা বিজয়ের চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুকেই হৃদয়ে স্থান দান করে না। আহা! তিনি এই পথ দিয়েই যাবেন এ কথা শুনেও বিশ্বাস হলো একবার তাঁর সেই দেবমূর্ত্তিখানি দেখে নয়ন সার্থক কর্ত্তে পার্ব্বো। পতিপক্ষপাতিনী রমণীর পতিসমাগম কি আনন্দকর! কিন্তু হায়! আমার তেমন সমাগম নয়, দূর থেকে দেখে নয়ন শীতল করা মাত্র! (রোদন করিতে করিতে) হা প্রাণেশ্বর! নিতান্তই কি দুঃখ-সাগরে ভাসিয়ে গেলে! হায় রে, এ হতভাগিনীর যদি এখনি মৃত্যু হয় তা হলে আর যন্ত্রণা সহ্য কর্ত্তে হয় না! (রোদন

রাগিণী পিলু বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

বিধি তব এই কি বিচার, ওহে নিরদয়।
বিরহ-বিধুরা বালা কত জ্বালা সয়॥

তোমার অকর্ম্ম হায়, নাহিক কিছু ধরায়,
কাঁদাইতে অবলায়, নাহি দয়া হয়॥
আর না সহিতে পারি, এ জ্বালা কিসে নিবারি,
মরণে ক্ষত্রিয়-নারী, করে না ত ভয়।
তবে মিছে কেন আর, বহিব এ দুঃখ-ভার,
হারায়ে রতনসার, মরণ নিশ্চয়॥

(অধোমুখে উপবেশন)

ফুল লইয়া সুহাসিনীর প্রবেশ।

সুহা। আবার বুঝি কাঁদ্‌চ? এসো ভাই মালা গাঁথি, দিবানিশী কাঁদ্‌লে কি হবে? (উভয়ে মালা গাঁথন)

হেম। আমি সখি, মালা গাঁথ্‌তে পারি না, আমার হাতের যে ঠিক নাই।

সুহা। সে কি ভাই এত অধৈর্য্য হলে কি চলে?

হেম। সখি, ধৈর্য্য যে আমার কাছ থেকে পালায়ে গেছে ভাই, কেবল জীবন আছে তা পালালেই নিশ্চিন্ত হই।

সুহা। ও কথা কি বল্‌তে আছে ভাই।

হেম। না সখি, আমার আর বাঁচবার সাধ নাই।

সুহা। তোমার জীবন যৌবন বিজয়ের কাছে, তোমার ত বশ নয়!

হেম। সেই জন্যেই এখনও রয়েছে তা না হলে এমন দুঃখের সময়ে তাকে দেহ থেকে দূর করে দিতাম্।

নেপথ্যে। জয় কুমার বিজয়ের জয়!

সুহা। সখি, ঐ শোন রাজপুত্র যুদ্ধ যাত্রায় চল্লেন্, এস ভাই একবার তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করিগে।

হেম। আমার যে গা কাঁপ্‌চে সখি! অভাগিনীর এই যে শেষ দেখা সখি! বিজয়ের বিরহে——(রোদন)।

সুহা। এস ভাই, এ কাঁদবার সময় নয়, আমাদের কর্ত্তব্য কায সমাপন করিগে এস (হেমপ্রভার হস্তধারণ)।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(কিরণপুর নিকটস্থ প্রান্তর——যবন শিবির।
ফতেউদ্দীন আসীন।)

যবন সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ।

ফতে। সৈনিকদ্বয়, আজ তোমাদের মুখ এত মলিন কেন? লড়াইয়ের কুশল ত?

১ম, সৈ,। জাঁহাপনা, আজ আমাদের পরাজয়! রাজপুত্র আমাদের সমস্ত সৈন্যকে ছন্ন ভন্ন করে দিয়েছেন্।

ফতে। (দুঃখিত হইয়া) কি! পরাজয়? পরম ধর্ম্মপরায়ণ মুসলমানদের পরাজয়! একি সহ্য হয়! হা মহম্মদ্! যা কখনও ফতেউদ্দীনের কাণে প্রবেশ করে নাই, আজ তাও শুন্‌তে হলো! কাফের হিন্দুর দ্বারা প্রাণাধিক্ মুসলমানেরা পরাজিত!

যবন দূতের প্রবেশ।

দূত, যুদ্ধের সমাচার শীঘ্র বল।

দূত। জাঁহাপনা! যুদ্ধের সমাচার আজ শুভফলদ নয়, রাজপুত্র বিজয় অতিশয় বলশালী ও বুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁকে পরাজিত করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার।

ফতে। কি বলে দূত, ছলনা দ্বারাও কি মুসলমানেরা রণজয়ী হতে পারে নাই? বল বীর্য্যে যদিও হিন্দুরা বিজয় লাভ কর্ত্তে

পারে তথাচ ছলনায় কখনই মুসলমানেরা পরাজিত হবার নয়! দূত, এ সময়ে কি তারা মুসলমানের চিরসঞ্চিত ছলনা অন্তর হতে দূরীভূত করেছে? যুদ্ধ স্থানে কি এমন কেহই ছিল না যে একটা বালককে ভোলাতে পাল্লে না?

দূত। নবাবজি! আপনি বিজয়ের বলবুদ্ধির কথা কিছুই শোনেন্ নাই, তাই তাঁকে বালক জ্ঞান করেন, কিন্তু তিনি এই প্রশস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে বীর নামে বিখ্যাত! যুদ্ধের সময়ে হুজুর যদি উপস্থিত থাক্তেন তা হলে দেখ্তে পেতেন তিনি কত বল ধারণ করেন, আর তাঁর রণকৌশলই বা কেমন! আমি তার তিলমাত্রও বর্ণন কর্ত্তে সমর্থ নই।

ফতে। (রাগান্বিত হইয়া) পাজি! আমার অন্নে প্রতিপালিত হয়ে, আমার ক্রীতদাস হয়ে তুই কাফের হিন্দুর প্রশংসা কর্ত্তে উদ্যত হয়েছিস্! (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) এখনি তোর মস্তক ছিন্ন কর্ব্বো জানিস্!

দূত। (সভয়ে) জাঁহাপনা! আমি আপনকারই দাস, তবে কি না এ গোলামকে যে পদে নিযুক্ত করেছেন আমার তার উপযুক্ত কায করা উচিত; সেই জন্য হুজুরের নিকট এই নিবেদন কোল্লাম, এখন আপনকার যা অভিরুচি হয় তাই কর্ত্তে পারেন। অপরাধ করে থাকি অবশ্যই তার উপযুক্ত দণ্ড পাব।

ফতে। (কোষে অসি রাখিয়া) দূত! আমি এখন বুঝ্লাম যে তুমি দৌত্যকার্য্যের উপযুক্ত ব্যক্তি। যা হোক্ রাজপুত্র কত সংখ্যক সৈন্য এনেছিলেন আমাকে সব বল।

দূত। সবে মাত্র তিনি দুই হাজার সৈন্য এনে আমাদের এই অসংখ্য সৈন্যদল সংহার করেছেন, এতেই হুজুর বিবেচনা করুন্ তিনি কেমন বীরপুরুষ!

ফতে। এ যে নিতান্ত অসম্ভব, দূত! এত বড় বীর আমি কখনও দেখি নাই। আমাদের কত সৈন্য আহত হয়েছে?

দূত। আজ্ঞা, প্রায় সকলই! যারা বাকি ছিল, তারা যে প্রাণের ভয়ে কোথায় পলায়ন করেছে কিছুই ঠিক নাই।

ফতে। আচ্ছা তুমি যাও, আমি এর কোন প্রতিকার চেষ্টা কর্কো।

দূত। যে আজ্ঞা——

[প্রস্থান।

ফতে। (সৈনিকদ্বয়ের প্রতি) দেখ, তোমরা শীঘ্র উজীরকে আমার নিকটে ডেকে নিয়ে এস ত।

সৈ, দ্ব। যে আজ্ঞা——

[প্রস্থান।

ফতে। (পরিক্রম করিতে করিতে) তাই ত এ যে মহা বিপদে পড়্‌লাম! তবে কি আমার উদ্দেশ্য সাধন হবে না? তা না হ'লেও আমার প্রাণ থাকে কি না সন্দেহ। আমি বীরবালার জন্য সর্ব্বস্ব দিতে পারি, বীরবালার রূপ আমার হৃদয়ে এখনো জাগরুক রয়েছে। আমি অনেক অনেক সুন্দরী হিন্দুর মেয়ে বন্দিনী করে উপভোগ্যা দাসী করেছি বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে ত এমন সুন্দরী কেউ নাই। আল্লার ইচ্ছায় এ রত্ন যদি আমার হয়, তা হলে যত্নের সহিত আমার প্রধানা বেগম করে রাখ্‌বো। কিন্তু এখন আর সে আশা করা বৃথা, যখন বিজয় জয়সেনের পক্ষ অবলম্বন করেছে, তখন আমার কপাল যে নিতান্ত ভেঙ্গেছে তা বেশ বুঝ্‌তে পার্চ্ছি। হায়, কেনই বা আমি কৃষ্ণগড় লুট করেছিলাম! সেই কৃষ্ণগড় লুট করাতেই বিজয় আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে, তা না হলে জয়সেন কি আমার এত অপমান কর্ত্তে পারে? তা দেখা যাক, যখন এতদূর অগ্রসর হয়েছি তখন কার্য্য

করেই দেখতে হবে। আর তারই বা নিশ্চয়তা কি যে বার বার যুদ্ধে হারতে হবে? (ক্ষণকাল চিন্তা) সঙ্গে সন্ধি আমি কিঞ্চিৎ অপমান স্বীকার করেও বিজয়ের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করি, তা হলেও আমার এ কায সিদ্ধ হবার ন্যায় না, তাও অসম্ভব, শুনেছি যে বিজয় জয়সেনকে পিতার ন্যায় ভক্তি করে, বীরবালাকে ভগ্নীর মত ভাল বাসে! (হৃৎকোপের সহিত) তাই বা কেন কর্ব্বো? মুসলমান হয়ে একটা হিন্দুর মেয়ের জন্য কাফের হিন্দুর খোসামোদ কর্ত্তে হবে? উজীর যে এলে হয়, এক বার মন্ত্রণা করে যাতে ভাল হয় তাই কর্ত্তে হবে।

উজীরের প্রবেশ।

ফতে। বাহা, এই যে নাম কর্ত্তেই! এস এস উজীর এস।

উজীর। নবাব ফতেউদ্দীনের জয়! (নবাবকে সেলাম)

ফতে। না, না, উজীর, এ যুদ্ধে নয়!

উজী। কেন নবাবজি, যুদ্ধের কি কোন অমঙ্গল সংবাদ এসেছে?

ফতে। উজীর! এ যুদ্ধে মুসলমানেরা সম্পূর্ণ পরাজিত, যা কখনও ঘটেনি, আজ তাও ঘট্‌লো!

উজী। বলেন কি, এমন দুর্ঘটনা কেন হলো?

ফতে। বিজয়নগরের রাজকুমার আমাদের সমস্ত কৌশল ব্যর্থ করে দিয়েছে। আমাকে আশায় নৈরাশ কর্ব্বার জন্য সে আজ প্রাণপণে যুদ্ধ করে আমাদের সমস্ত সৈন্য ছন্নভঙ্গ করেছে। এখন বল দেখি, উজীর, এর উপায় কি? বীরবালার জন্য আমার মন যে নিতান্ত ব্যাকুল হয়েছে, কি করে যে কার্য্য-সিদ্ধ হয় কিছুই বুঝতে পার্চ্ছি না। প্রাণ যায়, যদি বাঁচাবার ইচ্ছা থাকে তা হলে শীঘ্র উপায় স্থির কর।

আপনি। মুসলমানেরা জয়ের পূর্ব্বে কখনই অধীর হয় না,

ফতে। কেন উ বিপরীত ভাব দেখে দুঃখিত হলাম!

উজী। জাঁহা জীর?

পনা! জয়ী হলে যা ইচ্ছা তাই কর্ত্তে পারেন, কিন্তু এখন হতেই একটা স্ত্রীলোকের জন্য চঞ্চল হলে অমঙ্গলের সম্ভাবনা।

ফতে। উজীর! মঙ্গলের আশা আর নাই!

উজী। জাঁহাপনা! আপনি বুঝ্‌তে পার্চ্চেন না, যখন মুসলমানদের রাজ্যজয় করাই প্রধান উদ্দেশ্য, তখন আপনি নিরাশ হলে যে সমস্ত সৈন্য নৈরাশযুক্ত হবে। আপনকার উৎসাহেই তাদের উৎসাহ, আর বিশেষ আপনকার বেগমের অভাব নাই তবে যে একটা হিন্দুর মেয়ের জন্য এত অস্থির হওয়া আপনকার মত নবাবের কখনই উচিত নয়। মুসলমানদের প্রণয়ের জন্য রমণী নয় উপভোগের জন্য আপনকার সে অভাব ত নাই। এখন যে কোন কৌশলে হোক্ যাতে সেই রাজপুত্র বিজয়ের সর্ব্বনাশ করা যায় তারই উপায় চাই।

ফতে। কি উপায় করা যায় বল দেখি?

উজী। তার মন্ত্রণা আছে, শুনুন্ (কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করতঃ) যে কৌশল করা হয়েছিল তাতে কি কিছুই হলো না?

ফতে। না——

উজী। তবে শুনুন্ (কাণে কাণে কথন)

ফতে। উজীর, বেশ মন্ত্রণা হয়েছে।

উজী। তবে গোলামকে বিদায় দিন্?

ফতে। হাঁ এখন তুমি যেতে পার, আমিও তার খুব চেষ্টা কর্ব্বো।

[উজীরের প্রস্থান।

ফতে। (স্বগতঃ) যাই, দেখিগে কি ঘটতে কি ঘটে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(কিরণপুরনিকটস্থ প্রান্তর—যবনশিবির)

ফতেউদ্দীন, উজীর ও সেনাপতির প্রবেশ।

ফতে। উজীর! যা ফাঁদ পেতেছি তা সুসিদ্ধ হয়েছে ত?

উজী। আজ্ঞা হাঁ, সুসিদ্ধ হয়েছে, সুযোগ পেলেই কার্য্যে পরিণত হবে। আর রহিমখাঁর মত বুদ্ধিমান্ লোক অতি অল্পই দেখা যায়, যে কৌশল করা হয়েছে সে অতি উত্তম।

ফতে। (পরিহাসচ্ছলে) আমি তোমাকে কি নির্ব্বোধ বলচি? তুমি না হলে কে এমন উপায় উদ্ভাবন কর্ত্তে পার্ত্তো? আর কথায় আছে উজীরই যথার্থ রাজ্যের শাসনকর্ত্তা। রাজা বল নবাব বল উজীরের অনুগামী।

উজী। নবাবজি! কৌশল আমার বটে কিন্তু রহিমই এখন আপনকার ব্রতী হয়েছে, তারই উপর এখন সব নির্ভর করে।

ফতে। হাঁ আমি জানি যে রহিম একজন খুব হুঁসিয়ার লোক, তাই তাকে পাঠাইয়েছি, এ কায তা হতে হতে পারে।

উজী। আজ্ঞা হাঁ নবাবজি, যখন ছলনাই মুসলমানদের প্রধান বল, তখন রহিমকে বীর বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

ফতে। সে কথা যাক্, এখন সে কি পর্য্যন্ত করেছে বল।

উজী। প্রথমে সে দরিদ্র ব্রাহ্মণের বেশে হাতে পৈতে জড়িয়ে রাজপুত্রের কাছে দাঁড়াল, দেখে বিজয়ের কিছু দয়া হলো। তিনি বল্লেন "ঠাকুরজি, তুমি কি চাও?" রহিম ঠাকুর কাঁপতে কাঁপতে কাঁদকাঁদ মুখ হয়ে বল্লে "আমি গরিব ব্রাহ্মণ, আমার অবস্থা নিতান্ত মন্দ, আমাকে যদি এই রাজ-

সরকারের একটা কর্ম্ম দেন তারি বৃত্তিদ্বারা আমি প্রাণ ধারণ করি, আর যাবজ্জীবন আপনকার গুণগান কর্ব্বো। আপনি যদি এ অনুগ্রহ না করেন তা হলে অন্নবিনে মারা যাই।” যে ভাবে এই কটী কথা বলেছিল, এতে কে বলবে যে মুসলমান, ধন্য বুদ্ধি! রাজপুত্র এই দুঃখের কথা শুনে দয়া করে বল্লেন “দেখ, আমি সুখ্যাতিপ্রিয় নই, আমার গুণগান কর্ত্তে হবে না, আজ হতে আমি তোমাকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত কর্ব্বো, কেমন পার্ব্বে ত?” রহিম বল্লে “যে আজ্ঞা, জগদীশ্বর আপনাকে সুখে রাখুন।”

ফতে। তার পর?

উজী। তার পর আর কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি।

সেনা (স্বগতঃ) উঃ কি কপটাচার!

ফতে। আচ্ছা, উজীর! বৃদ্ধ রহিম কি একলা এ কায সিদ্ধ করতে পার্ব্বে?

উজী। আজ্ঞা না হুজুর, আমার ভুল হয়েছিল, ভাগ্যিস্ এ কথা জিজ্ঞাসা কল্লেন তাই মনে হলো। রহিম দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হলে পর ক্রমে ক্রমে বড় বিশ্বাসী হয়েছে। সম্প্রতি সে তার পুত্র নাজিরকে রাজপুত্রের প্রধান অনুচর করে দিয়েছে। এখন রহিমের নাম রমানাথ, আর নাজিরের নাম অবিনাশ হয়েছে।

ফতে। রহিম ত খুব বুদ্ধিমান্! আচ্ছা, সে যদি এ কায সিদ্ধ কর্ত্তে পারে তা হলে তাকে আর পরিশ্রম কর্ত্তে হবে না, আর তার পুত্রকে সহকারী সেনাপতি করে দেবো।

সেনা। (স্বগতঃ) তা হলে আমার যথেষ্ট সাহায্য হবে, অমন বীরপুরুষ আর ত দুটী নাই!

উজী। তবে অধীন এখন আসুগ্?

ফতে। আচ্ছা, এখন তবে যেতে পার।

[উজীরের প্রস্থান।

দূতবেশে রহিমের প্রবেশ।

রহি। (সেলাম করিতে করিতে) নবাব ফতেউদ্দীনের জয়!

ফতে। রহিম বসো বসো, এতক্ষণ তোমারি কথা হচ্ছিল। কেমন কায সুসম্পন্ন হয়েচে ত?

রহি। হুজুরের মেহেরবানিতে এ গোলাম অক্ষম হবে এ কথা নিতান্ত অসম্ভব! (পরিহাসচ্ছলে) নবাবজি! আমাকে কি আর মুসলমান বলে বোধ হয়?. এখন আমি ব্রাহ্মণ! ক্ষত্রিয়দূত!

ফতে। না না, তোমাকে আর রহিম বলে ডাকা হবে না, এখন্ তুমি রমানাথ বামুনঠাকুর! কেমন?

রহি। আমার এ নাম আপনি কেমন করে পেলেন?

ফতে। উজীরের মুখে আমি এইমাত্র সব শুন্‌লাম, তা বেশ, আমি তোমার উপর বড় খুসী হয়েছি, তুমি যদি এই কায সফল কর্ত্তে পার, তা হলে তোমাকে আর তোমার পুত্রকে বড়লোক কর্ব্বে দেবো, কেমন, এতে তোমার আহ্লাদ হয় না?

রহি। (স্বগত) আহ্লাদ কার না হয়, ঐ উচ্চ আশাতেই ত এত বড় কাযে হস্তক্ষেপ করেছি (প্রকাশ্যে) হুজুর, আহ্লাদ হয় বটে, কিন্তু প্রভুর কায সফল কর্ত্তে পার্লে আমার মনে যে সুখের উদয় হবে তার কাছে আগেকার আহ্লাদ কোন্ ছার! প্রভুর জন্য যে ভৃত্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে সেই যথার্থ প্রভুভক্ত।

ফতে। রহিম, আজ আমি জানলাম তুমি নিতান্ত প্রভুভক্ত: আজ তুমি আমাকে যেমন খুসী কর্লে এখন বোধ হয়,

আমার ভাগ্যে কখনও ঘটে নি। রহিম, এখন তুমি কোথা থেকে আস্চ ?

রহি। আমি বরাবর রাজপুত্রেরই কাছ থেকে আস্‌চি, তিনি আমাকে বিজয়নগরে যেতে আদেশ করেছেন।

ফতে। রাজপুত্রের কি রকম ভাব দেখ্‌লে ?

রহি। নাজ্জির সর্ব্বদাই তাঁর কাছে থাকে, রাজপুত্র তাকে বড় ভাল বাসেন্!

ফতে। সে কি তোমাকে কি কিছু বলেছে ?

রহি। আজ্ঞা হাঁ সে বলে যে রাজপুত্র দিবানিশি বাড়ীর জন্য ভাবনা করেন, বিশেষ তাঁর এক জরু আছে তারি জন্য আরও ব্যাকুল! (পত্র প্রদর্শন করিয়া) এই দেখুন্ হুজুর এক পত্র পিতাকে অপর পত্র তাকে দিয়েছেন! আমি শুনেছি যে এই হেমপ্রভাই সেনাপতি বসন্তকুমারের মেয়ে। নাজ্জিরের কাছে তার রূপের কত ব্যাখ্যা করা হয়!

ফতে। (স্বগত) রূপের কথা শুন্‌লেই আমার মন বড় খারাপ হয় (প্রকাশ্যে) রহিম তুমি যাও দেখে এসো সেখানকার কেমন গতিক। তা হলে যেমন করে হোগ্ সেই হেমপ্রভাকে হরণ করে নিয়ে এসে কায সম্পন্ন কর্ত্তে প্যারি।

সেনা। (স্বগত) পাপিষ্ঠ যবনের কি পাপ চিন্তা! হায়, এমন দুরাচারের দাস হয়ে আত্মাকে কলুষিত কর্লেম! উঃ যবন নাম কি ভয়ানক! শুনে ক্ষত্রিয় মাত্রেরই হৃদয় কাঁপে! কেন কাঁপে ? প্রাণের ভয়ে ? না—ছলনার ভয়ে! আর বলা হয় "আমার মত ধর্ম্ম আচরণ করা বড় কঠিন" এখন বুঝ্‌লাম্ একেই এরা ধর্ম্ম বলে, তা এ রকম ধর্ম্মপথে থাকা আমাদের সাধ্য নাই বটে।

রহি। হুজুর! হেমপ্রভাকে হরণ কল্লে কি হবে ?

ফতে। তোমরা এখন বুঝ্‌তে পার্ব্বে না।

সেনা। (স্বগতঃ) আর বোঝাবুঝি কি? তুমি যেমন কামুক তোমার মন্ত্রণাও করেছ ভাল। ধিক্ তোমাকে কাপুরুষ! দোষী কে? তুমিই ত কৃষ্ণগড় লুট কর্ত্তে হুকুম দিয়েছিলে। নিজের রাজ্যে যদি কেউ কোন বিঘ্ন ঘটায় তা হলে তুমিই কি রাগান্বিত হও না? না—যুদ্ধ কর না? তিনি তোমাকে পরাজিত করেছেন, এই তাঁর অপরাধ? আ নির্ব্বোধ যবন!

ফতে। (সেনাপতির প্রতি) সেনাপতি! তুমি মনে মনে কি চিন্তা কর্চ্চো?

সেনা। (চমকিত হইয়া) আজ্ঞা না, কিছুই ত নয় হুজুর (স্বগত) চিন্তা তোমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু!

ফতে। (রহিমের প্রতি) সে যা হোগ্ রহিম, আর দেরি করো না, শীঘ্র যাও, কিন্তু দেখো আমার আজ্ঞা পালন করো; আর শোন (কানে কানে কথন)।

রহি। যে আজ্ঞা— [প্রস্থান।

ফতে। সেনাপতি, যা স্থির করা গেল তা হলে কি আমার কায সিদ্ধ হতে পারে না? কি বল?

সেনা। আজ্ঞা হাঁ তাতে আপনকার ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হতে পারে বটে, তাও ঘটা দুঃসাধ্য! ক্ষত্রিয়কন্যা!

ফতে। কেন সেনাপতি, আজ তুমি একথা বল্‌চ?

সেনা। হুজুর, আপনি এত লোকের পালনকর্ত্তা হয়ে কেমন করে এমন নীচ আশা কর্চ্চেন? একপ ছোট নজর হওয়া কখনই নবাবের উচিত নয় (হাস্য করতঃ) আর ক্ষত্রিয় কন্যা যবনকে আন্তরিক ঘৃণা করে, এটী তাদের স্বভাবসিদ্ধ গুণ, আপনকার মতে দোষ বল্‌তে হবে। হেমপ্রভাকে হরণ করে কি পৌরুষ হবে নবাবজি?

ফতে। সেনাপতি, তুমি পাগল হয়েছ না কি ?

সেনা। উচিত কথা বল্লে কখনও কখনও পাগল বলে বোধ হয় বটে।

ফতে। (ক্রোধের সহিত) কার সাক্ষাতে কথা কইচো স্মরণ আছে ?

সেনা। আজ্ঞা হাঁ স্মরণ না থাক্‌লে কি একথা বল্‌চি ?

ফতে। পাজি, কি বল্লি আর তোর কথা শুন্‌তে চাইনা আমি এখনি তোকে পদচ্যুত কর্ব্বো জানিস্ ?

সেনা। (হাস্য করতঃ) কাপুরুষের দাসত্ব স্বীকার করা অপেক্ষা ভিক্ষাবৃত্তি সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ, আমি তবে বিদায় হই।

[বেগে প্রস্থান।

ফতে। গেলে আমার বিশেষ ক্ষতি হবে না এখনি দূর হ—(ক্ষণেক কাল চিন্তা করতঃ) না—কাযটা ভাল হলো না, সেনা-পতিই আমার প্রধান বল। আর বিশেষ আমাদের এই গুপ্ত মন্ত্রণা ওর কিছুই অবিদিত নাই। (উচ্চৈস্বরে) প্রহরী, সেনাপতি কোথায় গেলেন্ ডেকে আন।

নেপথ্যে। যো হুকুম।

ফতে। এখন যদি সে বিজয়ের পক্ষে যোগ দেয় তা হলে আমার সর্ব্বনাশ! আমারি বোঝ্‌বার ভুল হয়েছিল। যে যেমন লোক তার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করাই উচিত। আমি জানি যে স্ত্রীলোকের প্রতি তার আন্তরিক ঘৃণা আছে তবুও যে ও কথা ওর নিকট প্রকাশ করেছি সেটা আমার মূর্খতা!

একজন যবনপ্রহরীর প্রবেশ।

প্রহ। হুজুর, সেনাপতি মহাশয়, বরাবর চলে গেলেন।

ফতে। চলো দেখিগে—

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কিরণপুর রাজপথ—বৃক্ষমূল।

যবন সেনাপতি-বেশী রণপ্রতাপের প্রবেশ।

রণ। উঃ রোদের কি প্রখর উত্তাপ! আর ত চলা যায় না। জ্যৈষ্ঠ মাসের সূর্য্যকিরণ কি দুঃসহ! পথের ধূলো যে রকম গরম হয়েছে তাতে পা দেয় কার সাধ্য? তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্চে, একে রোদের তেজ, তাতে আবার এতটা তাড়াতাড়ি চলে এসেছি তাইতে আরো কষ্ট হয়েছে। তবুও যে দুরাচার যবনের শিবির পরিত্যাগ কর্ত্তে পেরেছি এই আমার যথেষ্ট! আঃ এত দিন যবনদের সঙ্গে ছদ্মবেশে থেকে থেকে আমাদের ক্ষাত্রোচিত কার্য্যানুষ্ঠান সব বিস্মৃত প্রায় হয়েছি! আমি যে আশা করে মুসলমানের দাসত্ব স্বীকার করেছিলাম সে আশা পূর্ণ করা বড় সহজ নয়। যা হোক্ যুবরাজ বিজয়ের সঙ্গে সখ্যতা করে আমার কার্য্য সিদ্ধ কর্ত্তে হবে। আঃ, ধূর্ত্ত যবন, কার কাছে তুই হেম-প্রভা হরণের কথা প্রকাশ কল্লি? মূর্খ, আমি কি মুসল-মান! ক্ষত্রিয়ের নিকটে প্রকাশ করে সে আশা তোর উন্মূলিতা হলো। প্রাণ থাকতে আমি কখনই ক্ষত্রিয়-কন্যা মুসলমানের দ্বারা অপহৃত হতে দিব না, আমার এ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা! ক্ষত্রিয়দের প্রণয় যবনের বোধাগম্য!

বিজয়ের প্রবেশ।

বিজ। (স্বগত) তাই ত এ কে? যবন যোদ্ধার বেশ, কিন্তু আকৃ-তিতে তার বৈপরীত্ব প্রকাশ পাচ্চে শোনা যাগ্ কি বলে।

রণ। ক্ষত্রিয় হয়ে ক্ষত্রিয়ের উপকার না কল্লে বিষম পাপ হয়।

বিজ। (স্বগত) কি শুন্‌লাম ক্ষত্রিয়? দেখ্‌তে গেলে ভাল করেই দেখা উচিত (প্রকাশ্যে) দুরাচার যবন, তুই কোন্ সাহসে নগরে প্রবেশ কর্লি? বুঝেছি তুই যবনচর!

রণ। (ঈষৎ হাস্য করতঃ) রাজকুমার, আমি আপনকারি সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে এসেছিলাম্ দেখা পেলাম্ ভাল্ হলো। আমাকে যতই কটুবাক্য বলুন্ না কেন, তাতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু রাজকুমার, যবন সম্বোধন ক্ষত্রিয় মাত্রেরই অসহ্য বোধ হয়।

বিজ। ক্ষত্রিয়? ক্ষত্রিয় কে?

রণ। আমি আপনকারই মত ক্ষত্রিয় রাজপুত্র, আমার যবনপরিচ্ছদ দেখে আপনকার সন্দেহ হতে পারে।

বিজ। (আশ্চর্য্য হইয়া) কি! আপনি রাজপুত্র! কোন্ দেশের?

রণ। আমিই সেই তেলিঙ্গনার রাজপুত্র, সেই হতভাগা রণপ্রতাপ! এখন কি আপনকার বিশ্বাস হয়? তা না হতেও পারে, কিন্তু হিন্দুবেশ দেখ্‌লে যবনাযবন বিচার কল্লেন্ না।

বিজ। আমার বড় সৌভাগ্য যে তেলিঙ্গনার রাজকুমারের সঙ্গে মিলন হলো! আজ আমার আশার অতীত আনন্দ উদয় হলো! (উভয়ের আলিঙ্গন)।

রণ। আঃ, আজ আমার জীবন সার্থক হলো! রাজকুমার, আপনকার হেমপ্রভা ভাল আছেন্ ত?

বিজ। সে কি! সে কথা তুমি কেমন করে জান্‌লে ভাই?

রণ। সব একে একে বল্‌বো কিন্তু ভাই তোমার সেই রঘুনাথ ঠাকুর আর অবিনাশ শর্ম্মা কোথায়?

২য়, গ্রা। রাজমন্ত্রীর উপযুক্ত বটে ; দেখ্‌লে বোধ হয় যেন মূর্ত্তিমান্, কালিদাস ! আর গাম্ভীর্য্যই ওঁর গুণের পরিচয় দিচ্চে।

১ম, গ্রা। উনি যে এক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত তার আর সন্দেহ নাই।

২য়, গ্রা। সে যা হোক্ মহাশয়, ঘোষণার বৃত্তান্ত শোন্‌বার জন্য বড় কৌতুহল জন্মেছে, আপনি কি সমস্ত বুঝ্‌তে পেরেছেন ?

১ম, গ্রা। আজ্ঞা হাঁ, ঘোষণা কর্ব্বার উদ্দেশ্য এই যে মুসলমানেরা অকারণে মহারাজের রাজ্য লুঠ কর্ত্তে আরম্ভ কোরেছে, সেই জন্য আমাদের রাজকুমার সেই যুদ্ধে যাবেন্।

২য়, গ্রা। আচ্ছা মহাশয়! রাজপুত্র যুদ্ধে যাবেন্ কেন ? বিজয়নগরে কি অন্য কোন যোদ্ধা নাই ?

১ম, গ্রা। আছে, কিন্তু কুমারের মত বীর নয় !

২য়, গ্রা। তা মহারাজ কি এম্নি নিষ্ঠুর যে আপনার এক মাত্র পুত্রকে সেই যুদ্ধে পাঠাচ্চেন, তাঁর কি মায়া দয়া নাই ?

১ম, গ্রা। মহাশয় ! আমরা সামান্য লোক, রাজনীতির মর্ম্ম কেমন করে পাব, তবে যা জানি বলি শুনুন্ ;—ক্ষত্রিয়দের ধর্ম্ম এই যে, পুত্র যদি রোগগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তা হলে তাদের দুঃখের সীমা থাকে না। কিন্তু সেই পুত্র যদি ভয়ানক সমর-সাগরে প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়, তা হলে তারা গৌরবের বৃদ্ধি মনে করে। তারা একমাত্র পুত্রকেও যুদ্ধে পাঠাতে কিছুমাত্র ভয় করে না। তবে মহাশয় ! বিবেচনা করুন্ দেখি, মহারাজ যে তাঁর স্নেহাধারকে যুদ্ধে প্রেরণ কর্চ্চেন, এতে তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী ! আর বিশেষ কুমার যেমন অদ্বিতীয় বীরপুরুষ, এমন এই বিজয়নগরে আছে কি না সন্দেহ ! অন্য সেনাপতিকে পাঠালে পাছে পরাজয় হয়, সেই ভয়ে মহারাজ কুমারকে পাঠাচ্চেন। আমরা

শুনেছি মহারাজ কুমারকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য কোন্ দেশ থেকে দুজন অসামান্য যোদ্ধাকে আনয়ন করান্, কুমার তাদের নিকট অস্ত্রশাস্ত্র শিক্ষা করে এত প্রয়োগ কুশল হয়েছেন যে সেই দুই বীরকে একেবারে তিনি পরাজিত করেন। মহারাজ তাদের যথোচিত পুরস্কার প্রদান করে বিদায় করেছিলেন, দেখুন দেখি মহাশয় কেমন বীর!

২য়, গ্রা। তা হলেও বরং মহারাজের নিজে গমন করা উচিত ছিল তবুও কুমারকে পাঠান আমার মতে নীতি বিরুদ্ধ।

১ম, গ্রা। আপনকার মতে? সে কি মহাশয় রাজা বৃদ্ধবয়সে যুদ্ধে গিয়ে কি কর্ব্বেন? আর তিনিও পূর্ব্বে এ বিষয়ে সম্মতি দেন নাই, কিন্তু রাজপুত্র আগ্রহ সহকারে বারম্বার অনুরোধ করাতে মহারাজ তাঁকে যুদ্ধের ভার প্রদান করেছেন। পাছে প্রজারা তাঁর অপবাদ দেয় সেই জন্যই তিনি এই ঘোষণা প্রচার করাচ্চেন। আর বিশেষ হিন্দু হয়ে যে বীর পুরুষ আমাদের এই সনাতন ধর্ম্ম না রক্ষা কর্ত্তে পারেন্ তিনি বীর নামের কখনই যোগ্য নন্। ঐ শুনুন মহাশয়, ওদিকে ঘোষণা হচ্চে।

নেপথ্যে। শুন দিয়া মন পুরবাসীগণ
রাজ আজ্ঞা অনুসারে
করিব ঘোষণ।
আজি মহারাজ হিন্দুর সমাজ
রক্ষিতে আপন পুত্রে
করেন প্রেরণ॥
দুরাত্মা যবন, করিতে নিধন
করেছেন প্রাণ পণ
কুমার বিজয়।

রণ। বিজয়! আমার যা হবার তা হয়েছে। আমার সৈন্যবল নাই, অর্থবল নাই যে পিতৃসিংহাসন পুনর্ব্বার উদ্ধার কর্ব্বো, তবে যে এই অকিঞ্চিৎকর দেহ হতে তোমার কিছু উপকার হলো এইটী আমার পরম সৌভাগ্য! (অধোমুখ)

বিজ। প্রতাপ! চিন্তা কি? যখন দুই ভ্রাতায় একত্রে মিলিত হয়েছি, তখন তোমার যে আশা পূর্ণ হবে, তার আর কোন সংশয় নাই। আমি তোমার পিতৃসিংহাসনে তোমাকে নিশ্চয়ই বসাব, প্রতিজ্ঞা কর্ল্লাম। অর্থবল? অর্থবলে প্রয়োজন কি? অর্থের লোভে অনেক লোকে অনেক অসাধ্য সাধন করে বটে ক্রীত হয় না, কিন্তু আমার যে উপকার করেছ এতে আমি তোমার চিরক্রীত হয়েছি। আর যে বল্লে লোকবল নাই! তাতে স্পষ্টই প্রমাণ হলো যে তুমি আমাকে পর ভাবলে। যদি আত্মীয় বলে, যদি অভিন্নহৃদয় বলে জ্ঞান কর্ত্তে তা হলে আমার এই লোকবল তোমার বলেই প্রতীয়মান হতো। তবে অর্থ কিম্বা অন্য লোকবলের প্রয়োজন কি ভাই?

রণ। (স্বগতঃ) রে দুর্ম্মতি ফতেউদ্দিন! একবার দেখে যা আর্য্যজাতির হৃদয় কেমন নিষ্কলঙ্ক! একবার দেখে যা বীরের হৃদয় কেমন ছলনাশূন্য! ধিক্ রে ছলসর্ব্বস্ব যবন! তোরা ধার্ম্মিক বলে অহঙ্কার করিস্, কিন্তু একবার দেখে যা ধার্ম্মিক কাকে বলে। আহা, আজ এমন সরলহৃদয় সখার সহিত সখ্যতা করে জীবন পবিত্র হলো! (প্রকাশ্যে) আমি নিশ্চয় জানলাম যে, আমার প্রতি ঈশ্বর নিতান্ত প্রসন্ন হয়েছেন, নইলে তোমার মত বান্ধবের সঙ্গে কখনই মিলন হত না। সখে! শুভফলের লক্ষণ পূর্ব্ব হতে জানা যায়।

বিজ। চল ভাই, মহারাজ জয়সেন আমার জন্য উদ্বিগ্ন আছেন;

তিনি পূর্ব্বে তোমার অনেক তত্ত্ব করেছিলেন কিন্তু তুমি যবনদের সঙ্গে কালযাপন কর্ত্তে বলে কোন সন্ধান পাননি: আজ তিনি তোমাকে দেখ্‌লে পরম আনন্দলাভ কর্ব্বেন, চল ভাই আর বিলম্ব করা হবে না, রোদ্দের তেজও অনেক কমেছে।

রণ। আমি তোমার সঙ্গে মহারাজের কাছে গেলে নাজিরবেটা আমাকে দেখে পাছে পলায়ন করে, সেই ভয়। তুমি যাও, মহারাজকে আমার আগমনবার্ত্তা জানিয়ে সব ভেঙ্গেচুরে বল গিয়ে, আমি সন্ধ্যার পর তাঁর চরণ দর্শন কর্ব্বো।

বিজ। এখন তবে কি কর্ব্বে?

রণ। কিছুকাল এইখানে বিশ্রাম করে সন্ধ্যা হলে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্বো; তার আর ভাবনা নাই।

বিজ। তবে অতি সাবধানে, আর এই যবনপরিচ্ছদটা বদলে আমার এই পোষাকটা পোরে বিশ্রাম কর (বিজয়ের কোর্ত্তা খুলন ও রণপ্রতাপের পরিধান) তবে এখন আসি ভাই, যেন মনে থাকে।

রণ। সে কি কথা ভাই!

[বিজয়ের প্রস্থান।

আহা, আমি বাল্যকাল হতে বিজয়ের গুণের প্রশংসাবাদ শুনতাম, এখন তিনি আমার বান্ধব, আজ আমার জীবনের একটী সুখের দিন! জগদীশ্বর! প্রার্থনা করি, যেন সরল হৃদয় বীরচূড়ামণি বিজয়সিংহ যবনদিগকে সমূলে নিপাত করেন (পদধ্বনি শুনিয়া) কে যেন আস্‌চে বোধ হয় না? (চতুর্দ্দিক অবলোকন)

দ্রুতবেগে একটী স্ত্রীলোকের প্রবেশ।

স্ত্রী। মহাশয়! আমাকে রক্ষা কর, প্রাণ যায়! (রোদন)

রণ। আপনকার কোন ভয় নাই, কি হয়েছে বলুন্।

স্ত্রী। (কাঁপিতে কাঁপিতে) ঐ দুরাচার আমার প্রতি অত্যাচার কর্ত্তে আস্‌চে, আমাকে রক্ষা কর।

রণ। কোন ভয় নাই, নিশ্চিন্ত হউন্।

(দ্রুতবেগে প্রস্থান ও নাজিরের কেশাকর্ষণকরতঃ পুনঃপ্রবেশ।

নাজি। ছেড়ে দাও, গেলুম গো বাবা, আল্লার দোহাই! আমি কিছুই জানিনে, ও ছুঁড়ির সব মিথ্যা কথা বাবা। আল্লার দিব্যি আমি ব্রাহ্মণের ছেলে বাবা ছেড়ে দাও।

রণ। (স্বগতঃ) তাই ত বেটা এখনও স্বভাব ছাড়তে পারেনি। বলে কি না "আল্লার দিব্যি আমি ব্রাহ্মণ" হায়, আমি না থাক্‌লে আজ ত এই সর্ব্বনাশ ঘটে ছিল! (প্রকাশ্যে) কি নাজির, চিন্‌তে পারিস্ কি?

নাজি। (চমকিত হইয়া) সেনাপতি! সেনাপতি! আপনি! তবে কেন আর কষ্ট দিচ্চেন্, ছেড়ে দিন্।

রণ। এখনি তোমাকে ছেড়ে দিচ্চি; দেখ, নবাব তোমাকে আমার সহকারী সেনাপতি কর্ব্বেন্ বলে আমাকে বল্লেন, "তার বীরত্ব তুমি নিজে পরীক্ষা করে এস" তা নবাবের হুকুম তোমারও পালন করা উচিত আর আমারও উচিত, এস লড়াই করা যাগ্।

নাজি। তা নাই বা লড়াই হলো মশায়, আপনি নবাবকে যা বল্‌বেন তাই ত মঞ্জুর হবে।

। (ক্রোধ সহকারে) দুরাত্মা পাজি! সে আশায় জলাঞ্জলি দে, যেমন কর্ম্ম তেম্নি ফলভোগ কর্ (অসি নিষ্কোষিত করিয়া নাজিরের মস্তকচ্ছেদন)

স্ত্রী। ওগো, আমার যে ভয় কর্চ্চে, এ যে রক্তের নদী হয়েছে!

রণ। আপনকার কোন ভয় নাই, সচ্ছন্দে স্বস্থানে প্রস্থান করুন।

স্ত্রী। আপনি আমার পরম উপকারী—আমার জীবনরক্ষক! কিন্তু আমি স্ত্রীলোক, প্রত্যুপকার কর্ত্তে পার্ব্বো না, ক্ষমা করুন।

[প্রস্থান।

রণ। (স্বগতঃ) প্রতিবন্ধকতা ঘুচে গেল, বিলম্বে প্রয়োজন কি?

[প্রস্থান!

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(কিরণপুর—রাজভবন)

বীরবালার প্রবেশ।

বীর। (স্বগতঃ) কই, দাদা কোথায়? তিনি আমাকে একটা সু-খবর বল্‌বেন বলেছিলেন, এমন কি সু-খবর? আমার প্রাণেশ্বরের সু-খবর কি? না—তিনি নিরুদ্দেশ, কোথায় আছেন কিছুই স্থির নাই। যাই হোক্‌ আমার মন কিন্তু সে কথা শুন্‌তে বড় ব্যগ্র হয়েছে (পদশব্দ শুনিয়া) কে আস্‌চে—

রণপ্রতাপের প্রবেশ।

(স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য, ইনি কোথা থেকে এলেন? আহা, সেই মুখ, সেই নাক, সেই চেহারা, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। সে চিত্র যে প্রস্তুত করেছে তার ক্ষমতা ধন্য! আমি চিত্র দেখে এত দিন মনে মনে যাঁকে চিন্তা কর্তাম তিনি আমার সম্মুখে! এ কি স্বপ্ন না যথার্থ?

রণ। রাজকুমারি! বিনা অনুমতিতে আপনকার এই পবিত্রস্থানে উপস্থিত হয়েছি ক্ষমা কর্বেন!

বীর। (সলজ্জভাবে) আপনি কে? (স্বগত) জানি সকলি।

বীর। (আশ্চর্য্যের ভান করতঃ) আপনি কি সেই তেলিঙ্গনার রাজ-পুত্র, রণপ্রতাপ ? (স্বগতঃ) আমার হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর রণপ্রতাপ ! দাদা যে সু-খবর বল্‌বেন বলেছিলেন, এতক্ষণে তা জান্‌তে পাল্লাম। (প্রকাশ্যে) রাজকুমার ! এত দিন কোথায় ছিলেন ?

রণ। ছদ্মবেশে যবনসেনাপতি হয়েছিলাম।

বীর। যবনসেনাপতি ? (স্বগতঃ) তবে কি আমাকে ত্যাগ করে যবনধর্ম্ম আশ্রয় করেছেন, যবনের সঙ্গে আহার ব্যবহার করেছেন, যবননারীকে প্রাণ দিয়েছেন ? (প্রকাশ্যে) যবনশিবির ভিন্ন আপনকার কোথাও কি স্থান ছিল না ?

রণ রাজকুমারি ! আপনি ক্ষত্রিয়নারী, বীরবালা, আমাকে তিরস্কার কর্ত্তে পারেন, কিন্তু আগে অনুগ্রহ করে আমার সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করে বাবিত করুন্। সেই দুর্দ্দৈব দিনে, সেই ভয়ানক সময়ে, যবনেরা ছল করে রণস্থলে পিতার প্রাণ সংহার করে আমারও জীবন নষ্ট কর্ব্বার জন্য উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু তখনকার সেনাপতি রহমন খাঁ আমার করুণ রোদন্ শুনে দয়া করে আমাকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি আমার জন্য হিন্দু দাস দাসী নিযুক্ত করেছিলেন। রাজ-কুমারি ! যদি যবনের প্রশংসা কর্ত্তে হয়, তবে সেই রহমন খাঁই এই প্রশংসার পাত্র ! সেনাপতির পুত্রাদি কিছুই ছিল না, তিনি আমাকে পুত্রের ন্যায় ভাল বাস্‌তেন। ঐ রূপে সাত বৎসর গত হলে সেনাপতির মৃত্যু হওয়াতে মুখ নবাব আমাকে রহমন তনয় ভেবে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেছিল। এই সুযোগে মনে করেছিলাম, আমি পিতৃ রাজ্য পুনরুদ্ধার কর্ব্বো, তাই এত দিন যবন-শিবিরে ছিলাম।

বীর। রাজকুমার! তাই না হয় হলো, কিন্তু আপনি প্রায় আট বৎসর যবনদের সঙ্গে বাস করেছেন তাতে স্পষ্ট বোধ হচ্চে তাদের সহিত আহার ব্যবহারও হয়েছে। যবননারী কি সেখানে আপনকার প্রণয়িনী হয়েছে?

রণ। রাজকুমারি! তিরস্কার কর্ত্তে হয় করুন্ কিন্তু আমি একত্রে ভোজন কিম্বা যবননারীর পাণিগ্রহণ করা দূরে থাকু তাদের স্পর্শ করা জলপর্য্যন্তও গ্রহণ করি নাই।

বীর। (স্বগতঃ) হৃদয়! স্থির হও, এত অধৈর্য্য হইয়ো না। (প্রকাশ্যে) যবন-শিবিরে প্রবেশ কর্ব্বার পূর্ব্বে কি আপনকার কোথাও বিবাহ হয়েছিল? (স্বগতঃ) না, এ কথা জিজ্ঞাসা করা ভাল হয় নাই, রাজপুত্র মনে মনে হয় ত আমাকে কত নিন্দা কর্ব্বেন্।

রণ। (স্বগতঃ) এরই বা অর্থ কি? এমন কথা কেন জিজ্ঞাসা কল্লেন্? (প্রকাশ্যে) পিতার যখন মৃত্যু হয় তখন আমার বয়স বার বৎসর, তখন বিবাহ হওয়া অসম্ভব; তবে বিবাহের কথা স্থির হয়েছিল বটে (সভয়ে) রাজকুমারি! বল্‌তে লজ্জা করে সে আপনকারই সঙ্গে।

বীর। (লজ্জিতভাবে) সত্যই কি রাজকুমার? (স্বগতঃ) ঐ কথা শুন্‌তে মন আমার নিতান্ত ব্যস্ত।

রণ। (স্বগতঃ) আহা! এমন রমণী-রত্ন যাঁর ভাগ্যে ঘটে, তিনিই প্রকৃত সুখী। আমার ভাগ্য বোধ হয় ততদূর প্রসন্ন নয়, কিন্তু ভাবে বোঝা যাচ্চে এ রত্ন আমারই হবে (প্রকাশ্যে) সত্যই বল্‌চি রাজকুমারি! এখন কি তবে আর আমার হবেন্ না?

বীর। আমি যবনকে আত্মসমর্পণ করি না।

রণ। (রোদন করিতে করিতে) বীরবালে! আমি শপথ করে বল্‌তে পারি আমি যবন নই, ক্ষত্রিয়সন্তান!

বীর। প্রতাপ! প্রাণেশ্বর! অধিনীকে ক্ষমা কর, আমি তোমাকে যে এত কষ্ট দিলাম সে কেবল মন পরীক্ষার জন্যে, আর রোদন করো না।

রণ। (আহ্লাদের সহিত) জীবিতেশ্বরি! আজ্‌ আমি চরিতার্থ হলাম (বীরবালার হস্ত ধারণ করিতে উদ্যত)

বীর। (দূরে যাইয়া) না প্রতাপ, আমাদের ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষা করা উচিত; যত দিন না এই শুভ বিবাহ হয়, তত দিন আমাকে স্পর্শ করো না, এতে বিষম পাপ আছে।

রণ। (লজ্জিত হইয়া) বীরবালে! আমার অপরাধ হয়েছে।

বীর। প্রতাপ! সত্যই কি আজ্‌ তুমি আমার হলে? না ছলনা কর্চ্চো? পুরুষের মন পাওয়া দুঃসাধ্য!

পুরুষ পরুষ অতি পুরুষ নিদয় মতি
পুরুষের মন কভু নহে অকপট হে।
মজিয়ে যুবতী তায় দিবানিশী দুঃখ পায়
পায় পায় নিরুপায় ঘটায় সঙ্কট হে॥
যাবত যৌবন রয় তাবত প্রণয় হয়
যৌবন ফুরালে আর প্রণয় ফুরায় হে।
যথা হংস সরোবরে মনসুখে কেলি করে
শুখাইলে জল পুনঃ ফিরে নাহি চায় হে॥

রণ। (হাসিতে হাসিতে)

বৃথা প্রাণেশ্বরি পুরুষ উপরি
করিতেছ দোষ নিক্ষেপণ।
নাহি কি যুবতী নারীও তেমতি
নিরদয়া পুরুষ মতন?

কহ চন্দ্রাননি কজন রমণী
প্রাণপতি পূজে প্রাণপণে ?
হেরিয়া কজন পতির বদন
যতন করে আনন্দ মনে ?

বীর। প্রতাপ ! আজ আমার অনেক দিনের আশা ফলবতী হলো।

রণ। বীরবালে ! তুমি রাজকন্যা, কত গায়িকা তোমাকে গান শোনায়, একটা গান গাওনা শুনি।

বীর। (সলজ্জভাবে) আমি গাইতে জানি না—

রণ। না না, আমার সাক্ষাতে লজ্জা কি ভাই ? তুমি বেশ গাইতে পার, কেন মিথ্যা কথা কচ্চ ?

বীর। সত্য বলুচি জানি না, আমাকে মাপ কর।

রণ। (গমনের ভান করতঃ) আমি তবে চল্লাম।

বীর। না না, আমার মাথা খাও যেয়ো না, গাইচি !

সুরট মোল্লার—আড়াঠেকা।

এত দিনে প্রাণেশ্বর, দাসীরে কি হোলো মনে।
পেয়েছি হে কত দুঃখ না হেরিয়ে তোমা ধনে॥
সুখ আহার বিহার, সব করি পরিহার,
ও মুখ ভাবিয়ে সার, জপিতাম নিশীদিনে॥
এত দিন অধিনীর, বহিল নয়ন নীর,
সহিতে হবে কি আর, সে বেদনে।
এখন এই মিনতি করি, যেয়ো না হে পরিহরি,
রাখিয়ে হৃদয়োপরি, পুজিব হে সযতনে॥

(লজ্জিতভাবে) আমি ভাল জানি না—

রণ। না না বেশ হয়েছে !

বীর। (চমকিত হইয়া) কে আস্চে বুঝি, আমি পালাই—

[প্রস্থান।

বিজয়ের প্রবেশ।

রণ। (গাত্রোত্থান করতঃ) এস ভাই, (উভয়ে উপবেশন)।

বিজ। এখানে কতক্ষণ ?

রণ। অনেকক্ষণ এসেছি।

বিজ। বীরার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কি ?

রণ। (বিকৃতস্বরে) ক—ই—না—

বিজ। না কেন ভাই, আমি সব শুনেছি, কেন আর গোপন কর্চ্চো ?

যে কথা কহিতে প্রেয়সী-বদনে,
সঙ্কোচে অন্তর প্রকাশ-ভয়ে।
বান্ধব-নিকটে থাকে না গোপনে,
ঘুচাই যাতনা সে কথা কয়ে॥

রণ। তোমাকে বল্‌তাম, তা ভাল হয়েছে আগেই জান্‌তে পেরেছ!

বিজ। আমি বীরাকে সোদরাপেক্ষা স্নেহ করি। সে যে তোমার মত উপযুক্ত হস্তে অর্পিতা হবে এই আমার পরম সৌভাগ্য!

রণ। এখন মহারাজ সম্মত হলেই হয়।

বিজ। আমার আগ্রহে এক প্রকার সম্মত হয়েছেন।

রণ। বল কি ? এখন আসি ভাই, মহারাজ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

[প্রস্থান।

বিজ। (উচ্চৈঃস্বরে) বীরা, বীরা—

বীরবালার প্রবেশ।

বীর। দাদা, আমাকে ডাকৃছ কেন ?

বিজ। দেখ দিদি, তোমাকে যে সু-খবর বল্‌ব বলেছিলাম, তা কি জান ?

বীর। জানি—তেলিঙ্গনার রাজকুমার এসেছেন ?

বিজ। তাঁকে তুমি দেখেছ ?

বীর। দেখেছি—(স্বগতঃ) সে রূপ এখনও হৃদয়ে গাঁথা রয়েছে !

বিজ। ওঁর সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব, কেমন তোমার মত আছে কি?

[সলজ্জভাবে বীরবালার দ্রুত প্রস্থান।

বীর। লজ্জায় পালিয়ে গেল, এ বিয়ে হলে অত্যন্ত সুখের বিষয় হবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বিজয়নগর—বসন্তের গৃহ)

সুহাসিনীর প্রবেশ।

(স্বগত) বাস্তবিক, সখী আমাদের দিন দিন মলিনা হচ্ছেন্। সে লাবণ্য নাই, সে ভাব নাই, সে হাসি নাই, সে রমণীজন-সুলভ ভাবভঙ্গী নাই। আহা, প্রেম এমি বস্তু, যে একবার তার মূল্য জেনেছে, সে কি আর তাকে ভুলতে পারে? শুনেছি নাকি মহারাজ এই কথা শুনে বড় অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তা হোক্, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি যে, রাজপুত্র আমার সখী ভিন্ন কাকেও হৃদয়ে স্থান দিবেন্ না। যা হোক্, প্রায় এক বৎসর হলো, এখনও কুমারের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। আমি প্রণয়ের প্রথম উপক্রমেই সখীকে কত বারণ করেছিলাম "সখি, এ পথ থেকে প্রত্যাবর্ত্তন কর।" তিনি আমার করে ধরে রোদন ক'রে বল্লেন "সখি, সে ক্ষমতা আমার নাই, মা আমাকে রাজপুত্রের প্রণয়-শৃঙ্খলে বন্ধন করে স্বর্গে গমন করেছেন" আমি আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা কর্লাম "মা কি রাজপুত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়েছেন্?" সখী যদিও তার কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেলেন, তবুও সে কথা বুঝ্তে আর কতক্ষণ লাগে? মহারাজ যদি শোনেন যে হেমপ্রভা বিজয়ের পরিণীতা ভার্য্যা, তা হলে নিশ্চয়ই আর কোন আপত্তি প্রকাশ কর্বেন্ না। এখন যাতে তিনি এ কথা জান্তে পারেন তারই চেষ্টা কর্ত্তে হবে। তা হলে তিনি কত আদর করে সখীকে রাজ-অন্তঃপুরে নিয়ে যাবেন্! কিন্তু হায়, যে পুত্রের জন্য মহারাজ এত শোকাকুল, যাঁর জন্য মহিষী অহোরাত্রি "হা বিজয়! হা বিজয়!" বলে

তেজ। (আশ্চর্য্যের সহিত) কি, তেলিঙ্গনার রাজপুত্র?—তেলিঙ্গনার রাজপুত্র কোথায়?

দূত। আজ্ঞা, তিনি এখন মহারাজ জয়সেনের বাটীতেই আছেন।

তেজ। দূত, তিনি তবে এত দিন কোথায় ছিলেন? যখন মহারাজ জয়সেন আর আমি কত কত দেশে অনুসন্ধান করেছিলাম, তখন ত কোথাও দেখা পাওয়া যায় নাই!

দূত। আজ্ঞা, এতদিন তিনি ছদ্মবেশী হয়ে যবনদের সেনাপতি ছিলেন, তাই কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

তেজ। যবনের সেনাপতি কেন?

দূত। তেলিঙ্গনাপতিকে যবনেরা অন্যায়যুদ্ধে আহত কর্ল্লে পর, তারা শিশু রণপ্রতাপকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করে রাখে। রাজপুত্র কয়েদি হয়ে ছিলেন বটে, তবুও তাঁর প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করা হয় নাই; কারণ তদানীন্তন সেনাপতি রহমন খাঁ তাঁর পরিরক্ষণের জন্য হিন্দু দাস দাসী নিযুক্ত করেছিলেন। সেই অবধি সকলেই তাঁকে রহমনের পুত্র মনে কর্ত্তো। তার পর সেনাপতির মৃত্যু হলে ফতেউদ্দীন তাঁকে সেনাপতির পদ প্রদান করে। সেখানে এক বৎসর-কাল দাসত্ব স্বীকার করে যবনদের ঘৃণিত আচরণে পরি-ত্যক্ত হয়ে আপাততঃ কুমার বিজয়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

তেজ। দূত! পরম প্রতাপান্বিত তেলিঙ্গনাধিপতির পুত্র যবনের দাসত্ব স্বীকার করেছে এ কথা কি সহ্য হয়?

দূত। মহারাজ! সে রাজপুত্রের দোষ নয়।

তেজ। না না দূত, আমি তাঁর দোষ দিচ্চি না, আমি দুর্ভাগ্যের দোষ দিচ্চি!

দূত। মহারাজ! তেলিঙ্গনার রাজকুমার দয়া, দাক্ষিণ্যে, বীরত্বে,

ধর্ম্মে, কুমার বিজয়ের সমকক্ষ, তাই দুই রাজপুত্রে অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ হয়েছে।

তেজ। দূত! তোমার বাক্যে মন কিঞ্চিৎ শান্ত হলো। (রণপ্রতাপের উদ্দেশে) বৎস রণপ্রতাপ! আশীর্ব্বাদ করি, রণে তোমার প্রতাপ বৃদ্ধি হোগ্। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করে প্রজাপালন কর। (দূতের প্রতি) দূতবর! মহারাজ জয়সেন কি এখনও প্রতাপের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত আছেন ?

দূত। মহারাজ! দাস সে কথার উত্তর দিতে সক্ষম নয় ক্ষমা করুন্। তবে আমি এইমাত্র জানি যে কুমার বিজয় তাঁকে যখন তখন ভাবী ভগ্নীপতি বলে কত পরিহাস করেন।

তেজ। কেন, এ পরিহাসের অর্থ কি ?

দূত। মহারাজ! কুমার বিজয় যখন মহারাজ জয়সেনের ভবনে গমন করেন, তখন হতেই তিনি রাজকুমারী বীরবালাকে ভগ্নী বলে সম্ভাষণ করেন। বীরাকে তিনি আন্তরিক ভাল বাসেন, বীরাও তাঁকে সহোদরের মত ভক্তি করে থাকেন্। তার কারণও এ দাস নির্ণয় কর্ত্তে প্রস্তুত আছে। রাজকুমারী বলেন, " দুই রাজমহিষীতে যখন এক প্রাণ, তখন আমি যে বিজয়কে দাদা বলে সম্বোধন কর্ব্বো এ কথা অসম্ভব নয়। তাঁকে যে সহোদরের মত জ্ঞান কর্ব্বো তার বিচিত্রতা কি! স্পষ্ট আর রাজকুমারও ঠিক তাই বলেন। মহারাজ! এতেই স্পষ্ট বোধ হচ্চে যে, তাঁর নিতান্ত ইচ্ছা বীরবালার সঙ্গে কুমার রণপ্রতাপের বিবাহ হয়। আর মহারাজও যেরূপ তাঁকে ভাল বাসেন, বোধ হয় নিজের অমত থাকলেও এ বিবাহে বাধা দিতে পার্ব্বেন্ না।

তেজ। বল্লো জয়সেন! এ জীবন থাকতে থাকতে যদি কখনও

তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তবে এক বার আলিঙ্গন করে হৃদয়কে শীতল কর্ব্বো। বৎসে বীরবালে! আশীর্ব্বাদ করি তুমি তেলিঙ্গনার রাজ্যেশ্বরী হও মা। তোমার সহোদর নাই তবুও তুমি বিজয়কে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ভক্তি কর। মা, তোমার নাম সতী বলে যেন চিরবিখ্যাত থাকে। বৎস বিজয়, তুমি এমন সরলাকে সহোদরার মত স্নেহ করে আমার মনকে যথার্থই আনন্দ-সাগরে ভাসিয়েছ। (দূতের প্রতি) দূত, রাজমহিষী ভাল আছেন ত?

দূত। আজ্ঞা হাঁ, তিনি ভাল আছেন—তিনি কুমারকে একদণ্ড না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারেন না। অধিক কি বল্‌বো মহারাজ, তিনি সেখানে ঘরের মতনই সচ্ছন্দে আছেন, কিন্তু— (নিস্তব্ধ)

তেজ। "কিন্তু" বলেই স্থির হলে কেন দূত?

দূত। কিন্তু মহারাজ, এমন সুখে থেকেও তাঁর মনে সুখ নাই। এমন কি, নিদ্রিতাবস্থায় "হেমপ্রভা, হেমপ্রভা" বলে, কেঁদে ওঠেন্!

তেজ হেমপ্রভা কে?

দূত। আপনকার সেনাপতি বসন্তের দুহিতা।

তেজ। এত রাজপুত্রী থাক্‌তে সেনাপতিকন্যার প্রতি তাঁর অনুরাগ?

দূত। মহারাজ! তিনি বলেন "হেমপ্রভা সে সকল গুণে গুণবতী কোন রাজকন্যা সেরূপ হয়নি হবারও সম্ভাবনা কম।" তাই তাঁর প্রতি কুমারের আন্তরিক অনুরাগ।

তেজ। দূত! সে এখনকার কথা নয়, বেলাও অধিক হয়েছে চল।

। সকলের প্রস্থান।

তৃতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(বিজয়নগর—রাজসভা)

রাজা তেজসিংহ ও সুরেন্দ্র আসীন।

তেজ। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) মন্ত্রীবর, হৃদয় বিদীর্ণ হয়! আমার মত নিষ্ঠুর আর কে আছে? আমি অনায়াসেই এক মাত্র স্নেহাধারকে যুদ্ধে প্রেরণ করে মহিষীর প্রাণে যে কি দারুণ ব্যথা দিয়েছি তার সীমা নাই! হায়, যখনই অন্তঃপুরে প্রবেশ করি, তখনই দেখি, প্রিয়া কোমল করোপরি কপোল স্থাপন করে রোদন কর্চ্ছেন্! নিকটে গেলে সে দুঃসহ শোক গোপন কর্ব্বার চেষ্টা করেন। হায়, মন্ত্রীবর! অবলা কুলবালার অনর্থক বিরহ-জ্বালা প্রদানের আমিই এক মাত্র কারণ। আমার মন আজ্ এত অধৈর্য্য হয়েছে কেন তা বুঝ্‌তে পার্চ্চি না। উঃ! প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত হলো বিজয়ের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, এতে কি কখনও ধৈর্য্য মানে?

সুরে। কিন্তু মহারাজ! মহিষী যতই কেন শোকাকুলা হউন্ না, আপনকার মত বুদ্ধিমানের এরূপ বিকলচিত্ত হওয়া কোন ক্রমে উচিত হয় না। আপনি যদি এরূপ শোক প্রকাশ করেন, তবে মহিষীর মনে যে কত দুঃখ, একবার বিবেচনা করে দেখুন্। আপনি ধৈর্য্য ধারণ করে তাঁকে না সান্ত্বনা কর্ল্লে আর কে কর্ব্বে মহারাজ?

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌ। মহারাজের জয় হউক!

তেজ। দৌবারিক! সুসংবাদ বলে দুঃখ দূর কর।

দৌ। মহারাজ! রাজকুমারের নিকট থেকে একটী দূত এসেছে, কেবল আপনকার অনুমতির অপেক্ষা করে দ্বারে দণ্ডায়মান।

তেজ। (স্বগতঃ) জগদীশ্বর! তোমারই ইচ্ছা। (প্রকাশ্যে) কি, প্রাণাধিক বিজয়ের দূত? শীঘ্র তাঁকে এখানে নিয়ে এস।

[দৌবারিকের প্রস্থান।

মন্ত্রীবর! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি না জাগ্রতাবস্থায় আছি? আমার যে দুরবস্থা, তাতে সত্য বলে কখনই বোধ হয় না।

দূতের প্রবেশ।

দূত। (রাজাকে অভিবাদন করতঃ) মহারাজ! অভিবাদন করি, এ দাস আপনকার জীবনাধারের দূত।

তেজ। রাজদূত! আমি পুত্রশোকে যে কি পর্য্যন্ত আকুল হয়েছি তা বাক্যের দ্বারা কি প্রকাশ কর্ব্বো। এক্ষণে আমার সেই একমাত্র প্রিয়তম বিজয়ের সুসংবাদ শ্রবণেচ্ছু হয়ে তোমার মুখ নিরীক্ষণ কর্চ্চি, যা হোক্ শীঘ্র প্রকাশ কর।

দূত। মহারাজ! আপনকার পুত্র যবনযুদ্ধে জয়লাভ করে নিজের বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এখন তিনি কিরণপুরে অবস্থিতি কর্চ্চেন, আপনকার মিত্ররাজ জয়সেন তাঁকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করে থাকেন। এক্ষণে রণে বিরত হয়ে মহারাজকে এই সুসংবাদ দেবার জন্য এ দাসকে প্রেরণ করেছেন, আর বলে দিলেন তিনি অবিলম্বেই আপনকার শ্রীচরণ দর্শন করে পরিতৃপ্তনয়ন হবেন।

তেজ। আহা, সরলচিত্ত সুশীল কুমারের এই কর্ত্তব্যই বটে। রাজদূত, এখন বল দেখি কি উপায়ে তিনি রণজয়ী হয়েছেন,

(অঞ্চলধারা ব্যজন) সত্যই কি আমাকে পরিত্যাগ কল্লে সখি? কথা রাখ, একবার কথা কও!

হেম। (চৈতন্যোদয়ে রোদন করিতে করিতে) সখি! আমি রাজরাণী হবার জন্যে রাজকুমারকে ভালবাসি না, আমার মন তাঁর নিতান্ত অনুরক্ত, তাই ভাল বাসি, আমার প্রাণ তাঁর জন্য আকুল, তাই ভাল বাসি, আমার নয়ন তাঁর সেই পবিত্র মূর্ত্তি দেখ্‌তে উৎসুক, তাই ভালবাসি, আমার শ্রবণ তাঁর মধুমাখা কথা শোন্‌বার জন্য লালায়িত, তাই ভাল বাসি!

সুহা। সখি! আর কেঁদো না ভাই, রাজপুত্র তোমা ভিন্ন কাকেও হৃদয় দান কর্ব্বেন্ না. সে জন্য চিন্তা কি? আর বিশেষ, যখন মহারাজ শুন্‌বেন যে তুমি তাঁর প্রিয়পুত্রের প্রিয়া ভার্য্যা, তখন তোমাকে নিশ্চয়ই ভাল বাস্‌বেন্—মহিষী তখন তোমাকে বধূমাতা বলে কত আদর কর্ব্বেন্—চিন্তা কি দিদিমণি!

হেম। সখি! সে আশা আমার মনে কখনও উদয় হয় না। কিন্তু ভাই যখন শুন্‌ব যে বিজয় আমাকে বিস্মৃত হয়ে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেছেন, তখনই সখি এ দেহ প্রাণশূন্য হবে।

সুহা। রাজপুত্র কখনই তোমার অবিশ্বাসী হবেন্ না তা আমি খুব ভাল জানি।

দাসী সমভিব্যাহারে দূতবেশে রহিমের প্রবেশ।

দাসী। দিদিবাবু! এই লোকটী আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে ইচ্ছা করে, তাই একে সঙ্গে করে এনেছি।

হেম। আচ্ছা, তুমি তোমার কার্য দেখ গে।

(দাসীর প্রস্থান।

আপনি কে মহাশয়?

দূত। আমি, রাজপুত্র বিজয়ের দূত (স্বগতঃ) আহা, বালিকাটীর

রূপ অতি মনোহর বটে। কুম্বক নাজিরকে মিথ্যা বলেন্‌নি।
এখন কায সফল কর্ত্তে পাল্লে বাঁচি।

হেম। (সলজ্জভাবে) রাজপুত্র কেমন আছেন্‌?

দুত। আজ্ঞে, তাঁর শরীরে কোন রোগ নাই।

হেম। না না, তিনি কুশলে আছেন্‌ ত?

দুত। মনের অকুশল বল্‌তে হবে।

হেম। (আগ্রহ সহকারে) কেন দুত মহাশয়? এ কথা কেন বল্লেন্‌?

দুত। বল্‌ব কি আর, তিনি যবনদের বন্দী হয়েছেন!

হেম। (মূর্চ্ছিত হইয়া শয্যায় পতন)

সুভা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) ও সখি, আবার তুমি এমন হলে কেন? (অঞ্চলদ্বারা ব্যজন) কি হলো, আমার যে সর্ব্বস্ব গেল গো!

দূত। (স্বগতঃ) আগুন জ্বলে ওঠ্‌বার উপক্রম হয়েছে, এই বেলা সরে পড়ি (প্রকাশ্যে) ভয় কি, ঐ যে উনি চেতনা প্রাপ্ত হয়েছেন্‌। আমি থাক্‌লে আরও শোকাকুলা হতে পারেন্‌। এখন আমি আসি—আপনকার সখীকে সুস্থ করুন্‌।

[প্রস্থান।

হেম। (চৈতন্যোদয়ে) উঃ কি শুন্‌লাম! আমার সর্ব্বস্বধন—আমার হৃদয়ের ধন কি যবনদের হস্তগত হয়েছেন্‌? আমার প্রাণেশ্বর কি যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন্‌? সখি! আমার হৃদয়ের সুখ-আশা হৃদয়েই লীন হলো। আমার এতদিনের সাধে বিষাদ ঘট্‌ল! সখি, পিতার সঙ্গে আর আমার দেখা হলো না। তুমি তাঁকে বলো যে তাঁর দুঃখিনী দুহিতা এ সংসারে আর নাই। ভাই, কি সুখেই আর জীবন রাখব? মা আমার অতি শৈশবে পরলোকে গমন করেছেন্‌, আমি কেবল এত দিন বিজয়ের মধুমাখা কথা শুনে বেঁচে আছি।

সে আশাও আমার উন্মূলিত হলো! দুরন্ত যবনেরা যে তাঁকে সহজে অব্যাহতি দেবে তা স্বপ্নের অগোচর। সখি, এক দিনের জন্যেও আমি তোমাকে সুখ দিতে পারি নাই। তোমার মত দুঃখভাগিনী সখী আমার ভাগ্যে এ জন্মে আর ঘট্‌ল না! ভগবানের কাছে এই ভিক্ষা করি, যদি পুনর্জ্জন্ম থাকে, তা হলে যেন তোমাকেই সখী বল্‌তে পাই! আর আমার কোন সাধ নাই ভাই (রোদন)

সুহা। সখি, অমন কথা বলো না! তোমার মত বুদ্ধিমতীর কি এমন বিহ্বলা হওয়া উচিত?

কীর্ত্তন ভুক্ত সুর।

শুন লো সজনি, দিবস রজনী,
ফেলো না নয়ননীর।
এ হেন উচিত, নহে কদাচিত,
তোমা সম রমণীর॥
জানি হে বিশেষ, আসিবে প্রাণেশ,
নাশিতে বিরহভার।
থাক ধৈর্য্য ধরে, পাবে প্রাণেশ্বরে,
হোয়ো না এত অধীর॥
প্রবোধি অন্তরে, রহ আশা ধরে,
মানস করিয়ে স্থির।
ধরি তব পানি, রাখ এই বাণি,
প্রাণসম সজনীর॥

হেম। না সখি, সে আশা আর আমার নাই। তোমার এ চির-দুখিনী সঙ্গিনীকে বিদায় দাও—দাও, জন্মের মতন বিদায় দাও। আমার প্রাণ, দেহ পরিত্যাগ করে, আর দেরি নাই। তোমাকে অকারণে অনেক কষ্ট দিয়েছি আমাকে ক্ষমা কর (রোদন)

সুহা। (রোদন করিতে করিতে) সখি, আত্মঘাতে বিষম পাপ, তা কি তুমি জান না? তোমার পায়ে পড়ি আমার কথা শোন (পাদদ্বয় ধরিতে উদ্যত)

হেম। এ কি সখি, পায়ে কি ধর্ত্তে আছে! আমার যে আজ্ বড় সুখেরদিন, সে সুখে বাধা দিয়ো না! কেন আর মরবার সময়ে পায়ে হাত দিয়ে পাতকের ভাগী কর ভাই!

সুহা। (রোদন করিতে করিতে) না সখি, আমি তোমাকে বই আর কাকেও জানিনে, তুমি প্রাণ ত্যাগ কর্লে আমার কি দুর্দ্দশা হবে তা কি জানৃতে পার্চ্চ না ভাই?

হেম। কেন সখি, এমন অজ্ঞানের মত কথা বল্‌চ?

সুহা। তুমি যদি প্রাণ বিসর্জ্জন কর, তা হলে কি তোমার এই চিরসঙ্গিনী বেঁচে থাকৃবে বিবেচনা কর দেখি ভাই? তা কখনই হবে না—যদি সখীবধের জন্য পাতকিনী হতে চাও তবে আমাকে ত্যাগ কর্ব্বে (রোদন করিতে করিতে) না সখি, দুঃখিনীকে আর কাঁদিয়ো না!

হেম। সখি, এত দিন তোমার এই মিষ্টি কথাতেই বেঁচে আছি। তুমি আমার দুঃখের দুঃখী—আমার ব্যথার ব্যথী! তুমিই সখী নাম ধারণের উপযুক্ত পাত্রী! আমি কি এম্নি নিষ্ঠুর যে তোমার মত সুখদুঃখভাগিনীকে রেখে পলায়ন কর্ব্বো? না সখি, সে সন্দেহ আর করো না। কিন্তু ভাই, আজ্ যদি তুমি নিকটে না থাকৃতে তা হলে যে কি হতো তা বলা যায় না। যে দুঃখ আমার হৃদয়কে জর্জ্জরিত কর্চ্চে বোধ হয় আত্মঘাতী হতেম। তাতে পাপ হতো, হতো। তুমিই আমাকে মায়া-শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছ ভাই!

সুহা। বাঁচালে সখি, তোমার ওরূপ সঙ্কল্প শুনে আমার মনে যে কি ভয়ানক ভাবের উদয় হয়েছিল তা বলতে পারি না।

হেম। কিন্তু সখি, তা বলে প্রাণেশ্বরের এমন বিপদ জেনেও এ গৃহে বাস করা হবে না। বিজয় আমার না জানি সেই ভয়ানক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়ে কত যাতনাই ভোগ কর্চ্চেন্ আর আমি সুখসচ্ছন্দে গৃহে বাস কর্ব্বো, আমি কি এমি স্বার্থপরা ?

সুহা। তবে কি কর্ব্বে ভাই ?

হেম। সন্ন্যাসিনী হব—গেরুয়া বসন পরিধান, গায়ে বিভূতি-লেপন আর বিলাসসামগ্রী সকলকে গৃহের সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ কর্ব্বো !

সুহা। সন্ন্যাসিনী হয়ে কি কর্ব্বে ?

হেম। দিবারাত্রি বসে বসে ধ্যান কর্ব্বো।

সুহা। তোমার হৃদয়ে অন্য ধ্যান ত স্থান পাবে না। সন্ন্যাসিনী হয়ে ঈশ্বরচিন্তা করা তোমার পক্ষে বড় কঠিন !

হেম। আঃ, তুমি ত ভারি পাগল !

সুহা। কেন ভাই ?

হেম। কেন তা জান না ? বল্‌ব শুন্‌বে ?

সুহা। বল—

হেম। পতিই রমণীদের ঈশ্বর ! আমি সারাদিন সারারাত্রি তাঁরই পবিত্র মূর্ত্তি ধ্যান কর্ব্বো !

সুহা। (স্বগতঃ) আহা, এমন সুশীলা বালার প্রতি বিধির ছলনা ! এ কি শোভা পায় ? বিধি ! তোর কি পাত্রাপাত্র বিচার নাই ? নির্দ্দোষীর উপর বলপ্রকাশ করে তোর কি পৌরুষ হয় তা তুই জানিস্ ! তোর্ ছলনা মনুষ্যের বোধাগম্য ! (প্রকাশ্যে) সখি, তবে তোমার চিরসঙ্গিনীকে সঙ্গে করে নাও। তুমিও যেখানে আমিও সেখানে ! আমার আর কোন প্রিয়বস্তু নাই, সকল আশা ভরসা তোমারই উপর, আমাকে ছেড়ে যেয়ো না।

হেম। না সখি, ও কথা বল্‌তে নাই, তুমি গৃহে থাক। পিতা যখন আমার অদর্শনে "হেমপ্রভা হেমপ্রভা" বলে কাঁদ্‌বেন্ তাঁকে সান্ত্বনা কোরো ভাই। তুমি যার্ পর নাই বুদ্ধিমতী, তোমাকে আর কোন কথা বোঝাতে হয় না। দেখ ভাই, বাবা যেন কোন্ কষ্ট না পান তার চেষ্টা করো এই আমার শেষ ভিক্ষা। যদি কখনও ভাগ্য প্রসন্ন হয় তবে আবার তোমার চাঁদমুখ দেখ্‌তে পাব, নইলে জন্মের মত তোমার দুঃখিনী সখী বিদায় হলো! (রোদন)

সুহা। সখি, এই কি তোমার মমতা? এই কি তোমার ভালবাসা?

হেম। সখি, আর তুমি আমাকে বাধা দিয়ো না। (যোড়হস্তে) তোমাকে যোড়হাত করে বলচি আমাকে ক্ষমা কর।

সুহা। না সখি, (হস্তধারণ) আমি তোমাকে নিবারণ কর্ত্তে ইচ্ছা করি না, কিন্তু আমাকে সঙ্গে না নিলে নিশ্চয়ই—

হেম। তুমিও কি যাবে? একান্তই সখি?

সুহা। হাঁ ভাই—

হেম। তোমার যে কষ্ট হবে আমি তা কেমন করে দেখ্‌ব?

সুহা। তোমারও যে দশা আমারও তাই হবে।

হেম। (আলিঙ্গন পূর্ব্বক) সখি, আজ্ আমি যথার্থই স্বর্গসুখ লাভ কর্ল্লাম! তুমিই বন্ধুত্বের মর্ম্ম পেয়েছ ভাই! চল তবে এই সব বস্ত্র অলঙ্কার খুলে ফেলে সন্ন্যাসিনীসুলভ বেশভূষায় ভূষিতা হইগে। চল ভাই—

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বিজয়নগর—রাজপথ)

এক জন প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহ। উঃ কি ভয়ানক অন্ধকার, কোলের মানুষ পর্য্যন্তও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। এই ভয়ানক সময়ে সকলেই নিদ্রায় অমৃত-ময় ক্রোড়ে বিশ্রাম কচ্চে, কিন্তু প্রহরীরা সে সুখে বঞ্চিত। সমস্ত দিন খেটে খেটেও নিস্তার নাই। দিনে পরিশ্রম, রেতে পাহারা। মানুষের শরীর, এত কি বয়? যা হোগ্‌ আজ্‌ প্রহরগুলোও বেড়েছে নাকি? অন্য দিন এতক্ষণ কোন্‌ কালে পাহারা বদ্‌লি হয়ে যায়, আজ্‌ যেন সময় আর কাটিতে চায় না! তা কষ্টের সময় এম্নি দীর্ঘ বলেই বোধ হয় বটে। আমি এত দিন পাহারা দিচ্চি এমন অন্ধকারে এক দিনও পড়িনি। আজ্‌ আমার বড় ভয় কচ্চে, আর হবারও অসম্ভাবনা কি? আমারও ত রক্তমাংসের শরীর! যখন আজ্‌ প্রথমে পাহারা দিতে এলাম তখন মনে কল্লাম এখনি চন্দ্র উদয় হবেন্‌, তার পরেই আবার স্মরণ হলো আজ্‌ অমাবস্যা! (অন্যমনে) যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে "তুই কে রে?" তা হলে কি উত্তর দেব?—না ভয়ে মরে যাব? তবে আর প্রহরী হয়েছি কেন! বল্‌বো "আমি রাজাধিরাজ মহারাজ তেজসিংহের প্রতিপালিত প্রহরী!" হাঁ বেশ্‌ জবাব হয়েছে! (অন্যমনে) তবে—অপদেবতার ভয়ে কে না জড়-সড় হয়? না না ওসব কথা রাত্রিকালে মনে কর্ত্তে নাই। তাঁদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম! (অদূরে আলোক দেখিয়া

সভয়ে) এইবার মনুষ্য পেত্নীটা আমার দিকে আসচে—কোথা যাব গো! রাম রাম! তারাই মা তারাই বাপ! (স্থিরভাবে আলো নিরীক্ষণ করিয়া) আঃ, বাঁচা গেল ঐ ওদিকে যাচ্চে। (সভয়ে) আবার যে এদিকে আসচে গো, আজ বুঝি গিন্নি বিধবা হলো! হায় হায়, দুপয়সার কায় কর্ত্তে এসে প্রাণটা গেল! (অন্তরালে গমন)

আলো হস্তে রহিম ও চারিজন যবনের প্রবেশ।

প্র, য,। কি হে রহিম, তোমার সব মিথ্যা কথা নাকি?

রহি। আরে না না, এখনও বাড়ী থেকে বেরোয় নি, সময় হয়ে এল।

প্র, য,। আচ্ছা এত সন্ধান কোথা থেকে তুমি পেলে?

রহি। আমি কি হয়েছে, বাঁদী বেটা ঘুস খেয়েছে। সেই বেটাইত সন্ধানী! সে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছিল।

প্র, য,। বটে? আচ্ছা রহিম, যদি অন্ধকারে না চেনা যায়, তা হলে কি হবে?

রহি। সে ভাবনা তোমার নাই। (পরিহাসচ্ছলে) দুটোকেই নিয়ে গিয়ে নবাবেরটাকে নবাবকে আর বাকীটা না হয় তোমাকে দেব, কেমন?

প্র, য,। (হাস্যকরতঃ) আমি তেমন নিতে চাইনে, একেবারে সাদী কর্ত্তে চাই।

রহি। ভাল তাই নয় তোমার সঙ্গে সাদী দেওয়াব।

প্র, য,। নিজের বেটী হলে কি এমন জামাই কর্ত্তে রহিম? (হাস্য)

রহি। তোমার মতন জামাই কি আর জন? বেশি রূপ তেমি গুণ! (হাস্য)

প্র, য,। কেন রহিম, আমার কি সর্ব্ব দেখেচ? না আমি নিষ্কর্ম্মা বসে থাকি?

ওরে দুরাচার দস্যু, প্রাণ নিয়ে দেহ রেখে গেলি, এই কি তোদের ধর্ম্ম? সখীতে আমাতে এক প্রাণ, কেবল দেহ মাত্র ভিন্ন। কেন আমাকেও সেই সঙ্গে নিয়ে গেলি না? বুঝেছি দস্যুর ধর্ম্ম নাই, তা না হলে সখী তোদের কি অপরাধ করেছিলেন্?

[প্রস্থান।

প্রহরীর পুনঃপ্রবেশ।

প্রহ। (বিরক্তভাবে) ভাল দায়ে পড়েছি, আজ শালারা সব মরেছে।

দ্বিতীয় প্রহরীর প্রবেশ।

দ্বি, প্র। সাতু যাও বাবা ছুটী পেলে মজা করে শুয়ে থাকগে, আমি শালা আবার খেটে মরি। তুই কিন্তু বাঁচলি ভাই যে অন্ধকার! কোলের মানুষ পর্য্যন্তও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

প্র, প্র। যা না ভাই, রাতটা সব শেষ করে এখন আমড়াগাছি দেখাতে এলি, আমি শালা যেন চোরদায়ে ধরা পড়েছি।

দ্বি, প্র। কেন রে কিছু ভয় দেখেছিলি নাকি?

প্র, প্র। ভয় আবার নয় ভয়ের চোদ্দপুরুষ ভয়!

দ্বি, প্র। কেন কি হয়েছিল?

প্র, প্র। কাল তখন বলবো, শালা কি শিয়ানা রে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌তে থাকি, শালার মজা করে আর একবার পাহারা দিতে হয় না।

দ্বি, প্র। না ভাই, তা নয় বল্‌না কি হয়েছিল?

প্র, প্র। বল্‌বো কি আর আমার মাথা আর মুণ্ডু। প্রথমে দেখি যে পাঁচটা যবন দস্যু! আমি ভুত মনে করে যে ভয়

পেয়েছিলাম তা আর কি বল্‌বো। তার পর দেখ্‌নু তা নয়—মনটা একটু স্থস্থ হলো, আবার ভয়ও হতে লাগ্‌লো, একটু আড়ালে দাঁড়ানু।

দ্বি, প্র। বলিস্ কি যবন?

প্র, প্র। আর বলিস্ কি; কিন্তু ভাই, এই আশ্চর্য্য তারা এই নগরের মধ্যে কেমন করে প্রবেশ কর্লে? এত প্রহরীর চোখে ধুলো দেওয়া বড় সহজ নয়!

দ্বি, প্র। জানি কি যদি ছদ্মবেশেই এসে থাকে।

প্র, প্র। তাই হবে—

দ্বি, প্র। যা হোগ্ তুই প্রহরী হয়ে ভয়ে পাল্‌ইয়ে গেলি? আমি হলে দেখ্‌তিস্ বেটারা কেমন জব্দ হতো।

প্র, প্র। তা আর বলে দুঃখ পেতে হবে না। বেটা আমার কি বীরপুরুষ এলেন গো! যেন ভীম!

দ্বি, প্র। যাগ্‌গে তার পর কি হল?

প্র, প্র। তাদের মধ্যে একটা বুড়োমিন্‌সে বল্লে, "রাত্রিতে যদি মা চিন্‌তে পারি, তা হলে দুটোকেই নিয়ে গিয়ে নবাবের টা নবাবকে দেব"। এম্নি অনেক কথা হল, পরে শালারা সব চলে গেল। আমিও সচ্ছন্দে পাহারা দিতে লাগ্‌নু ওমা দেখি যে দুটো শাকচুন্নী আমার দিকে দৌড়ে আস্‌চে আমি রাম রাম কর্ত্তে কর্ত্তে কত দূর যে পাল্‌ইয়ে গেনু তার ঠিক নেই, তার পর এই খানে ভয়ে পাহারা দিচ্চি।

দ্বি, প্র। বলিস্ কি, এত কাণ্ড হয়ে গেছে?

প্র, প্র। আমি চল্লুম টের পাবি এখন।

[প্রস্থান।

দ্বি, প্র। বাস্তবিক, এ অন্ধকারে ভয় করে বটে, তা ও শালার মত ভীতু হলেই গু গেছি। যা হোক্ যবনের নাম শুনে

আমারও মনে ত্রাস হচ্চে বটে। না, শালার হয়ত মিথ্যা কথা, যবনেরা এখানে কি কর্ত্তে আসবে? একবার এদিক ওদিক করে পাহারা দিই গে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(বিজয়নগর—রাজসভা)

তেজসিংহ, সুরেন্দ্র, দূত ও বসন্তকুমার আসীন।

সুরে। মহারাজ, সিংহের বাস গহ্বর হতে শাবক হরণ করে কি ফতেউদ্দীন নিস্তার পাবে?

তেজ। সে কথা সত্য বটে, কিন্তু বিজয়ের জন্যই আমার চিন্তা।

সুরে। কেন মহারাজ, বিজয়ের জন্য আপনকার চিন্তা কি?

তেজ। দেখ মন্ত্রীবর, বিজয়কে ভগ্নোৎসাহ কর্ব্বার জন্য মুসলমানেরা হেমপ্রভাকে হরণ করেছে। দুরাচার ফতেউদ্দীন কুমারের পরাজয়ে অসমর্থ হয়ে এই ছলনা বিস্তার করেছে। পাছে এ সম্বাদে বিজয়ের কোন অমঙ্গল ঘটে।

সুরে। মহারাজ, তাতে নিশ্চিন্ত হোন্ বরং সর্প যেমন মণি হারা হলে ক্রোধে জ্বলে উঠে কুমারও নিশ্চয় তদ্রূপ হবেন্। ক্ষত্রিয় বীর প্রাণ থাকতে নিরুৎসাহ হবার নন্।

তেজ। (বসন্তের প্রতি) সেনাপতি, তোমার দুহিতা অপহৃতা বলে আমরা যে উপেক্ষা করে নিশ্চিন্ত থাকব এ কথা মনেও স্থান দিও না।

বস। মহারাজ, দুঃখের সময়ে মনের কথা আর মনে২ গোপন রাখ্‌বো না। আজ্ আপনকার সমক্ষে এ দাস সকলই প্রকাশ কর্ব্বে;—হেমপ্রভা আমার দুহিতা নন্ পালিতা কন্যা। আমি তাঁকে প্রাণের সহিত ভাল বাসি। (দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে) উঃ বলবো কি মহারাজ, যখন প্রিয়সী মৃত্যুমুখে পতিতা হন্ তখন তিনি আমার নিকট যা যা প্রকাশ করেছেন এ অধীন আজ সকলই বল্‌তে প্রস্তুত, তিনি হেমকে আমার হাতেং সমর্পণ করে বলেছিলেন। "নাথ, এই অমূল্য রত্নটী তুমি আমাকে দিয়েছিলে এখন আবার তোমাকেই প্রত্যর্পণ কর্‌লাম, অতি যত্নে লালন পালন করো, প্রাণাপেক্ষা স্নেহ করো, যাতে কোন কষ্ট না হয় দিবানিশি সেই চেষ্টা করো" এই কটি কথা বলে ক্ষণেককাল নীরব থেকে আবার বল্লেন্ "নাথ, আর একটী কথা, হেমের বিয়ের জন্য তোমাকে চিন্তিত হতে হবে না, আমি গোপনেং এঁর বিয়ে দিয়েছি, কুমার বিজয় আপন ইচ্ছায় হেমকে বিবাহ করেছেন্।" মহারাজ, আমি এতদিন সেই গুণবতী হেমপ্রভার ভক্তিতে সকল দুঃখ বিস্মৃত হয়েছিলাম, কিন্তু আজ আমার সেই শোক নবীভূত হয়ে আমার অন্তরে যে দারুণ কষ্ট দিচ্ছে তা আর বলা যায় না।

তেজ। (আশ্চর্য্য হইয়া) কি! হেমপ্রভা বিজয়ের পরিণীতা ভার্য্যা?

বস। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।

তেজ। হেমপ্রভা কার কন্যা?

বস। মহারাজ, তার বিবরণও আজ সমুদয় বর্ণন কর্ব্বো। এক দিন সন্ধ্যার সময় নিকটবর্ত্তী প্রান্তরে ভ্রমণ কোর্চ্চিং এক উদাসীন ব্রহ্মচারী আমাকে বল্লেন "সেনাপতি, তুমি ক্ষত্রিয়, আমার নিকটে একটী ক্ষত্রিয় কন্যা আছে তুমি

যদি তাকে আপন পিতার ন্যায় স্নেহ কর তা হলে তোমাকে প্রদান করি। দেখ, কন্যাটী মহদ্বংশজাতা, একে কোন-ক্রমে অযত্ন কোর না, এইটী আমার বিশেষ অনুরোধ।" আমি বোল্লাম "ভগবন্ অনুরোধ কেন, আজ্ঞা কোর্লেই ত কর্তে প্রস্তুত আছি।" তিনি বোল্লেন "তবে আমার কুটীরে এস"। আমি পশ্চাৎ তাঁর কুটীরে প্রবেশ করে দেখি ষষ্ঠবর্ষীয়া একটী কন্যারত্ন অনাথার ন্যায় কুটীরের দ্বারে বসে আছেন, রূপে যেন চতুর্দ্দিক আলো হয়েছে দেখে বাৎসল্য ভাবের উদয় হচ্চে। মহারাজ, সেই ষষ্ঠবর্ষীয়া বালিকাই আমার হেম! (অধোমুখে)

তেজ। সেনাপতি, এরূপ বিকল হওয়া কি বীরের কর্ত্তব্য? তার পর কি হলো বল।

বস। তার পর উদাসীন বল্লেন "দেখ সেনাপতি, এর পিতা নাই, মাতা আছেন কি না ইহা সন্দেহ, কেবল একটী মাত্র সহোদর তা সে যে এখন কোথায় তার কিছুই এখন স্থিরতা নাই। আমি এর পিতার গুরু ছিলাম তাই অতি কষ্টেও শত্রুর মুখ থেকে বাঁচাইয়ে এনেছি। আমি ব্রহ্মচারী, তবুও আমার মনে যে বাৎসল্য জন্মেছে তাতে একে ছেড়ে দিতে আমার ইচ্ছা হয় না। কিন্তু এমন স্বর্ণ প্রতিমাকে এই কুটীরে রাখতে বুক ফেটে যায়! তাই আজ এই সুকুমারি কুমারীরত্ন তোমাকে অর্পণ কোর্লাম দেখ অতি যত্নে লালন পালন করো"। তখন ব্রহ্মচারীর আদেশক্রমে আমি বালিকাটীকে অঙ্কে কোরে বাড়ীতে নিয়ে এলাম। প্রেয়সী এমন লক্ষ্মীরূপিণী কন্যাকে পেয়ে কত যে আহ্লাদিতা হয়েছিলেন তার আর সীমা ছিল না। তিনি একবারও ক্রোড় হতে নামাইতেন না, দিবারাত্রি অঙ্কে ধারণ

করে কখনও মুখ চুম্বন, কখনও বা মস্তকাঘ্রাণ কর্ত্তেন। মহারাজ, এখন আমার সেই ষষ্ঠবর্ষীয়া কন্যারত্ন চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া (রোদন)।

তেজ। মন্ত্রীবর, এখন কি করা যায়? বিজয়কে কি এ খবর দেওয়া যাবে?

স্থরে। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, এ দাসের এই ই বিবেচনা।

তেজ। (দূতের প্রতি) ভবে রাজদূত, এখানে আর বিলম্ব করলে কুমার চিন্তিত হবেন। তাঁকে এই সকল ব্যাপার ভাল করে বুঝাইয়ে বলো। দেখ যেন তাঁর মন কোন প্রকারেই বিকল না হয়। আর তাঁকে বলো যে হেমপ্রভা তাঁর পরিণীতা ভার্য্যা এ কথা শুনে আমি যার পর নাই সন্তুষ্ট হয়েছিলাম কিন্তু এই বিপদের সংঘটনে সেই হর্ষ এখন বিষাদে পরিণত হলো। আর বলো যে আমি তাঁকে এই আদেশ করলাম সে যবনাধম ফতেউদ্দীন যেমন বধূমাতাকে হরণ করেছে তেমনি যেন তার প্রতিফল পায়, আর অধিক কি বলবো।

দূত। যে আজ্ঞা মহারাজ, আপনকার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। এক্ষণে বিদায় দিন আমি আসি।

তেজ। আচ্ছা তুমি যাও, কিন্তু সাবধান বিজয়কে ভাল করে বুঝাইয়ে বল, এ বিষয়ে ঔদাস্য করো না।

দূত। যে আজ্ঞা———

[প্রস্থান।

তেজ। সেনাপতি, সে ব্রহ্মচারী কি এখনও এখানে আছেন?

বস। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, তিনি মাঝে২ প্রায়ই হেমপ্রভার লন্।

তেজ। দেখ সেনাপতি, তুমি———

ব্রহ্মচারী ভরদ্বাচার্য্যের প্রবেশ।

ভর। (হরিনাম করিতে করিতে হাত তুলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ)

সকলে। (গাত্রোত্থান করতঃ প্রণাম, আসন প্রদান) আস্তে আজ্ঞা হোক্। (পুনর্ব্বার উপবেশন)।

ভর। (আসনে উপবেশন)।

তেজ। (করযোড়ে) ভগবন্! আপনি কি সেই মহাত্মা, যিনি সেনাপতিকে সেই রূপবতী ও গুণবতী কন্যারত্ন প্রদান করেছিলেন্?

ভর। হাঁ মহারাজ! আমিই সেই ব্রহ্মচারী—কিন্তু আজ যোগবলে দেখ্‌লাম্ যে আমার সেই প্রাণস্বরূপা শিষ্যকন্যা এখন পিশাচের হস্তগতা হয়েছেন্। তাই মন বড় অস্থির, বড় চঞ্চল হলো, একবার সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসেছিলাম্। শুন্‌লাম তিনি রাজসভায় আছেন্ সেই কারণে এই স্থানে উপস্থিত হয়েছি। সেনাপতিকে দেখ্‌তে এসে আজ রাজদর্শন পর্য্যন্তও ভাগ্যে ঘট্‌লো।

তেজ। ভগবন্! আপনি সেনাপতিকে বলেছিলেন্ যে হেমপ্রভা মহদ্বংশসম্ভূতা কিন্তু কোন্ মহদ্বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন্ এ দাস কি তা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারে?

ভর। মহারাজ! এত অনুনয়ের প্রয়োজন নাই। বলি শুনুন্ সেই হেমপ্রভাই আপনকার মিত্ররাজ তেলিঙ্গনাপতির দুহিতা?

তেজ। কি? তেলিঙ্গনা রাজকুমারী! আমার প্রিয়মিত্রের কন্যা হেমপ্রভা! বৎসে, আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমাকে এতদিন চিন্‌তে পারি নাই। বিজয় তুমিই যথার্থ বিদ্বান! মনে করেছিলাম্ তুমি সুপাত্রে অনুরাগ প্রদান কর নাই এখন জান্-

লাম্ আমারই ভ্রম (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ) ওঃ একথা যদি পূর্ব্বে জান্‌তাম্ তাহোলে এ দুর্দ্দৈব ঘটত না।

সেনা। (স্বগত) হেমকে আমি একদিনও পর বলে ভাবি নাই। হায়, আমারি কি দুরদৃষ্ট যে এমন বহুমূল্য রত্ন পেয়েও হারালেম্! আহা, আবার যদি এমন দিন হয় যে বিজয় যুদ্ধ জয়ী হয়ে হেমের উদ্ধার সাধন করে সস্ত্রীক গৃহ প্রত্যাগমন করেন্ তা হলে আমি কি হেমকে রাজকুমারী মনে করে মান্য কর্ব্বো ? না তা কেন, হেম যে আমার কন্যা, আমি তখন তাঁকে পূর্ব্বের মত স্নেহ কোর্ব্বো। কিন্তু হায়, সে দিন কি আর হবে না ? হেম কি আর আমাকে বাবা বলে ডাক্‌বেন্ না ?

তেজ। সেনাপতি ! তুমি এত শোকাকুল কেন হলে ?

সেনা। মহারাজ আট বৎসর যাকে দুহিতা বলে স্নেহ করেছি তাঁর-জন্য—

তেজ। (সেনাপতির হাত ধারণ করতঃ) ভাই বসন্ত, আজ হতে তুমি আমার বৈবাহিক ! হেমপ্রভা ধর্ম্মতঃ তোমারই কন্যা হন্ ! (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) হায় ! যে নিজর্না কুমারী আমার বিজয়ের অনুরাগিনী তা জান্‌তে পার্লে এ অনর্থ কখনই হতো না। আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, নইলে এমন দুর্ঘটনা কখনই ঘটত না। জগদীশ্বর, প্রার্থনা করি কুমার যেন যবনদের পরাজিত করে দুরাচারদের সমুচিত শাস্তি প্রদান করেন্। (ব্রহ্মচারীর প্রতি) ভগবন্ আপনি কি সেই ভরতাচার্য্য ?

ভর। হাঁ মহারাজ, আমিই সেই হতভাগা। কিন্তু আজি দিব্যচক্ষে দেখ্‌লাম যে কুমার বিজয়ের সহিত আমাদের কুমারের সৌহার্দ্দ হোয়েছে বড় সুখের বিষয়। যদি এই দুঃসহ ঘট-

নাটা আর না ঘট্‌তো তা হলে আরও সুখ! মহারাজ, আমিই হেমপ্রভার বিবাহে পুরোহিতের কার্য্য সমাপন করে ছিলাম।

তেজ। ভগবন্‌! এতদিন তবে অধীনকে কেন অজ্ঞানান্ধকারে রেখেছিলেন্‌? যদি তা না হতো তা হলে কখনই এ বিপদে পড়্‌তে হতো না।

ভর। তা সত্য বটে মহারাজ, কিন্তু অদৃষ্টের ফল কেউ কি খণ্ডন কর্ত্তে পারে? দুর্ভাগ্য যাকে বিপদে ফেল্‌বে সেই বিপদে পড়্‌বে। এখন তবে আশ্রমে চল্লাম।

[প্রস্থান।

তেজ। মন্ত্রীবর! রহিম বেটার মস্তকচ্ছেদন করা হয়েছে বেশ্‌ হয়েছে। (বসন্তের প্রতি) ভাই বসন্ত! আমরা যখন তোমাকে আশ্বাস দিচ্চি, তখন তোমার চিন্তা নাই। বিজয় আমার এমন কাপুরুষ নন্‌ যে ফতেউদ্দীনকে শাস্তি না দিয়ে ক্ষান্ত হবেন্‌। এখন জগদীশ্বর মঙ্গল কর্ল্লেই সব দিকে মঙ্গল হয়।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(কিরণপুরনিকটস্থ প্রান্তর—যবনশিবির)

হেমপ্রভা আসীনা।

হেম। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতঃ) উঃ, দুরাচার মুসলমানেরা কি ছলনাই না করে। আমি এখন বুঝ্‌তে পার্চ্চি যে, আমার বিজয় যবনের বন্দী নন্। কেবল সেই ব্রাহ্মণবেশী দূতই আমার এই অনর্থ ঘটিয়েছে। হায়, কেন আমি না জেনে, না শুনে, সেই ছদ্মবেশীর কথায় বিশ্বাস কর্ল্লেম! কেনই বা তার কথায় বিশ্বাস করে হটাৎ সন্ন্যাসিনী হয়েছিলেম! ওঃ, মনে করেছিলাম বিজয় আমার যবনশিবিরে বন্দী হয়েছেন্, আমি তাঁর সাক্ষাৎ পাব, কিন্তু তা কিছুই শুন্‌লাম না—সেই ভণ্ডের কথা সকলই মিথ্যা! তা ভালই হয়েছে, সে চিন্তা যেন অভাগিনীর হৃদয়ে না আসে। আমার যে দুর্দ্দশা ঘট্‌বে তা অনায়াসেই সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বো, কিন্তু প্রাণেশ্বরের কুসংবাদ আমার অসহ্য! হায়, যদি তিনি একবার শোনেন্ যে তাঁর সাধের হেমকে ফতেউদ্দীন হরণ করেছে, তা হলে সে কখনই নিস্তার পাবে না। জগদীশ্বর করুন্ তাই যেন হয়, এ অভাগিনীকে এ নরক-যন্ত্রণা আর সহ্য কর্ত্তে হয় না। কিন্তু কে এমন বন্ধু আছেন্ যে এ কথা প্রাণেশ্বরের কাছে বলে আসেন? মহারাজ কি তাঁকে এ সংবাদ দেবেন্ না?—না—তিনি যে হতভাগিনীকে আন্তরিক ঘৃণা করেন্! (রোদন করিতে করিতে) বিজয়, আজ তোমার কিঙ্করীর

দশা একবার দেখে যাও। দেখে যাও, তোমার প্রণয়-সরোবরের কমলিনী আজ মদগর্ব্ব যবন-করীর পদদলিতা হচ্চে। পাপাত্মারা তোমার সেই বাল্যপরিণীতা শৈশব সহচরীর আজ চিরসঞ্চিত সতীত্বধন অপহরণে উদ্যত হয়েছে, তা কি জানতে পার্চ্চো না? বিজয়, তুমি কি মনে করেছ সে রত্ন প্রাণের ভয়ে দস্যুকে প্রদান কর্ব্বো? তা কখনই না—এ প্রাণ থাকতে কখনই না! যে নারী দস্যুর বাহুবলে ভীতা হয়ে কিম্বা লোভপরবশ হয়ে, পতির পবিত্রমুর্ত্তি না স্মরণ করে রমণীসারসর্ব্বস্ব সতীত্বে জলাঞ্জলি দেয়, সে বানরী বিশ্বাসঘাতিনী! কিন্তু হৃদয়েশ্বর, তোমার দাসী তাদের মত ভ্রূকুটিতে ভয় পায় না, কারণ সে ভয় অপেক্ষাও সতীত্বনাশের বেশী ভয়। দুরাত্মা ফতেউদ্দীন, আমাকে হরণ করে তোর কি পুরুষত্ব হলো? তুই কি মনে করেছিস্ যে আমি—আমি হেমপ্রভা তোর উপভোগ্যা দাসী হব? কখনই না কখনই না। (আক্রোশের সহিত) জানিস্ আমি কে? আমি বীরপত্নী, আমি ক্ষত্রিয়কন্যা! যে বীর-চূড়ামণি কুমার বিজয় স্বহস্তে তোর মস্তকচ্ছেদন কর্ত্তে এসে-ছেন্ তিনিই আমার জীবিতেশ্বর, আমি তাঁর দাসী; হেম-প্রভা সেই ক্ষত্রিয়কুলোজ্জ্বলকারী বিজয়ের পবিত্রমূর্ত্তি ভিন্ন আর কোন মূর্ত্তিকে পূজা করে না, যদি কখনও করে তবে যমরাজকে, ক্ষত্রিয়নারী মরণকে ভয় করে না! (অন্যমনে) আহা, কুমার যদি এখনই মুসলমানদের পরাজিত করে এসে বলেন "হেম, ওঠ" তা হলে কি সুখোদয়! কিন্তু হত-ভাগিনীর কপাল তেমন নয়! কিম্বা যদি বলেন্ "হেমপ্রভা তুই কলঙ্কিনী হয়েছিস্" তা হলে কি করি! বিজয়, সত্যই কি কলঙ্কিনী মনে কর্ব্বে? তা হলে নিশ্চয়ই তোমার

সাক্ষাতে আত্মঘাতী হব। (বিরক্তি সহকারে) আঃ, এ সময়ে আবার নিদ্রা কেন? একটু ঘুমুবো কি? না—তা হবে না—দুরাচারের মনে কি যে আছে তা কে জানে? নিদ্রাদেবি, কেন আর এ দুঃখের উপর আবার দুঃখ দিতে এলে? আর কি আমার সে দিন আছে? আর কি আমি সেনাপতি বসন্তকুমারের বাড়ীতে আছি? সত্য বটে দেবি, তুমি শোকাকুল ব্যক্তির দুঃখের উপশম কর কিন্তু সে কি এই দস্যুপরিবৃত স্থানে? (পদশব্দ শুনিয়া) এঁ্যা কে আস্‌চে? সেই পাপ যদি হয় তা হোলে———

যবনযোদ্ধাবেশে সুহাসিনীর প্রবেশ।

সুহা। সুন্দরি, দিদিমণি!

হেম। কে তুমি? এই দুঃসময়ে যবন শিবিরে এমন মধুর কণ্ঠ কার?

সুহা। আমি তোমার ভগ্নী সুহাসিনী!

হেম। (আশ্চর্য্য হইয়া) সুহাসিনি, সখি, (সুহাসিনীর কণ্ঠ ধারণ করত রোদন)।

সুহা। ভাই এ কাঁদ্‌বার সময় নয়।

হেম। সখি, তোমার এ বেশ কেন? এত রাত্রেই বা কোথা থেকে এলে?

সুহা। সে কথা পরে হবে এখনকার সময় নয়। যা বলি তাই কর——

হেম। কি?

সুহা। (যবন পরিচ্ছদ উন্মোচন ও হেমপ্রভাকে প্রদান) এই ল্যাও এই গুলিন পোরে-পালাও আমি তোমাকে উদ্ধার কোর্ত্তে এসেছি।

হেম। তোমার দশা?

সুহা। আমি ছিন্ন বস্ত্র পোরে বোসে থাকি তুমি যাও।

হেম। আমি কি এম্নি স্বার্থপরা সখি?

সুহা। আমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না, আমার উপায় আমি আপনি কোরে রেখেছি, এখন তুমি পালাও।

হেম। কোথা যাব? কোন্ দিকে? তোমায় রেখে সখি? (রোদন)।

সুহা। আবার একি? (হস্ত বাড়াইয়া) এই পশ্চিম দিক্ দিয়ে বরাবর যেতে যেতে একটা নিবিড় বন দেখ্তে পাবে কিন্তু ভয় করো না। সেই বনের ভিতর প্রবেশ কর্লে একজন বৃদ্ধ ব্যাধের কুটীর পাবে, সেই কুটীরে গেলে বৃদ্ধ তোমার যথেষ্ট সমাদর কোর্বেন্, আমি সেইখান থেকে এসেছি আবার সেইখানে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা কোর্বো। যাও আর দেরি কোরো না দেরি কোর্লে উভয়েরই বিপদ।

হেম। একান্তই সখি? (রোদন)।

সুহা। কথা শোন এখনও পালাও বোল্‌ছি।

[রোদন করিতে করিতে হেমপ্রভার প্রস্থান।

সুহা। ঠাকুর করেন্ শিবির থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারেন তাহলে আর ভয় থাকে না। বন্দিনী হওয়াও কোন্ ছার সখীর জন্য প্রাণ দিতে পারি! যে পথ দেখিয়ে দিলাম সে পথে গেলেই বাঁচি! এতক্ষণও কি শিবিরের বারহতে পারেন্‌নি? খুব দ্রুত চলে যান্‌ত ভাল হয়।

ফতেউদ্দীনের প্রবেশ ও সুহাসিনীর অবগুণ্ঠন দেওন।

ফতে। (ছিন্ন বস্ত্র দেখিয়া) সুন্দরি! একি? এ ছিন্ন বস্ত্র কি তোমার মত রূপবতীর শোভা পায়? আবার একি আমার সাক্ষাতে ঘোম্‌টা কেন? আমি যে তোমার গোলাম্!

সুহা। (পাগলিনীর ন্যায় ঘোম্‌টা খুলিয়া নৃত্য) ওমা আমি বলি বুঝি আর কেউ, তা নয় কাকা এসেছেন্! কাকা, আমাকে

মাপ কর ঘোমটা খুলে ফেলেছি। তা কাকা আমাকে সুন্দরী বল্লে কেন গা? সুন্দরী ত কাকীর নাম! আমি যে ভাই ঝি গো! তুমিও বুঝি আগে চিন্‌তে পার নি?

(পুনর্ব্বার নৃত্য)

ফতে। এ কে? এত সে হেমপ্রভা নয়!

সুহা। (হাসিতে হাসিতে) হেমপ্রভা কে গা? হিমি ঠাকুরঝির কথা বলচ? সে যে অনেকদিন মরে গেছে গো! ওমা তা কি তুমি জান না? একদিনও কি ছাই শোন নি?

(বিকট হাস্য)

ফতে। (স্বগত) এ যে উন্মাদিনী! পাজীরা আমাকে ঠকালে নাকি?

সুহা। (নৃত্য করিতে করিতে)

সুরট—কাওয়ালি।

আজিকার সুখের নিশী গেল গো অকারণ।
না আসিল প্রাণপতি বৃথা হলো জাগরণ॥
কহ কহ প্রাণসই, প্রাণনাথ এল কই,
পাগলিনী হয়েছি তাই, না হেরে সে চন্দ্রানন॥

কেমন গান? (বিকট হাস্য)।

ফতে। (উচ্চৈস্বরে) কে—আ—ছিস্ রে?

একজন যবন প্রহরীর প্রবেশ

প্রহ। (সেলাম করতঃ) কি হুকুম হুজুর?

সুহা। ও মা এ কে গো? এ ত বাবু তোমাদের জামাই নয়! তার ত এমন ধারা চোমরা দাড়ী নেই! (রোদন)

ফতে। দেখ্ তুই শীগ্‌গির উজীরকে বোল্‌গে যা "যে চারজন বিজয়

নগরে গিয়েছিল তাদের বন্দী কোরে এখনি যেন তিনি এখানে হাজির করেন ”।

প্রহ। হুজুরের যা হুকুম।

ফতে। সুন্দরি! তোমার বাড়ী কোথায়?

সুহা। আবার “সুন্দরি” পাজি?

ফতে। না, না, তোমার বাড়ী কোথায়?

সুহা। এই কদিন দ্বারিকায় রাজা হয়ে আমাদের ভুলে গেলিরে বাপ নীলমণি? ধন্যি তোমার প্রাণ বাছা!

ফতে। তোমার নাম কি?

সুহা। ও মা! চিন্‌তে পারিস্ নে? আমি যে তোর মা যশোদা রে।

ফতে। (বিরক্ত হইয়া স্বগত) আঃ, এ পাগলীটাকে কোথা থেকে নিয়ে এল?

(চারিজন যবনকে শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া আট জন সৈন্য ও উজীরের প্রবেশ।)

সকলে। (সেলাম)।

ফতে। (বন্দীদের প্রতি) পাজি, কি এ?

১ম বন্দী। দোহাই আল্লার, আমরা কিছুই জানিনে হুজুর!

সুহা। ও মা! তোমরা এত গোল কর্চ্চো কেন? পাল্‌কি আনা হয়েছে কি? আর ভাবলে কি হবে মেয়েত পরের জন্য!

ফতে। (বন্দীদের প্রতি) পাজিরা আমাকে ছলনা করে তার ফল এখনই পাবি। (উজীরের প্রতি) উজীর! বেটা-দের এখনই কারাগারে নিয়ে যাও। যাও সকলে একজন প্রহরী মাত্র এখানে থাকুক্।

(প্রহরী! সুহাসিনী ও ফতেউদ্দীন ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

ফতে। (প্রহরীর প্রতি) দেখ এই পাগলীটাকে শিবিরের বাইরে

রেখে এস। খবরদার মেরো টেরো না আস্তে আস্তে নিয়ে যাও।

স্থহা। একলাটী এই অচেনা লোকের সঙ্গে যেতে বল ? আমার ভয় কোচ্চে। যে দাড়ী দেন দণ্ডকের বন্! (নৃত্য করিতে করিতে) শ্বশুর বাড়ী যাব গো। (বিকট হাস্য করিতে করিতে প্রস্থান)

ফতে। (স্বগত) আল্লার মনে যে আরও কি আছে তা তিনিই জানেন্। আমার সব আশা বিফলে গেল। লড়াইয়ে জয়ী হবার কোন আশা নূই! যে কৌশল করি সব উল্‌টে যাচ্চে। শুন্‌চি নাকি সেনাপতি বিজয়ের পক্ষে যোগ দিয়েছে তা দেখা যাগ নেমকহারামকে উচিতমত শাস্তি দিতে পারি কি না!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(কিরণপুর—রাজভবন।)

বীরবালা ও বিজয়ের প্রবেশ।

বীর। দাদা! আজ তোমাকে এত চিন্তাকুল দেখ্‌চি কেন ? কি হয়েছে আমাকে বল মা দাদা!

বিজ। বীরা! আমি কি তোমার কাছে কোন কথা গোপন রাখি দিদি ?

বীর। আমিই কি তোমাকে বলি না ?

বিজ। প্রায় এক মাস হোলো দূত যে বিজয় নগরে গিয়েছে তা এখনও কেন ফির্‌লো না এই আমার ভাবনা!

বীর। সে কি দাদা! রমানাথ যে অনেক দিন গিয়েছে।

বিজ। রমানাথের পরে আর এক জনকে পাঠাইয়েছি কিন্তু কেউ-ইত ফির্‌চেনা। এতে মন কি সুস্থ থাকে দিদি?

বীর। তা আর ভাবলে কি হবে দাদা? ভেবে ভেবে তোমার দেহ যে আধখানা হয়ে গেল, তোমার ভগ্নীর চক্ষে তা যে অসহ্য!

বিজ। বীরা! তোমার ঐ গুণেই তোমাকে সহোদরার মত স্নেহ করি। এমন গুণবতী ভগ্নী সকলের ভাগ্যে ঘটে ওঠে না, কিন্তু আমার অদৃষ্ট নিতান্ত প্রসন্ন তাই তোমাকে ভগ্নী বলতে পেয়েছি। সে কথা যাগ্‌ আমি যত মনে করি অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে কিন্তু মন তা বোঝে না। আজ আমার বোধ হচ্চে কোন অমঙ্গল সংবাদ আস্‌বে। হায়! মনে দ্বিগুণ আগুণ জ্বলে উঠ্‌চে। বীরা আমার সেই দুঃখিনী হেমপ্রভার দশা যে কি হয়েছে তাই ভেবে ভেবে আমার এই দুর্দ্দশা। (রোদন)

বীর। দাদা, সকলই বিধাতার হাত, তিনি যা মনে করেন তাই কর্ত্তে পারেন্‌। তাতে মানুষের কোন ক্ষমতা নাই যে, তা নিবারণ করে রাখে। তাই বিবেচনা করে——

বিজ। আর মা আমার অদর্শনে যে কি দুঃসহ যাতনা ভোগ কর্চ্চেন্‌ তা জগদীশ্বরই জানেন্‌! এতে আমার মন কি স্থির থাকে?

বীর। দাদা, তোমার মত বুদ্ধিবানের এমন শোকাকুল হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নয়। (অন্যমনে) আমার সহোদর নাই, কিন্তু আমি তোমাকেই জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ভক্তি করি। ভাই-য়ের মনের কষ্ট দেখ্‌লে কি ভগ্নী স্থির থাক্‌তে পারে দাদা?

বিজ। বীরা, আশীর্ব্বাদ করি যেন বীর রণপ্রতাপের সঙ্গে মহারাজ

তোমার বিবাহ দেন্। রণপ্রতাপ তোমার পতি সম্বো-
ধনের উপযুক্ত পাত্র!

বীর। (স্বগত) তুমি আমার উপর প্রসন্ন আছ কিন্তু ভাগ্য না প্রসন্ন হলে কখনই হবে না। (প্রকাশ্যে) দাদা! প্রতাপ বলেছিলেন যে সেই রমানাথ না কি ছদ্মবেশী যবন, তা কি সত্য?

বিজ। সে দুরাচার পাষণ্ড আমাকে মজাতে এসেছিল। বীরা, ভয় হচ্চে পাছে সে বিজয় নগরে গিয়ে কোন অনর্থ ঘট্-ইয়ে থাকে। তা হলেই সর্ব্বনাশ! সেই চিন্তাই আমার হৃদয়ে উদয় হচ্চে।

বীর। না দাদা! সে ভয় নাই। যা হোগ্ মুসলমানেরা বড় সহজ লোক নয়, কেবল ছল চাতুরী খুজে বেড়ায়, এটী অদের স্বভাবসিদ্ধ। পাপ পুণ্য বিচার নাই।

বিজ। সমুখযুদ্ধ কাকে বলে তা তারা বিদিত নয়। কেবল ছলনা দ্বারা কখন্ কার্ কি সর্ব্বনাশ কর্ব্বে দিবানিশী সেই ভয়া-নক চিন্তাতেই অস্থির!

বীর। সে কথা যাগ্ দাদা, একটী কথা জিজ্ঞাসা করি তোমার হেম-প্রভাকে কেমন দেখ্‌তে? অবশ্যই সুন্দরী হবেন্ নইলে তোমার মত বীরের মন ভোলান বড় সহজ কথা নয়। তাঁর কত বয়স দাদা?

বিজ। এখন তাঁর বয়স চৌদ্দ বৎসর।

বীর। আহা, প্রতাপের একটী ভগ্নি ছিল। তিনি বলেন্ এত দিন তারও বয়েস চৌদ্দ বৎসর হতো। কিন্তু কোথায় যে আছে তার ঠিকানা নাই।

বিজ। বীরা; রণপ্রতাপ আস্‌চেন তুমি এখন অন্তঃপুরে যাও।

[বীরবালার প্রস্থান।

রণপ্রতাপের প্রবেশ।

বিজ। (গাত্রোত্থান করতঃ) এসো ভাই বসো। (উভয়ের উপবেশন) শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ হয়েছিল এখন একটু আরাম পেয়েছ ত?

রণ। হাঁ ভাই, রীরবালার যত্নে ভাল হয়ে গিয়েছে।

বিজ। দেখ ভাই রণপ্রতাপ, রহিম যখন এই দেড় মাস পরেও ফিরে এল না তখন সে বোধ হয় পলায়ন করেছে। কিন্তু সে দুত কেন এখনও এলো না এই আমার ভাবনা!

রণ। তার আজ কালের ভিতরে আসবার সম্ভাবনা আছে। সে বিষয়ে কিছু চিন্তা নাই।

বিজ। কিন্তু ভাই, আগেকার অপেক্ষা মন আজ এত বিষাদিত কেন হয়েছে? বোধ হচ্চে যেন কোন কুসংবাদ শুনতে হবে।

দুতের প্রবেশ।

দুত। কুমারের জয়?

বিজ। দুত সেখানকার সু-খবর বল।

দুত। মহারাজ কুশলে আছেন; রাজমহিষী ভাল আছেন, রাজ্য সুশৃঙ্খলে আছে। কেবল কুমারের বিরহে রাজপুরী আনন্দ-

বিজ। না দুত! অমন করে বল্লে আমার মনে তৃপ্তি হয় না। সেখানে গিয়ে কি কি দেখলে সব একে একে বল।

দুত। কুমার! প্রথমেই রাজ সমীপে উপস্থিত হোয়ে দেখলাম মহারাজ তেজসিংহ শূন্যহৃদয়ে সিংহাসনে উপবেশন করে আছেন। আমি তাঁকে আপনকার কুশলবার্ত্তা বল্লে মহারাজ আনন্দিত হয়ে আপনকার সাধুবাদ কর্ত্তে লাগলেন

কেবল হেমপ্রভার উপর আপনকার অনুরাগের কথা শুনে কিঞ্চিৎ অসুস্থ হয়েছিলেন্। তার পর সেই রমানাথ এক অনর্থ ঘটাইয়েছে শুন্‌লাম্। সে জন্য সে নিস্তার পায় নাই তাকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল।

বিজ। কি অনর্থ দূত ? শীঘ্র বল—

দূত। কুমার! আপনকার হেমপ্রভাকে যবন শিবিরে—

বিজ। কি বল্লে হেমপ্রভা যবন শিবিরে ? (পতন ও মূর্চ্ছা।)

রণ। কি হলো সহসা একি দুর্দ্দৈব! সখে বিজয়, ওঠ, এ ধরাসন কি রাজকুমারের যোগ্য স্থান! (হস্তধারণ) তাইত একেবারে যে সংজ্ঞা শূন্য!

দ্রুতবেগে বীরবালার প্রবেশ।

বীর। (রোদন করিতে করিতে) দাদা! দাদা! তোমার একি দশা! একবার কথা কও, একবার সস্নেহ সম্ভাষণে বীরা বলে ডাক। দাদা, তুমি যে আমার একমাত্র, শুভানুকাঙ্ক্ষী। তোমার এই হতভাগিনী ভগ্নীকে ত্যাগ কল্লে সে কি জীবন রাখ্‌বে ? দাদা, আর কে আমাকে দিদি বলে আদর কোর্ব্বে ? (রণপ্রতাপের প্রতি) প্রতাপ, দেখনা দাদা হটাৎ কেন এমন হলেন্। হায়, মহারাজ তেজসিংহের যে সর্ব্বনাশ হলো। বীরবালার বীরভ্রাতা যে জন্মের মত বীরবালাকে পরিত্যাগ করেন্। (উচ্চৈস্বরে) দাদা——.

রণ। ভয় কি ? ঐ দেখ উনি সংজ্ঞা লাভ কর্চ্চেন্!

বীর। আঃ দাদা, বাঁচালে প্রাণ আমার দেহে এলো।

বিজ। আমি যা ভেবেছিলেম্ তাই ঘটেছে। আর আমার জীবনে কায নাই। আমার প্রাণের সহোদরা বীরা, আশীর্ব্বাদ করি তুমি তেজিজনার রাজ্যেশ্বরী হও। আমাকে বিদায় দাও, এ দুঃসহ যাতনা আর সহ্য কর্ত্তে পারি না

বীর। দাদা, যা হবার তা হয়েছে তা বলে তুমি এমন বীর হয়ে নৈরাশহ্রদে ডুব দিতে চাও।

বিজ। বীরা, তোমার নীতিগর্ভ বাক্যে আমার জ্ঞান হলো। তোমাকে আজ এমন অসামান্য গুণ বিভূষিতা দেখে যে কি আনন্দিত হলাম তা বলা বাহুল্য। (আক্রোশের সহিত) আজ দেখ্‌ব, সে দুরাচার ফতেউদ্দীন—সেই ইন্দ্রিয়দাস ফতে উদ্দীন সাপের মাথা থেকে মণি হরণ করে কেমন নিস্তার পায়। আজ সব ধ্বংস কর্ব্বো, আজ যবনের নাম পর্য্যন্তও লোপ কর্ব্বো। বীরা, এখন তুমি অন্তঃপুরে যাও আমি এখনি এর উপায় কর্ব্বো। সখে প্রতাপ, (রণপ্রতাপের হস্ত ধারণ করতঃ) এসো এসো আজ সব ধ্বংস কর্ব্বো, দেখ্‌ব যবনের ছলনা বাহুবলে ভাঙ্‌তে পারি কি না।

[রণপ্রতাপ ও বিজয়ের প্রস্থান।

বীর। (স্বগত) উঃ দাদা আজ যে রকম ক্রোধযুক্ত হয়েছেন এমন কখনও হন্ না) আমার বোধ হচ্ছে আজ যেন পৃথিবী লয় প্রাপ্ত হবেন। (প্রকাশ্যে) দূত মহাশয়, সত্যই কি হেমপ্রভা যবন শিবিরে আনীত হয়েছেন? কেন কারণ কি?

দূত। রাজকুমারি, হেমপ্রভাকে হরণ কর্লে কুমার বিজয় নিরুৎসাহ হবেন এই ভেবে ফতেউদ্দীন এ ছলনা করেছে।

বীর। বল কি? যা হোগ সে রমানাথ এখন কোথায়।

দূত। ছি, রাজকুমারি সে নরাধমকে আর রমানাথ বলবেন্ না। সে ব্যাটা মুসলমানী, তার নাম রহিম। ফতেউদ্দীন তাকে ছদ্মবেশে এখানে পাঠিয়েছিল তাই এই দুর্দ্দৈব।

বীর। এখন সে রহিম কোথা?

দুত। সে এখন তার সমুচিত প্রতিফল পেয়েছে। যে রাত্রে হেম-প্রভা অপহৃতা হন্ তারই পরদিন সে বেটা নগরের মধ্যে ধরা পড়েছিল, মহারাজ তার প্রাণদণ্ড কর্ত্তে অনুমতি দিয়ে-ছিলেন্।

বীর। ওঃ বেশ হয়েছে যেমন কর্ম্ম তেমি ফল। কিন্তু দুত মহাশয়, তার প্রাণ দণ্ড হলো, হেমপ্রভার ত সন্ধান পাওয়া গেল না।

দুত। আজ্ঞে, রাতে রাতে তাঁকে অনেক দূর নিয়েগিয়েছিল।

বীর। আচ্ছা তুমি এখন আস্তে পার।

[দূতের প্রস্থান।

বীর। আহা দাদার সর্ব্বস্ব ধন অপহৃত হয়েছে। আমি কত উপ-দেশ দিলাম্ বটে কিন্তু প্রেম যার হৃদয়ে একবার প্রবেশ করেছে সেই জানে ও রূপ ঘটনায় কত মনস্তাপ! সে দিন প্রতাপ যে কবিতাটী বলেছিলেন্ মনে হলো—

পবিত্র প্রণয় পরম রতন,
সহজে কাহারে বুঝান ভার;
জেনেছে যতনে ভাবুক সুজন,
জগতে প্রণয় রতন সার।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(কিরণপুর নিকটস্থ বন—জয়চাঁদের কুটীর।)

হেমপ্রভা ও সুহাসিনী আসীনা।

সুহা। সে ভাই বড় মজার কথা, যা হোগ্ কিন্তু আচ্ছা চোকে ধুলো-দিয়ে পালুইয়ে এসেছি।

হেম। কি রকম করে এলি ভাই ?

সুহা। তুমি চলে এলে পরে আমি বসে আছি তখনই ফতে-উদ্দীনকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ানু আর ঘোমটা টেনে দিয়ে পাগলের মত বকতে লাগনু। তুমি যদি ভাই, আর একটু দেরি কোর্ত্তে তা হলেই বিপদে আর কি, ধর্ম্ম রক্ষা করেছেন্।

হেম। তুই ভাই ধন্যি মেয়ে !

সুহা। কেন ভাই ?

হেম। চোরের উপর বাটপাড়ি কল্লি !

সুহা। ও ভাই, সে কি আমার বুদ্ধিতে হয়েচে সেই বৃদ্ধ ব্যাধের উপদেশে যা হোগ্ ধর্ম্মে ধর্ম্মে যে পালুইয়ে এসেছি এই ঢের।

হেম। কি ! সেই বৃদ্ধের উপদেশে ?

সুহা। হাঁ ভাই।

হেম। সখি ! বৃদ্ধকে ব্যাধ বলে বোধ হয় না। এমন সুপরামর্শ কি ব্যাধ হতে আশা করা যায় ? নিশ্চয়ই উনি কোন ছদ্ম-বেশী বড়লোক।

সুহা। আমিও ভাই তাই ভেবেছি।

হেম। হাঁ সখি, সেই যে যবনের পোষাকটা তুই কোথা থেকে পেয়েছিলি ভাই ?

সুহা। সেও ঐ বৃদ্ধের অনুগ্রহে——

হেম। (আনন্দের সহিত) সখি! উনি যথ, এই আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী! এমন বিপদের সময়ে বন্ধুর মত কে করে বল?

সুহা। প্রতিদিন প্রাতঃকালে যথানিয়মে শিবপূজা করেন; জঘন্য বন্য ব্যাধেরা কি এমন ধর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তে জানে? আহা! বৃদ্ধকে দেখ্‌লে পিতার মত ভক্তি কর্ত্তে ইচ্ছা হয়।

হেম। যথার্থ বলেছিস্ ভাই। এমন মমতাই কি ব্যাধেরা জানে? ইনি যে নিশ্চয়ই একজন বড়লোক তাতে সংশয় নাই। যা হোগ্, সখি, আমাকে যবনেরা হরণ কল্লে পর তুমি কি কল্লে?

সুহা। আমি তাদের অনুসরণ করেছিলাম, তার পর তারা যে কোথায় গেল অন্ধকারে কিছুই স্থির কর্ত্তে পাল্লাম না। মন বড় অস্থির হলো আবার ফিরে গেলাম। একবার মনে কল্লাম যে আত্মঘাতী হব, আবার ভাবলাম তাতে বিষম পাপ। তার চেয়ে সন্ন্যাসিনী বেশে ঘুরে ঘুরে তোমার অনুসন্ধান কর্ব্বো এই প্রতিজ্ঞা কল্লাম। যে দিকে দুই চক্ষু গেল সেই দিকেই চল্‌তে লাগ্‌লুম। তার পর এখানে এসে উপস্থিত হয়ে বৃদ্ধের নিকট খবর পেলাম যে যবনশিবির বেশী দূর নয়। তখন কাঁদতে কাঁদতে আমি বৃদ্ধের পা জড়িয়ে ধরে বল্লাম "আমার সর্ব্বস্ব-ধন প্রিয়জনকে যবনেরা অকারণে হরণ করে এনেছে, কি উপায়ে তাঁর উদ্ধারসাধন করি, আমাকে উপায় বলে দিন্।" বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা কল্লেন্ "তিনি তোমার কে হন্ আর তাঁর নাম কি?" আমি বল্লাম "আমার একমাত্র শৈশব সহচরী প্রিয়সখী হেমপ্রভা।" কিন্তু ভাই, তিনি তোমার নাম শুনে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা কল্লেন্ "হেমপ্রভা? তোমার সখীর নাম হেমপ্রভা? আচ্ছা,

বৎসে, তোমার চিন্তা নাই আমি তার উপায় কর্চ্চি।" তিনি অনেকক্ষণ ভেবে ভেবে বল্লেন্‌ "দেখ, দিন চার হলো আমি একটা যবনপরিচ্ছদ পেয়েছি। একজন মুসলমান সৈন্য এই অরণ্য মধ্যে সর্পাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করে, আমি সেই পোষাকটা এনে রেখেছি, তুমি সেইটা পোরে নির্ভয়ে বরাবর শিবিরের মধ্যে প্রবেশ কর্ব্বে, দেখো যেন ভয় পেয়ো না।" আমিত পোষাকটী পোল্লাম, তিনি আবার বল্লেন্‌ "দেখো শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করে হেমপ্রভাকে আবার এই পোষাকটী পোরুইয়ে আগে পালাতে বোলো, তার পর পাগলের মত ভাণ করে বিকটহাস্য আর নৃত্য কর্ব্বে। তা হলে ফতেউদ্দীন তোমাকে পাগল ভেবে ছেড়ে দেবে। চল তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই।" আমিত তাঁর পেছুনে পেছুনে চল্লাম, তার পর তিনি দূর হতে শিবির দেখুইয়ে বল্লেন্‌ "যেমন বলে দিলাম সেই রকম করো, তোমার কোন ভয় নাই।" শিবিরেতে ঢুক্‌লুম কেউ কিছু বল্লে না, তার পর যা যা ঘটেছে তোমার অগোচর নাই।

হেম। এই এত কাণ্ড তা কি আমি জানি? কিন্তু সখি, তুমিই আমাকে বাঁচিয়েছ, তুমি আমাকে যথার্থই ভাল বাস, তুমিই সখীশব্দের অর্থ বুঝ্‌তে পেরেছ ভাই।

সুহা। এ ত সহজ কথা, তোমার জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারি।

হেম। তোমাকে ছেড়ে আস্‌তে কোন ক্রমেই আমার মন ছিল না ভাই। আমি যে তখন কি বিষাদিত মনে তোমাকে রেখে শিবির পরিত্যাগ করেছিলাম তা জগদীশ্বরই জানেন্‌। (অন্য মনে) হাঁ সখি, আবার যদি আমাকে জান্‌তে পেরে যবনেরা এখান থেকে ধরে নিয়ে যায় তা হলে কি আবার আমার উদ্ধারের চেষ্টা কর?

সুহা। তোমার মনের মুখে ছাই, দেখে দেখে বিপদকে ডেকে আনতে চাও না কি?

হেম। না ভাই, রাগ করিস্‌নে, এখানে যবনেরা ত সচরাচর যাতায়াত করে তাই বল্‌ছি।

সুহা। তারা ত তোমার মুখ দেখে রাখেনি যে চিন্তে পার্ব্বে! আর যদিও জান্তে পার্ত্তো তা এখন আমাদের সে বেশ নেই এখন আমরা ব্যাধের মেয়ে। (অন্যমনে) হাঁ ভাল মনে হয়েছে বড় মজার কথা! সেই যে চার জন, যারা তোমাকে হরণ করে এনেছিল তাদের হয় ত ভাই কেটে ফেল্‌বে!

হেম। কেন কি হয়েছিল?

সুহা। তুমি পালিয়ে এলে, ফতেউদ্দীনের মণিহারা ফণীর দশা ঘট্‌লো। আমাকে দেখেই তার আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গেল, তখন মনে কর্লে সেই বেটারাই তোমাকে না নিয়ে গিয়ে আমাকে নিয়ে এসেছিল। উজীরের উপর হুকুম হলো যে সেই চারজনকে বন্দী কর্ত্তে হবে।

হেম। বল কি, তার পর কি হলো?

সুহা। তার পর আমাকে ফতেউদ্দীন কত কি জিজ্ঞাসা কর্লে আমি পাগলের মত কত কি বক্‌তে লাগ্‌নু, নৃত্য কর্ত্তে লাগ্‌নু গান গাইতে লাগ্‌নু তা আর কি বল্‌বো ভাই!

হেম। কি গানটী গেয়েছিলে একবার গাও না শুনি!

সুহা। তখন যা মনে এসেছিল তাই গেয়েছিলাম।

হেম। ধন্যি মেয়ে, আচ্ছা বুদ্ধি তোর কিন্তু ভাই, তার পর কি করে সেখান থেকে পালিয়ে এলি?

সুহা। ফতেউদ্দীন আমাকে পাগল ভেবে একটা প্রহরীকে হুকুম দিলে আমাকে আস্তে আস্তে শিবিরের বাইরে রেখে আসে, আর যেন মারে টারে না। তার পর কত যে বক্‌তে বক্‌তে

পালিয়ে এনু তার ঠিক নেই। অনেক দূর তবু সেই রকম ভাবে এনু, কি জানি প্রহরী পাছে জানতে পারে। পেছন ফিরে দেখি কেউ কোথাও নেই, অমনি এক চোঁচা দৌড়।

হেম। (পরিহাসচ্ছলে) খুব যা হোগ্।

সুহা। মনে বড় আহ্লাদ হয়েছে একটা গান গাই।

পিলু—জৎ।

প্রণয় সুখদ যদি না ঘটে বিরহ।
অতুল আনন্দ মন ভুঞ্জে অহরহ॥
প্রণয় সুখের ধাম, আহা কি মধুর নাম,
লভিতে স্বরগ-সুখ প্রিয়জন সহ॥
এমন প্রেমভিতরে, বিচ্ছেদ বসতি করে,
জ্বালাতন করে দিয়ে যন্ত্রণা দুঃসহ॥

হেম। সখি, এই গানটীর কি চমৎকার ভাব! ঠিক আমার অবস্থার সঙ্গে মিলেছে। তুমি এটী কোথা থেকে শিখলে ভাই?

সুহা। কুমারের জন্মদিনোপলক্ষে সেই যে আমরা উৎসব দেখ্তে গিয়াছিলাম তোমার কি স্মরণ নাই?

হেম। সে কথা কি আর এ জন্মে ভুলবো সখি?

সুহা। সেই দিন গায়িকারা নাট্যশালায় এই গানটী গেয়েছিল আমি তাই শিখেছি ভাই।

হেম। তোমার স্মরণশক্তিও ত খুব! (সুহাসিনীর চিবুক ধারণ করতঃ)

তুমি আমার সাধের সখী।
নয়ন ভোরে তোমায় দেখি॥

সুহা। (হাস্যকরতঃ) বিজয়কে দেখ্তে চায় যে আঁখি!

হেম। (হাস্যকরতঃ) তাকে একবার দেব আঁকি।

সুহা। (হাস্যকরতঃ) নয়ন তোমার ভোলে তা কি?

হেম। সত্য কথা বলেছিস্ ভাই, এত মনে করি যে, এই পৃথিবীতে কত কি দেখবার বস্তু আছে দেখে নয়ন সার্থক করি, কিন্তু নয়ন বলে "বিজয়কে দেখলে সার্থক হই।" (রোদন করিতে করিতে) সখি! আর কি প্রাণেশ্বরের চাঁদমুখ দেখ্‌তে পাব না?

সুহা। এই সাধের বৃন্দেদূতী থাক্তে শ্রীরাধিকার ভাবনা কি? সে ভার আমার (হাস্য)!

হেম। না সখি, এ পরিহাসের সময় নয়।

সুহা। (হাসিতে হাসিতে) আমিই কি পরিহাস কর্চ্চি ভাই? আমরা যে দ্বারিকার কাছে এসেছি, সেই দ্বারকাতেই যে তোমার প্রাণের হরি রাজা হয়েছেন্। সখি, সত্য বল্‌চি ভাই, কিরণপুর এখান হতে বেশী দূর নয়।

হেম। কত দূর?

সুহা। জোর এক ক্রোশ।

হেম। তবে চল না ভাই, আজই গিয়ে তাঁর মুখখানি দেখে আসি। কত দিন যে তাঁর মধুমাখা কথা শুনিনে ভাই!

সুহা। না ভাই, এখন হটাৎ যাওয়া হবে না। সুহাসিনী যখন তোমার দূতী তখন সে তোমার কালাকে এই নিকুঞ্জবনেই এনে দেবে। তুমি আপনার জোরে বসে তাঁকে পাবে ভাবনা কি? মান খুইয়ে যাওয়ার চেয়ে তিনি যদি আসেন্ তা হলে তবু বল্‌তে পার্ব্বো যে "জগতে নারীই প্রধান!"

হেম। না সখি, আমি বিজয়ের দাসীমাত্র। তা দাসীর আবার মান অপমান কি ভাই?

সুহা। তোমার ঐ কেমন এক রকম বুদ্ধি! "বিয়ে হলে ঘর চলে না" যে কথায় আছে ভাই তোমার। যদি না বল্‌তাম যে

কিরণপুর নিকটে, তা হলে ভাল হতো। ভাল চাও ত অত উতলা হৈয়ো না; যখন এত দিন কষ্ট সহ্য করেছ তখন কি দু এক দিন স্থির থাক্তে পার না? আমি তোমার নিকুঞ্জবিহারীকে এখনি নিয়ে আস্তে পার্ত্তাম, কিন্তু সেই বৃদ্ধের অমতে——

হেম। কেন সখি, তাঁর এতে অমত?

সুহা। তিনি বলেন্ "এখন যুদ্ধের সময়, এ সময়ে যদি হেমপ্রভা বিজয়েয় সঙ্গে মিলিতা হন্ তা হলে অমঙ্গল ঘট্‌বার সম্ভাবনা। হেমপ্রভার হরণসংবাদ শুনে কুমার যেরূপ ক্রোধ-যুক্ত হয়েছেন তাতে ফতেউদ্দীনকে নিশ্চয়ই কালের করাল গ্রাসে পতিত হতে হবে। এখন সে বিষয়ে বাধা দেওয়া উচিত হয় না। তোমরা বৃদ্ধের এই অনুরোধটী রক্ষা করো।" কিন্তু সখি, বৃদ্ধের এ পরামর্শ কিছু মন্দ নয়।

হেম। না সখি, তা যদি হয় তা হলে আমি কখনই দেখা কর্ত্তে ইচ্ছা করি না। (অন্যমনে) হাঁ সখি রাজপুত্র আমার হরণের সংবাদ কেমন করে জান্‌তে পার্লেন্?

সুহা। শুন্‌লাম নাকি বিজয়নগরে একজন দূত গিয়েছিল সেই খবর এনেছে।

হেম কার দূত?—

সুহা। রাজপুত্রের।

হেম। দূতের নাম শুন্‌লে আমার হৃদয় এখনও কেঁপে ওঠে ভাই।

সুহা। কেন?

হেম। জানইত, দূতের কথা শুনেই আমাদের এই দুর্দ্দশা।

সুহা। আমার বোধ হয় সে রাজপুত্রের দূত নয়, যবনের চর।

হেম। আমিও ভাই তাই ভেবেছি, কিন্তু তাই কি হলনা!

সুহা। চল ভাই, বেলা অনেক হয়েছে স্নান করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ব্যাধবেশে জয়চাঁদের প্রবেশ।

জয়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ) হায় এ দুঃসহ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। মহারাজের স্নেহাধার রণপ্রতাপের সংবাদ পেয়েছিলাম প্রাণাধিকা হেমপ্রভার উদ্ধার সাধন করেছি কিন্তু মন আমার নিতান্ত বিষাদসাগরে ভাস্‌চে। আহা হেমের মুখখানি ম্লান দেখ্‌লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। একবার ভাবি যে বিজয়কে এখনি সংবাদ দি, আবার মনে হয় তা হলে আর তেলিঙ্গনা উদ্ধারের উপায় হয় না। বৎসে হেমপ্রভে, আমাকে ক্ষমা কর, আমি যে বিজয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে তোমায় নিবারণ করেছি সে কেবল তোমার সহোদরের মঙ্গলের জন্য। বিধাতা এমন বংশকে এমন কল্লে কি অপরাধে? মহারাজ এমন ধর্ম্মপথে থেকে তাঁর এমন দুর্গতি কেন কল্লে? কেমন করে সেই অধার্ম্মিক জঘন্য যবনের প্রতি প্রসন্ন হলে? হায়, যে যুবরাজকে সিংহাসনারূঢ় দেখে নয়নকে সার্থক কর্ব্ব মনে করেছিলাম এক্ষণে তাঁকে দীনের মত দেশে দেশে বেড়াতে দেখ্‌তে হল! বিধাতঃ, এ দুর্ঘটনা ঘট্‌বার পূর্ব্বেই আমার পরমায়ুর কেন শেষ করে দিলে না? তা হলে এবৃদ্ধ বয়সে এই মর্ম্ম-ভেদী ঘটনা সকল দেখ্‌তে হত না। প্রাণ থাক্‌তে আমি কি রাজবংশের অমঙ্গল দেখ্‌তে পারি? মহিষী যে কোথায় আছেন, তার স্থিরতা নাই। আঃ, হয়ত তিনি এত দিন এ পাপপূর্ণ ধরা পরিত্যাগ করেছেন। আমি বৃদ্ধ বয়সে আর কি কর্ব্ব, এমন ক্ষমতা নাই যে পুনর্ব্বার সৈন্য

বীর। কেন দাদা ?

বিজ। হেমপ্রভা যদি যবন শিবিরেই রইলেন্ তবে প্রাণের ভয়ে প্রয়োজন কি ? হয়, প্রাণপণে তাঁর উদ্ধার সাধন কর্ব্বো, না হয় সেই যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।

বীর। দাদা, এমন পবিত্র প্রেম যে তোমার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল তা আমি পূর্ব্বে জান্‌তাম্ না, আমাকে ক্ষমা কর।

বিজ। বীরা, তুমি বালিকামাত্র, সহজে তোমার মন কোমল। এতে তোমার দোষ নাই। বরং জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি সেই বালিকাজনসুলভা কোমলতা যেন তোমার অন্তরে চির বিরাজিতা থাকে !

বীর। দাদা, যদি একান্তই যাও তবে সঙ্গে——

বিজ। সঙ্গে যাবে ? বল কি ?

বীর। কেন দাদা ?

বিজ। তেলিঙ্গনা ত নিকটে নয় আর বিশেষ স্ত্রীলোককে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া নিতান্ত নীতিবিরুদ্ধ !

বীর। তবে কি দুঃখিনী ভগ্নীকে ত্যাগ করে যাবে ?

বিজ। বীরা, চিন্তা নাই, এইবার রণজয়ী হয়ে তোমার সঙ্গে প্রতাপের বিয়ে দেব। আমাকে বিদায় দাও দিদি——

বীর। বিদায় ? এ কথা বীরবালা মুখেও আনুতে ইচ্ছা করে না।

বিজ। বীরা, এখন চল্লাম্ যাবার পূর্ব্বে একবার দেখা হবে।

[প্রস্থান।

বীর। জগদীশ্বর করুন্ হেমপ্রভার দেখা পাও। আর রণজয়ী হয়ে আমার প্রাণেশ্বরকে সিংহাসনারূঢ় কর।

মহিষী ও বিজয়ের প্রবেশ।

বিজ। মা, আপনকার নিকট যাচ্ছিলাম কিন্তু এখানে আস্‌তে দেখে এইখানেই এলাম্।

মহি। কেন বৎস, কারণ কি ?

বিজ। মা, যুদ্ধযাত্রার জন্য বিদায় নিতে।

মহি। সে কি বৎস, তোমাকে কি ছেড়ে দিতে পারি ?

বিজ। মা, তবে কি আমরা সেই পাষণ্ড যবনযুদ্ধ হতে বিরত হয়ে কাপুরুষত্ব প্রকাশ কর্ব্বো ?

মহি। কেন বৎস, যার জন্যে আমরা উদ্বিগ্ন ছিলাম তা ত হয়েছে। পাষণ্ড ত এখান থেকে পলায়ন করেছে ! তবে কেন আর এ যুদ্ধযাত্রা ?

বিজ। আমার প্রতিজ্ঞা ? (অধোমুখ)।

মহি। কি প্রতিজ্ঞা ?

বিজ। সখা রণপ্রতাপকে পিতৃ-সিংহাসনে বসাতে।

মহি। সে কি বৎস, তেলিঙ্গনা কি সহজে হস্তগত হবে ?

বিজ। জননি, তা বলে ক্ষত্রিয়বীর সেই পরাজয় চিন্তাকে অন্তরে স্থান দান কর্ত্তে পারে না।

মহি। আমি জানি যে তুমি যথার্থ বীর। কিন্তু সখীর তুমি এক মাত্র স্নেহাধার, কি জানি অমঙ্গল ঘটতে সহজেই ঘটে সখী তখন আমাকে মনে কর্ব্বেন্ যে আপনার পুত্র হলে কখনই যুদ্ধে যেতে দিতাম না, বৎস তুমি আমার পেটের ছেলের মত। সে যুদ্ধে যেতে আমি কখনই সম্মতি দিতে পার্ব্বো না। বরং গৃহে গিয়ে সখীর দুঃখ নিবারণ কর আমি সম্পূর্ণ সম্মতি দিচ্চি।

বিজ। (স্বগত) গৃহে ? কোন্ সুখে গৃহে যাব ? বিধাতা আমার সে পথে কন্টক দিয়েছেন (প্রকাশ্যে) জননি, তবে কি সন্তানকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গরূপ পাতকে লিপ্ত হতে বলেন।

মহি। রণপ্রতাপও যাবেন্ ত ?

পঞ্চমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(তেলিঙ্গানা—রাজ ভবন।)

ফতেউদ্দীনের প্রবেশ।

নেপথ্যে। কুমার রণপ্রতাপের জয়!

ফতে। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করতঃ) উঃ, আর ত পালাবার উপায় দেখি না! সমস্ত পুরী এখন হিন্দুদের জয় জয় নাদে পরিপূর্ণ। কি কুক্ষণেই কুঞ্জগড় লুট করেছিলাম! আজ আমার সকল আশা ভরসা ফুরাইয়ে গেল! হা মহম্মদ! এত নির্দ্দয় হলে?

নেপথ্যে। আজ যবনের নাম লুপ্ত হবে; সৈন্যগণ চলো যে খানে সেই পাষণ্ড ফতেউদ্দীন আছে সেই খানে চলো!

ফতে। এই বার আর নিস্তার নাই। আল্লা রক্ষা কর!

রণপ্রতাপ ও কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ।

রণ। সৈন্যগণ! পাষণ্ডকে প্রাণে মেরোনা বন্দী কর!

ফতে। সেনাপতি, শেষে কি এত বিশ্বাসঘাতকতা কর্ত্তে হয়?

রণ। (হাসিতে হাসিতে) নবাবজি, বলতে লজ্জা হয় না? যার পিতা এই তেলিঙ্গার অধীশ্বর সে কি যবনের সেনাপতি? তবে যে তোমার দাসত্ব স্বীকার করেছিলাম সে কেবল কপটতার প্রতিফল দেবার জন্য! এত দিনের পর আমার সে আশা ফলবতী হয়েছে। (বিদ্রুপের সহিত) মনে করেছিলে মহারাজ জয়সেনের প্রাণাধিকা দুহিতাকে উপভোগ্যা দাসী কর্বে, সে আশায় জলাঞ্জলি দাও। এখন বল

সেই ক্ষত্রিয়কুমারী বিজয় হৃদয়বাসিনী হেমপ্রভা কোথায়? নচেৎ (অসি বাহির করিয়া) এই অস্ত্রাঘাতে তোর দেহকে প্রাণশূন্য কর্ব্বো। পাজি, শৃগাল হয়ে সিংহীর উপর আক্রোশ!

ফতে। যখন মুসলমানেরা পরাজিত হয়েছে তখনই আমি জানি আমাকে বন্দী হতে হবে। বেশী বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই যা মনে আছে তাই কর।

রণ। সৈন্যগণ, দুরাচার ইন্দ্রিয়দাসকে তোমার এখনই কারাগারে নিয়ে যাও, দেরি করো না।

সকলে। যে আজ্ঞে——

ফতেউদ্দীনকে লইয়া প্রস্থান।

রণ। (বিচরণ করিতে করিতে) যা ভয় করেছিলাম তা ঘুচে গেল, যা আশা করেছিলাম তা সুসিদ্ধ হলো। সকলই হলো, কেবল হেমপ্রভার সন্ধান পাওয়া গেল না। বিজয় আজ তাঁরই অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্চেন্ যদি না দেখ্তে পান্ তা হলে নিশ্চয় কোন অনর্থ ঘট্‌বেই ঘট্‌বে। হায়, জগদী-শ্বর সকলদিকেই আমাদের সুখ দিলে তবে কেন আর এ বিষম তাপে দগ্ধ কর?

হটাৎ জাহান আরার প্রবেশ।

জাহা। (রোদন করিতে করিতে) হা প্রাণেশ্বর, তুমি কোথায় গেলে? হতভাগিনী তোমার পক্ষপাতিনী তোমার এ দশা কেমন করে দেখ্‌বে? নাথ, তুমি কি আজ হিন্দুদের বন্দী হলে, না প্রাণ হারালে? হা হৃদয়েশ্বর, তখনই আমি তোমাকে পলায়ন কর্ত্তে বলেছিলাম তা হলে আর এ বিপদ কখনই ঘট্‌তো না। অবশেষে কি আমাকে শত্রু হস্তে সম-র্পণ করে প্রাণত্যাগ কর্ল্লে? নাথ, আমার এ সংসারে আর

বিজ। আজ্ঞা হাঁ এ যুদ্ধ ত তাঁরই জন্য তিনিই অবশ্য যাবেন, আমি কেবল তাঁর সেনাপতি মাত্র !

মহি। বৎস, আর আমি তোমাকে নিবারণ কর্ত্তে পারি না। যাও হরির ইচ্ছায় তোমাদের মঙ্গল হোগ্।

বিজ। মা, বড় খুসী হলাম্ যে আপনি পূর্ণান্তঃকরণে আমাকে বিদায় দিলেন।

মহি। কবে যেতে হবে ? কাল ?

বিজ। না মা, আজ রজনীযোগেই——

মহি। আশীর্ব্বাদ করি শীঘ্র জয়ী হয়ে ফিরে এস ! বৎস, তোমার এই প্রতিজ্ঞা অবিলম্বে সফল হয়। (বীরবালারপ্রতি) বসো মা তোমার দাদার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কও আমি এখন আসি।

[প্রস্থান।

বিজ। এখন তবে আসি দিদি, সমস্ত আয়োজন কর্ত্তে হবে।

বীর। আবার কখন দেখা হবে ?

বিজ। যাবার সময় একবার তোমার সঙ্গে দেখা করে যাব।

বীর। হাঁ ভাল কথা মনে হয়েছে বাবা কি যুদ্ধে যাত্রা কর্ত্তে সম্মতি দিয়েছেন্ ?

বিজ। হাঁ তাঁর সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে আমরা তেলিঙ্গনা যাত্রা করি।

[প্রস্থান।

বীর। দাদা আমাকে কত স্নেহ করেন, অমন গুণের দাদা যে আমার ভাগ্যে ঘটেছে এই আমার পরম সৌভাগ্য ! যখন বীরা বলে ডাকেন্ তখন আমার মনে হয় যথার্থই সহোদর। দাদাও চল্লেন্—আমার প্রাণের প্রতাপও চল্লেন্ তবে আর অভাগিনীকে কে সান্ত্বনা কর্ব্বে ? (অন্যমনে) রণপ্রতাপ কি

আমাকে ভাল বাসেন্? তা হলে একবারও আস্‌তেন্ বিদায় নিতেও আস্‌তেন্।

বিষণ্ণ বদনে রণপ্রতাপের প্রবেশ।

রণ। প্রিয়ে! আমাকে বিদায় দাও—(অধোমুখ)

বীর। বিদায়? তা কি এ হতভাগিনীর মুখথেকে বেরুবে? প্রতাপ—প্রাণের প্রতাপ, তোমার মুখ আজ এত মলিন কেন? ক্ষত্রিয় বীর কি যুদ্ধযাত্রার সময়ে এত বিষণ্ণ হয়? আমি জানি তুমি আমাকে যথেষ্ট ভালবাস, তা বলে কি যুদ্ধযাত্রায় অনিচ্ছা প্রকাশ করা তোমার উচিত? আবার সে যুদ্ধ সামান্য নয়, পিতৃ-সিংহাসনের জন্য! এতে কি তোমার উৎসাহ হয় না প্রতাপ?

রণ। প্রিয়সি, আমাকে কি এম্নি কাপুরুষ মনে কর্লে? আমি প্রাণের ভয় রাখি না—তবে যে এত বিষণ্ণ হয়েছি সে কেবল তোমার জন্য! তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার মন সরে না। প্রাণেশ্বরি, আমাকে বিদায়——

বীর। এসো,. কিন্তু যত দিন সেখানে থাক্‌বে এ অধিনীকে এক-বার একবার স্মরণ করো। দেবতাদের কাছে এই ভিক্ষা চাই শীঘ্র যেন মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। প্রতাপ—প্রাণের প্রতাপ, অভাগিনীর দুঃখ—

[দ্রুতবেগে প্রস্থান।

রণ। আহা! বীরবালা আমার সঙ্গে কত ভয়ে ভয়ে কথা কন্। সে দিন তাঁর হস্তধারণ করেছিলাম্ বলে আমাকে কত বুঝা-লেন্। আমি লজ্জিত হয়ে হাত ছেড়ে দিলাম্। হায়, সেই মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তিকে কবে আমার বলে বিশ্বাস হবে? জগদী-

শ্বর, এ ধন কি আমার ভাগ্যে ঘট্‌বে না ? (অন্যমনে) বীরবালা আমাকে প্রাণের অধিক ভাল বাসেন্ আমিও নিতান্ত তাঁর পক্ষপাতী এ বিবাহে বাধা পড়্‌বার কি সম্ভাবনা ? তবে যদি তেলিঙ্গনা উদ্ধার না হয় তা হলে কি মহারাজ এতে অনুমোদন কর্ব্বেন্ না ? প্রতিজ্ঞা কর্ল্লাম্ হয় তেলিঙ্গনা উদ্ধার করে মনকে অতুল আনন্দ সাগরে ভাসাব, না হয় যুদ্ধে প্রাণ দেব।

বীরবালার পুনঃ প্রবেশ।

রণ। বীরবালে, আবার কি কাঁদাতে এলে ?

বীর। কেন প্রতাপ, এ কথা কেন বল্‌চ ?

রণ। (স্বগত) এমন সুমধুর স্বর জগতে কি আর আছে ? (প্রকাশ্যে) প্রিয়সি, এইমাত্র আমাকে কাঁদালে ভুলে গেলে কি ?

বীর। কৈ প্রতাপ কিসে কাঁদানু—?

রণ। কথা কইতে কইতে পালিয়ে গেলে তাই বসে বসে কাঁদ্‌তে লাগনু।

বীর। তার জন্যে দুঃখ কেন ভাই ? আমাদের বিয়ে হলে সদা-সর্ব্বক্ষণ তোমার কাছে বসে থাক্‌ব আর যখন যা বল্‌বে তাই কর্ব্বো।

রণ। তবে কি এখনও যা বল্‌বো তা কর্ব্বে না ?

বীর। কর্ব্বার উপযুক্ত হলে এখনি প্রস্তুত আছি।

রণ। বীরবালে, তুমিই যথার্থ বুদ্ধিমতী হয়েছো। এসব তোমাকে কে শিখালে ভাই ? তিনি নিশ্চয়ই অদ্বিতীয় পণ্ডিত !

বীর। বিজয় দাদা ?

আজ হতে আমার বিশ্বাস হলো যে ভবিষ্যতে মহারাজ তেজসিংহের সিংহাসনে একটী অপূর্ব্ব রত্ন শোভা পাবে।

(অন্যমনে) এখন তবে আমি বাঁচি ত আবার দেখা হবে!

যাই প্রিয়ে?

[প্রস্থান।

বীর। যাও সিংহাসনে উপবেশন করে, তেলিঙ্গনার রাজ্যেশ্বর হও, আর সেই সঙ্গে আমার হৃদয় রাজ্যেরও অধীশ্বর হও।

দ্রুতবেগে বিজয়ের প্রবেশ।

বিজ। বাবা, সন্ধ্যা হয়েছে, আমি চল্লাম্ আশীর্ব্বাদ্ করি তোমার শরীর যেন নীরোগ থাকে। প্রতাপ কোথায়? তাঁর সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়েছে?

বীর। তিনি এই মাত্র গেলেন্—

বিজ। আসি দিদি, কিছু ভেবো না।

[প্রস্থান।

বীর। যত দিন তোমরা আবার ফিরে না আস্‌বে তত দিন আমার হৃদয় হতে ভাবনা যাবে না।

[প্রস্থান।

সংগ্রহ করে তেলিঙ্গনার উদ্ধার সাধন করি। তবে শুন্‌লাম যে বিজয় প্রাণপণে, সাহায্য কর্ব্বেন্ প্রতিজ্ঞা করেছেন্। আহা, জগদীশ্বরের কৃপায় দুই রাজপুত্রে যেন তেলিঙ্গনার পুনরুদ্ধারে কৃতকার্য্য হন্। হায়, এমন সুখের দিন আর কি হবে না? হা অদৃষ্ট!!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(কিরণপুর—রাজভবন)

বিজয় ও বীরবালার প্রবেশ।

বিজ। না বীরা, আমাকে আর বাধা দিও না। যখন এত দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছি তখন প্রত্যাবর্ত্তন কর্ব্বো না। তা হলে সে জঘন্য যবনই বা কি মনে কর্ব্বে? তবে যে আমার সর্ব্বস্ব ধনের উদ্ধার সাধন হবে না! আর এক কথা, আমি রাজপুত্র রণপ্রতাপকে যে পুনর্ব্বার তেলিঙ্গনার রাজসিংহাসনে উপবেশন করাব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। বীরা, রাজপুত্র পিতৃ-রাজ্য অভিষিক্ত হয়ে তোমার পাণিগ্রহণ কর্ব্বেন্ এতে কি তোমার আহ্লাদ হয় না?

বীরা। (সলজ্জাভাবে) দাদা, পিতার এই অসীম রাজ্য ত তাঁরি, তিনি যদি এই কিরণপুরের অধিপতি হয়ে প্রজা পালন করেন্ তা হলে পিতা যৎপরোনাস্তি আনন্দ সহকারে কুমা-

রকে বন্ধ কর্ব্বেন্। কিন্তু দাদা, সেই তেলিঙ্গনা ত নিষ্কণ্টক নয় যে সহজেই হস্তগত হবে। তাতে অনেক বিপদের সম্ভাবনা! আমি কেমন করে তবে তোমার মত দাদাকে আর রাজপুত্রের মত (অধোমুখে রোদন)।

বিজ। বীরা, দিদিমণি, সে চিন্তা তোমার নাই! যখন দুই বন্ধুতে একত্র মিলিত হয়েছি তখন কার সাধ্য যে আমাদের পরাজিত কর্ত্তে পারে?

বীর। দাদা এ যে যবন যুদ্ধ!

বিজ। বীরা, যবন যুদ্ধে তবে কি পরাজিত হব? তোমার এই ভ্রাতাকে কি সেই রূপ অকর্ম্মণ্য বীর্য্যশূন্য কাপুরুষ বিবেচনা কর?

বীর। দাদা, আমি কি তোমাকে কাপুরুষ মনে করি?

বিজ। না দিদি, আমি তোমার স্বভাবের বিষয় তোমার চেয়ে বেশী জানি। শিশুরা আপনার শরীর কিসে ভাল থাকে তা বোঝে না কিন্তু জননী তা জানেন্। তোমাপেক্ষা আমি বহুদর্শী, তুমি যে আমাকে ঘৃণা কর না এ কথা কি আমার অবিদিত আছে?

বীর। দাদা, তুমি আমার চেয়ে সহস্রগুণে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান কিন্তু সময়ে সময়ে বুদ্ধিমানেরও বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে তখন অজ্ঞ ব্যক্তিরাও তাঁকে বোঝাতে পারে!

বিজ। কি বল্‌বে বল।

বীর। সেই যবন যুদ্ধে যেতে আমি বারণ কচ্চি দাদা। মুসলমানের তোমার কি সর্ব্বনাশ করেছে তা কি মনে নাই? তারা তোমার যা কর্ব্বার তা করেছে, আবার কেন্?

বিজ। ভগ্নি, অবশেষে কি এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ নিয়ে স্বার্থপরতায় দীক্ষিত হতে হল? (রোদন)।

কে আছে তুমিই যে আমার সর্ব্বস্ব ! (রণপ্রতাপকে দেখিয়া) কে তুমি ? আমার ফতেউদ্দীনকে কি দেখেছ ? না তাঁর মস্তক ছেদন করেছ ? তা যদি করে থাক তবে এই দণ্ডেই আমারও প্রাণবধ কর,—এ বৃথা প্রাণে কায কি ?

রণ। বেগম সাহেব, আমি ক্ষত্রিয়। স্ত্রীবধে, কিম্বা স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশে যবনের যেমন আমোদ আমাদের সে রকম ধর্ম্ম নয়। আমরা যুদ্ধজয়ী হয়ে যবনের মত স্ত্রীলোকের প্রতি উৎপীড়ন করি না। আপনি যথাস্থানে প্রস্থান করুন্, আপনকার উপর কোন অত্যাচার হবে না।

জাহা। তবে কি স্বামী আমার জীবনে জলাঞ্জলি দিয়েছেন্ ? শীঘ্র বল।

রণ। বেগম সাহেব, গোস্তাখি মাপ করুন আপনকার স্বামী এখন আমাদের বন্দী হয়েছেন, তাঁকে প্রাণে বধ করা আমাদের উদ্দেশ্য অথবা ধর্ম্ম নয়।

জাহা। তিনি তোমাদের কি দোষ করেছেন ?

রণ। আপনি স্ত্রীলোক, বিশেষ পতিগতপ্রাণা। আপনি তাঁর দোষকে হয় ত গুণ মনে কর্ত্তে পারেন। তিনি স্বধু এক দোষে আমাদের বন্দী হন্ নি, তিন দোষে। প্রথম দোষ তেলিঙ্গনাপতিকে অধর্ম্ম করে মারা, দ্বিতীয় বীরবালা হরণো-দ্যোগ, তৃতীয় হেমপ্রভা হরণ। আমি এখন স্পষ্ট করে বলি শুনুন্। আমি সেই তেলিঙ্গনার রাজপুত্র, আমিই সেনা-পতি রহমন পুত্র বলে পরিচিত ছিলাম। আমিই সেই যবন সেনাপতি, যে তাঁর জঘন্য সঙ্গ পরিত্যাগ করে ধার্ম্মিক বীর বিজয়ের সঙ্গে সৌহার্দ্দ করেছিল। সেই রাজপুত্র বিজ-য়ের বাহুবলেই আমি আজ তেলিঙ্গনার অধীশ্বর ! দেখুন,

বেগম সাহেব, পূর্ব্বোক্ত তিন দোষের এক দোষেরও শাস্তি তিনি এখনও পান্ নি।

জাহ। রাজপুত্র, সত্য বটে, অধর্ম্ম করে তিনি আপনকার পিতার প্রাণ নষ্ট করেছেন, সত্য বটে তিনি বীরবালার হরণোদ্যোগ করেন, কিন্তু আমি শপথ করে বল্‌তে পারি তিনি শেষ দোষে কখনই দোষী নন্। তিনি হেমপ্রভাকে হরণ করেন্ নাই চেষ্টা করেছিলেন মাত্র।

রণ। কি বেগম সাহেব, মহারাজ তেজসিংহ কি মিথ্যাবাদী তিনি যখন এ খবর প্রদান করেছেন তখন দুরাত্মা যথার্থই এ কায কর্ত্তে ত্রুটি করে নাই। কপটী হয় ত এ কথা আপনার নিকটে প্রকাশ করেনি।

জাহ। রাজপুত্র, আমি স্বামী নিন্দা শুন্‌তে এখানে আসি নাই, পতির শ্রীমুখ দর্শন কর্ত্তে এসেছি।

রণ। সে অতি অসম্ভব, আপনি স্ত্রীলোক, আপনার উপর কোন অত্যাচার হবে না, আপনি এখন স্বচ্ছন্দে মনোনীত স্থানে প্রস্থান কর্ত্তে পারেন। বড় দুঃখিত হলাম এ অপরাধে আপনার রক্ষা কর্ত্তে পাল্লাম্ না।

জাহ। প্রস্থান? স্বামীকে রেখে স্ত্রী কি কখনও প্রস্থান কর্ত্তে পারে? রাজপুত্র, আমার এই প্রার্থনা, ফতেউদ্দীনের যে দশা করেছেন আমারও তাই করুন্! পতিবঞ্চিতা হয়ে সতী কখনই প্রাণধারণ কর্ত্তে পারে না। আমি পতির অর্দ্ধাঙ্গিণী!— অর্দ্ধ অঙ্গ দারুণ কারাগার যন্ত্রণা ভোগ কর্ব্বে, আর অর্দ্ধ অঙ্গ প্রাণভয়ে পলায়ন কর্ব্বে, এই কি স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম?

রণ। আপনি যে অসামান্যা সাধ্বী তার আর কোন সন্দেহ নাই।

জাহা। আপনি ক্ষত্রিয়, বিশেষ রাজপুত্র, আপনাদের ধর্ম্মে কি স্ত্রীলোককে মনকষ্ট দেওয়ার প্রথা আছে ?

রণ। আপনকার কথা আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি না। তবে আপনকার প্রশ্নের এই উত্তর দিতে পারি যে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের মতে স্ত্রীলোকের মনে কষ্ট দেওয়া দূরে থাক্ বরং তাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করা উচিত !

জাহা। তবে রাজপুত্র, আপনি কেমন করে আমার উপর নিষ্ঠুরতাচরণ কর্চ্চেন্।

রণ। বেগম সাহেব, কেন অন্যায় দোষে আমাকে দোষী করেন্। আমি সেই ক্ষাত্রধর্ম্মের অনুরোধেই আপনাকে যথেচ্ছা স্থানে প্রস্থান কর্ত্তে অবকাশ দিলাম্ এতেও কি দোষী হব?

জাহা। প্রস্থান কর্ত্তে দেওয়া কি ধর্ম্মের কায ? আমার বিবেচনায় পতির সহবাসে কারাগার বাসও ভাল, নতুবা স্বর্গেও সুখ নাই। রাজপুত্র, তবে একে কি নিষ্ঠুরতা বলে না ?

রণ। বেগম সাহেব, আপনকার এই পবিত্রধর্ম্ম দেখে যারপর নাই সন্তুষ্ট হলাম্। আপনকার ইচ্ছা যদিও সম্পূর্ণ রূপে পূর্ণ কর্ত্তে না পারি তথাপি একবার তাঁকে দেখ্‌বার জন্য অনুমতি দিলাম্।

জাহা। রাজপুত্র, আর এক অনুরোধ আছে, জীবিতেশ্বর কারাগারে অনেক দুঃসহ কষ্ট সহ্য কর্ব্বেন্, আমি বাঁদী হয়ে তাঁর পরিচর্য্যা কর্ব্বো। তা না হলে নিশ্চয় জান্‌বেন আপনকার সম্মুখে আত্মঘাতী হব, এই আমার প্রতিজ্ঞা। যদি স্ত্রীবধের পাপের ভয় থাকে তবে এই অনুমতি প্রদান করুন্। এ প্রতিজ্ঞা আমি কখনই পরিত্যাগ কর্ব্বো না।

রণ। (স্বগত) আহা সেই পাপিষ্টের এই গুণবতী ভার্য্যা ! তবুও যে তার মন এরূপ জঘন্য পাতকে পূর্ণ, এটী অত্যন্ত আশ্চ-

র্য্যের বিষয়! এমন লক্ষ্মীরূপিণী পত্নী যার তার কি কপট-প্রণয়ী হওয়া সম্ভব? কখনই না—আমি এখন নিশ্চয় জানলাম যে কেহই আপনার স্বভাব দোষ পরিত্যাগ কর্ত্তে পারে না।

জাহা। রাজকুমার, আমার কথার প্রত্যুত্তর দিন্। আমার মন নিতান্ত অস্থির হয়েছে বিলম্ব সয় না।

রণ। বেগম সাহেব, আমি মনে করেছিলাম যে এ অনুমতি কখনই কর্ব্বো না, কিন্তু তা পাল্লাম্ না। চলুন তবে——

জাহা। জগদীশ্বর, আপনকার মঙ্গল করুন্।

বিজয়ের প্রবেশ।

বিজ। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতঃ) হায়, আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ! জীবিতেশ্বরি, তুমি কি এ পাপ ধরা পরিত্যাগ করেছ; না তোমার বিজয়ের মুখ চেয়ে এখন ত জীবিতা আছ? তোমার মত সতীর প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়! হেম-প্রভা আমাকে রেখে একলা প্রস্থান কল্লে এই কি তোমার ধর্ম্ম? প্রাণেশ্বরি, তোমার বিরহে প্রেমদাস কি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ কর্চ্চে তাকি জান্তে পার্চ্চ না? (ক্রোধের সহিত) ফতেউদ্দীন, আর নিস্তার নাই তোমার আসন্নকাল উপস্থিত হয়েছে! আজ তোমার ছলনার উচিতমত প্রতিফল হবে। (রোদন করিতে করিতে) হায়, পিতৃ-আজ্ঞা পালন্ করা হলো, মহারাজ জয়সেনের মানসম্ভ্রম রক্ষা হলো, তেলিঙ্গ-নার উদ্ধারসাধন হলো কিন্তু আমার মন তেম্নি বিষাদ সাগরে ভাস্চে! বীরবালে, আমি যে প্রতিজ্ঞা করে-ছিলাম তোমাকে তেলিঙ্গনার রাজ্যেশ্বরী কর্ব্বো সে প্রতিজ্ঞা আমার পূর্ণ হবার উপক্রম হয়েছে। তোমাকে সুখী দেখে আমি অতুল্ আনন্দ অনুভব কর্ব্বো, কিন্তু দিদি, বিজয়-

নগরের রাজসিংহাসনে আর উপবেশন কর্ব্বো না। আমার সেই প্রাণের হেমপ্রভা ছাড়া হয়ে আমি শূন্যদেহে কখনই রাজদণ্ড গ্রহণ কর্ব্বো না। রাজদণ্ড গ্রহণ করা, অপেক্ষা দণ্ডীর দণ্ডগ্রহণ করে দেশে দেশে, বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রাণেশ্বরীর উদ্দেশে ভ্রমণ করে অবশেষে যমদণ্ড আমার আদরনীয় হবে। জগদীশ্বর তোমার প্রতি প্রসন্ন, প্রার্থনা করি যেন চিরদিন এম্নি প্রসন্ন থাকেন্।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(তেলিঙ্গনা—রাজভবন)

রণপ্রতাপের প্রবেশ।

রণ। হায়, তেলিঙ্গনার উদ্ধার সাধনে কি উপকার হলো? সখার মৃত্যুশয্যায় শয়ন দেখে আমার মন দারুণ দুঃখতিমিরাচ্ছন্ন হয়েছে। হা, সখে তুমি আমারই জন্য এত কষ্ট সহ্য করেছ তবুও আমি এম্নি কাপুরুষ যে তোমার প্রাণধনকে উদ্ধার কর্ত্তে পাল্লুম না। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) উঃ, মহারাজ তেজসিংহের সর্ব্বস্ব ধন কালের করাল গ্রাসে পতিত হবার উপক্রম হয়েছে, কোন আশা নাই! হায়, পিতৃ-সিংহাসন উদ্ধার কর্ত্তে এসে এই অমূল্য রত্ন হারালাম্, আমার মত হতভাগা কে আছে! ধিক্ আমার উচ্চ আশে, ধিক্ আমার রাজ্যলাভে! (কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া) এখন কি করা কর্ত্তব্য, কিছুই স্থির কর্ত্তে পারি না। না—জীবনে প্রয়োজন নাই, এমন বন্ধু হতে নিরাশ হওয়া অপেক্ষা তাঁর অনুগমন করা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ। হায়, রাজবাড়ী শূন্য, সকলে ছিন্ন-

ভিন্ন, এমন কেউ নহি যে এই অসময়ে আমাকে উপদেশ দিয়ে সুস্থ করে। আমি কুমার বিজয়ের সঙ্গে মহারাজ জয়সেনের বাড়ীতে কেমন সুখে ছিলাম, কি কুক্ষণে আমার এ মতিভ্রংস ঘোটল্‌? বীরবালে, সে সময়ে যদি তোমার বাক্য উপেক্ষা না কর্ত্তাম্ তা হলে এমন দুর্দ্দশা কখনই হতো না। তুমি বলেছিলে "পিতার এই অসীম রাজ্য থাক্‌তে আর সেই কন্টকাকীর্ণ তেলিঙ্গনায় প্রয়োজন কি?" এখন বুঝ্‌তে পাচ্চি তোমার সেই নীতিগর্ভ সদুপদেশ অগ্রাহ্য করেই আমার এই অনর্থ ঘট্‌লো। প্রাণেশ্বরি, হয়ত তোমাকে আমার আশা পরিত্যাগ কর্ত্তে হলো! নিশ্চয় জেনো তোমার দাদা যদি আরোগ্যলাভ করেন্ তবে সকল দিকেই মঙ্গল নচেৎ এ জন্মে বোধ হয় আর আমাদের মিলন হবে না। প্রিয়ে, তোমার পাণিগ্রহণ করে যে অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হব সে কপাল আমার নয়! (অধোবদন ও ক্ষণকালের পর শান্ত হইয়া) দূত যদি শীঘ্রই পৌঁছে থাকে তা হলে বীরবালার সঙ্গে একবার দেখা হবে—জন্মের শোধ একবার দেখা হবে।

ব্রহ্মচারী ভরতাচার্য্যের প্রবেশ।

ভর। (দক্ষিণবাহু উত্তোলন করতঃ) বৎস, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল বিধান করুন!

রণ। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করতঃ) ভগবন্ আসন গ্রহণ করুন্। আমার এক্ষণে তেমন অবস্থা নয় যে আপনকার সমুচিত সম্মান্ কর্ত্তে পার্ব্বো। দেখুন্ সমস্ত রাজপুরী জনবশূন্য! (স্বগত) এই মহাপুরুষকে কোথাও দেখেছি দেখেছি বলে বোধ হচ্চে কিন্তু সম্পূর্ণ স্মরণ কর্ত্তে পাচ্চি না।

ভর। বৎস, যখন তোমার পিতা স্বর্গধাম প্রাপ্ত হন্ তখন তুমি দ্বাদশ বর্ষীয় বালক মাত্র বোধ হয় তোমার স্মরণ নাই।

রণ। ভগবন্! অধীনকে ক্ষমা——

ভর। বৎস রণপ্রতাপ! আমি তোমার স্বর্গীয় পিতার গুরু, আমিই সেই ভরতাচার্য্য।

রণ। (রোদন করতঃ ভরতাচার্য্যের পদাবলুণ্ঠিত হইয়া।) ভগবন্, এ বিপদকালে আমাকে রক্ষা করুন; আমি পিতৃহীন, মাতা কোথায় আছেন তার কিছুই ঠিকানা নাই। অধীনের প্রতি কৃপা কটাক্ষ করুন। প্রিয়সখা বিজয় শয্যাগত হয়েছেন, কি উপায়ে যে তাঁকে বাঁচাব তা বুঝতে পারি না। হায় গুরো, আমার দশা কি হবে! (অধোমুখে রোদন)

ভর। বৎস, আমি যখন যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছি তখন সকলি মঙ্গলকর হবে। রাজপুত্র অচিরাৎ আরোগ্যলাভ কর্ব্বেন্। তোমার জননী অদ্যাপি জীবিতা আছেন। বৎস, এত অধৈর্য্য হয়োনা তুমি আবার তাঁর শ্রীচরণ দর্শন কর্ত্তে পাবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌চি ভাগ্য তোমার নিতান্ত প্রসন্ন।

রণ। (সহর্ষে) ভগবন্, আমার কি এমন সৌভাগ্য যে জননী জীবিতা! বলুন তবে এ অধীন কত দিনে তাঁর চরণযুগল দর্শনে চরিতার্থ হতে পার্ব্বে?

ভর। বৎস, আমি তাঁকে এখানেই লয়ে এসেছি। অধিক দুঃখের পর হটাৎ দেখা হওয়া বিপদের মূল সুতরাং তোমাকে তাঁর আগমন সংবাদ দিলাম্। এক্ষণে তিনি, হেমপ্রভা ও পুরাতন মন্ত্রী জয়চাঁদ দ্বারে দণ্ডায়মান। যাও বৎস, এখনই তাঁদের সমুচিত সম্মানের সহিত এখানে লয়ে এস।

রণ। (উল্লাসের সহিত) কি, হেমপ্রভা?—আমার সখার হৃদয়

তোষিণী হেমপ্রভা ? ভগবন্, আমি এখনই তাঁদের আন্‌তে চল্লাম।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান।

ভর। হেমপ্রভার নাম শুনেই এত আহ্লাদ; না জানি যখন শুন্‌বেন্ যে সেই সরলা বালা তাঁরই সহোদরা, তখন যে কি অতুল আনন্দ অনুভব কর্ব্বেন তা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। যা হোগ্, রাজপুত্র বিজয় যথার্থ বীর নামের উপযুক্ত যোদ্ধা! তাঁরই বাহুবলে যে এই তেলিঙ্গনার পুনরুদ্ধার সাধন হলো তার আর সন্দেহ নাই। এখন ঈশ্বরেচ্ছায় ভালয় ভালয় তিনি আরোগ্যলাভ কর্লে সকল দিকেই সুখ!

(জয়চাঁদ, মহিষী, হেমপ্রভা ও সুহাসিনীকে লইয়া রণপ্রতাপের পুনঃ প্রবেশ।)

মহি। বৎস, আজ তোর চাঁদ মুখখানি দেখে মনে যে কি হচ্চে তা গুরুদেবই জানেন্!

রণ। মা, এতদিন আপনি কোথায় ছিলেন ? নরাধম মুসলমানের জন্য তেলিঙ্গনার রাজরাণীকেও এত যন্ত্রণা সহ্য কর্ত্তে হলো!

মহি। বাবা, সে এখনকার কথা নয়, সময় আছে। (হেমপ্রভার প্রতি) মা তোমার দাদাকে নমস্কার কর।

হেম। (নমস্কার করণানন্তর) দাদা, দুঃখিনী হেমপ্রভাকে আশীর্ব্বাদ কর।

রণ। (আশ্চর্য্যের সহিত) কি, হেমপ্রভা আমার সহোদরা! হেম, আশীর্ব্বাদ করি বিজয়নগরের রাজরাণী হও।

মহি। বৎস, বিজয় এখন কোথায় ?

রণ। মা, তাঁর বিষম সঙ্কটাপন্ন ব্যারাম হয়েছে তিনি শয্যাগত।

হেম। (সুহাসিনীর প্রতি জনান্তিকে) হাঁ সখি, কি শুন্‌লাম্। আমার বিজয় শয্যাগত! (অচেতন)।

সুহা। ও সখি, ওঠো না, চল না, আমরা রাজপুত্রকে দেখি গে। (রোদন করিতে করিতে) মা, সখী রাজপুত্রের এই সংবাদ শুনে এমন হলেন। একবার দেখুন না——

মহি। (কাতরস্বরে) মা হেম, তোমার এ দশা কেন হলো! ওঠ না মা, তোমার এ বেশ যে তোমার মায়ের অসহ্য! (হস্তধারণ করতঃ উত্তোলন)।

হেম। (চৈতন্যোদয়ে) মা, রাজপুত্র শয্যাগত কেন হলেন? কি হয়েছে মা বল না (রোদন)।

সুহা। সখি, চল চল আমরা রাজপুত্রকে দেখি গে——

[হেমপ্রভা ও সুহাসিনীর প্রস্থান।

রণ। সকল দুঃখ, সকল যন্ত্রণা দূর হলো, কেবল রাজপুত্র আরোগ্য লাভ কল্লেই প্রাণ সুস্থ হয়। (ভরদ্বাজাচার্য্যের প্রতি) গুরুদেব, আপনি যোগবলে ত্রিকালজ্ঞ। দয়া করে অধীনকে সখার আরোগ্য উপায় বলে দিন্।

ভর। বৎস, তিনি অল্প দিন মধ্যেই আরোগ্যলাভ কর্বেন চিন্তা নাই। (মহিষীর প্রতি) মা, আমার যাগ যজ্ঞ সব কি বিফলে যাবে? আমি বিজয়ের মঙ্গলের জন্য অনবরত দেবাদিদেব মহাদেবের ধ্যান কচ্চি। তিনি আমার প্রার্থনা অবশ্যই শ্রবণ কর্ব্বেন্। মা, দেবতারা তুষ্ট হলে পরমায়ু পর্য্যন্ত প্রদান করে থাকেন্।

মহি। গুরুদেব, আমার পরমায়ু দিয়ে কি রাজপুত্রের বাঁচবার উপায় নাই? যদি থাকে তাও দিতে প্রস্তুত আছি।

ভর। আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন্। (রণপ্রতাপের প্রতি) বৎস, কুটীরে চল্লাম্ প্রত্যুষেই আসবো। একবার বিজয়কে দেখে যাই।

[প্রস্থান।

রণ। ভগবন্, আপনকার আশ্বাসবাক্যে পুনরায় আশ্বাসিত হলেম।

মহি। বৎস, এমন সাঙ্ঘাতিক ব্যারামের কারণ কি?

রণ। শারীরিক অসুস্থতাই তাঁর পীড়ার কারণ। সে অসুস্থতাও হেমপ্রভার জন্য। মা, হেমকে তিনি আন্তরিক ভাল বাসেন।

মহি। (জয়চাঁদকে দেখাইয়া) বৎস, মন্ত্রী মহাশয়, এত দিন ব্যাধের বেশে বনে বনে ভ্রমণ কর্ত্তেন। উনি কিরণপুরের নিকটস্থ বনেতেই অবস্থান কর্ত্তেন্।

রণ। মন্ত্রী মহাশয়, এত দিন কেন তবে আমাকে অজ্ঞানান্ধকারে রেখেছিলেন্?

জয়। রাজকুমার, আমি বৃদ্ধ হয়ে বলবীর্য্যহীন হয়েছি সে সময়ে তোমার নিকট পরিচয় দেওয়ায় ফল কি? বরং আমাকে দেখ্‌লে তোমার মন আরও অধীর হতো।

রণ। মা, হেমপ্রভা ত যবনের বন্দী হয়েছিলেন কেমন করে সেই কারা হতে মুক্তিলাভ কর্লেন?

মহি। বৎস, এই জয়চাঁদ আর সেই বালিকাটীর কৌশলে আমরা আবার হেমপ্রভার দেখা পেলাম্!

রণ। (সাহ্লাদে) মন্ত্রী মহাশয়, এ উপকার, কখনই বিস্মৃত হব না—যত দিন দেহে প্রাণ থাকবে তত দিন বিস্মৃত হব না।

জয়। কুমার, আমি রাজবাড়ীর ভৃত্য মাত্র, ভৃত্য এরূপ প্রসংশার পাত্র নয়। যে তেলিঙ্গনাপতির দয়ার প্রভাবে আমি এত বড় উচ্চপদ পেয়েছি তার কন্যারে উদ্ধার কি উপকারের মধ্যে গণ্য হতে পারে? তবে সেই সখীগতপ্রাণা সুহাসিনীই প্রাণপণ করে রাজকন্যাকে এই ঘোর বিপদ হতে রক্ষা করেছিলেন। যদি প্রশংসা কর্ত্তে হয় তবে সেই সুহাসিনীই

তার পাত্রী। রাজকুমার, তিনি প্রাণ দিয়েও সখীর উপকার কর্ত্তে ত্রুটি করেন নাই।

রণ। মা, সেই গুণবতী বালিকার আমরা চিরক্রীত হয়েছি।

মহি। হাঁ বৎস, এ ঋণ আমরা কখনও পরিশোধ কর্ত্তে পার্ব্ব না। যা হোক্‌, চল বিজয়কে দেখি গে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(তেলিঙ্গনা—রাজভবন।)

বিজয় ও হেমপ্রভা আসীন।

বিজ। সেই দিন যদি না তোমাকে দেখ্‌তে পেতাম তা হলে বোধ হয় আর বাঁচবার আস্থা থাক্‌ত না। দেখ হেম, আজ আমি দেখ্‌ছি বিধাতা আমাদের প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন! যা আশা করেছিলাম্‌, তা পূর্ণ হলো কেবল একটী মাত্র বাকি।

হেম। কি বাকি ?

বিজ। বীরবালার সঙ্গে কুমার রণপ্রতাপের বিবাহ!

হেম। বীরবালা কে ?

বিজ। আমার একমাত্র ভগ্নী!

হেম। বিজয়, অধিনীকে ক্ষমা কর, লোকের মুখে শুন্‌তাম যে মহারাজ তেজসিংহের তোমা বই আর কোন অপত্য নাই, তবে তিনি তোমার ভগ্নী কেমন করে হলেন্‌ ?

বিজ। (হেমপ্রভার গলদেশে হস্তদ্বয় বেষ্টন করতঃ) বীরবালা রাজা জয়সেনের কন্যা। তাঁর সহোদর নাই, কিন্তু কিরণ-

ভক্তি করেন আমিও তাঁকে ভগ্নীর মত স্নেহ করি।

হেম। দাদার সঙ্গে বীরবালার বিয়ে?

বিজ। (আশ্চর্য্যের সহিত) তোমার দাদা? দাদা কে?—রণ-প্রতাপ?

হেম। (পরিহাসচ্ছলে) কেন বিজয়, তোমার ভগ্নী আছেন্ কুমার রণপ্রতাপের কি থাক্তে নাই?

বিজ। আঃ হেম! এতদিন কেন তবে বসন্ত দুহিতা বলে পরিচিতা ছিলে?

হেম। নাথ, তোমার ত কিছুই অবিদিত নাই, যখন নবাব ফতে-উদ্দীন পিতার প্রাণসংহার করে দাদাকে কারারুদ্ধ করে তখন আমি ছ বৎসরের বালিকামাত্র। রাজবাড়ী ছন্ন ভন্ন দেখে গুরুদেব ভরতাচার্য্য আমাকে বিজয়নগরে নিয়ে গিয়ে সেনাপতি বসন্তকে প্রদান করেন। সেই অবধি আমি তাঁর স্নেহে প্রতিপালিতা হয়েছি। বিজয় ধর্ম্মতঃ তিনি আমার পিতা হন্।

বিজ। (পরিহাসচ্ছলে) ধর্ম্মতঃ তিনি আমারও শ্বশুর হন্। (হেমের মুখ চুম্বন করতঃ) আমি যখন সিংহাসনে উপবেশন কর্ব্বো তখন তুমি আমার মহিষী হবে, মন আমার আনন্দে নৃত্য কর্ব্বে!

হেম। (ঈষৎহাস্য করতঃ) না বিজয়, মহারাজ যে আমাকে ঘৃণা করেন।

বিজ। সে কি হেম?

হেম। তুমি যখন কিরণপুরে ছিলে দূতের মুখে আমার প্রতি তোমার অনুরাগের কথা শুনে মহারাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন্, "হেমপ্রভা কখনই বিজয়ের অনুরাগের পাত্রী

হতে পারে না"। বিজয় মহিষী হতে আমার ইচ্ছা নাই, আশাও নাই, আমি তোমার দাসী!

বিজ। কেন ভাই আর আমাকে দুঃখ দাও? এবার যখন তিনি শুন্‌বেন্‌ যে তেলিঙ্গনাকুমারী বিজয়ের হৃদয়েশ্বরী তখন এই বিপরীত ভাবের জন্য মনে মনে কত ধিক্কার দিবেন্‌ সন্দেহ নাই।

সুহাসিনীর প্রবেশ।

সুহা। (পরিহাসচ্ছলে) বলি রাজপুত্র, চিন্তে পারেন কি? না অভাগিনীকে ভুলে গিয়েছেন।

বিজ। সখি, তুমি কি আমার ভোলবার জিনিষ! তুমি প্রাণেশ্বরীর প্রাণসখী, তোমাকে কি ভুলে থাকা যায়?

সুহা। শুধু সখী কেন, দূতী! সখী শ্রীরাধিকা তুমি কৃষ্ণ! (হাস্য)।

হেম। মরণ আর কি, কাকে কি বলিস্‌!

সুহা। কেন ভাই কি মন্দ বলেচি? তুমিত শ্রীরাধিকা!

হেম। আমার আবার শ্রী দেখ্‌লি কোথা?

সুহা। জাননা লোকে বলে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ, ভেবে দেখ দেখি শ্রী কার?

হেম। তোর সঙ্গে ভাই কথায় কেউ আঁট্‌তে পার্ব্বে না।

সুহা। সত্য কথায় আর আঁটা আঁটি কি ভাই? (বিজয়ের প্রতি) যা হোগ্‌ আমাকে আর মনে রেখে তোমার কি হবে বল, যাঁকে মনে রাখ্‌বার তিনি তোমার সাম্‌নে বসে।

হেম। তোমার যদি ইচ্ছা হয়ে থাকে তুমিও বসে থাক না ভাই।

সুহা। মুখে বল্লে বটে কিন্তু প্রেমের অংশ দেওয়া বড় শক্ত (হাস্য)।

বিজ। (সুহাসিনীর প্রতি) সখি, বসনা ভাই, ভাল করে দুটো মনের কথা কই কত দিন পরে দেখা শুনা।

সুহা। মনের কথা কও ভাই,
রইল কমলিনী রাই।

বিজ। তা তুমি কি কর্ব্বে ?

সুহা। আমি এখন চলে যাই।
প্রতিবন্ধকে কায নাই। (হাস্য)।

হেম। তোর কথার মুখে ছাই।

সুহা। যা বল্‌বে সইব ভাই।

বিজ। সখি, এমন একাধারে যে সহস্র গুণ আছে তা আমি জান্‌তেম্‌ না! (অন্য মনে) যা হোগ্‌ প্রতিবন্ধকতা আবার কিসে হলো বল।

সুহা। (হাস্য করতঃ) প্রতিবন্ধকতা আবার নয়, এতদিন পরে সখী তোমার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে আমোদ কর্ত্তে পেয়েছেন্‌ আমি থাক্‌লে তেমন আমোদটী হবে না।

হেম। সখি, তোর কাছে কি ভাই আমার কিছু গুপ্ত-আছে?

সুহা। না ভাই, তবু——

হেম। তবু আবার কেন ?

সুহা। আমার বড় আহ্লাদ হয়েছে ভাই একটা গান গাই।

কমদ——খ্যাম্‌টা।

মরি পরম পবিত্র প্রেমরতনে।
প্রেমরতনে সকলে না জানে॥
সেই প্রেম লাগি, আমারে তেয়াগি,
প্রাণেশে হৃদয়ে রেখেছ যতনে॥
আজি প্রাণসখি, তব মুখ দেখি,
কৃতার্থ করিনু এ পাপ নয়নে॥

বিজ। এমন সুগায়িকা, এমন কবি যে আমার হেমপ্রভার সখী তা আমি জানতাম্‌ না। বাস্তবিক আজ আমার মন যে রূপ

আনন্দ অনুভব কচ্চে এমন এক দিনও হয় নাই! আজ আমার জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দিন!

সুহা। তা হতে পারে ভাই, কিন্তু আমার গানে নয় রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলনে। আমার এমন কি গুণ আছে বল।

হেম। যা ভাই ও কি কথা।

সুহা। তবে যাই——

হেম। আমি বুঝি যেতে বল্‌চি?

সুহা। যেতে বল্লে আর নয় কেন? (হাস্য করতঃ) সত্য ভাই চল্লাম রাজপুত্র কেমন আছেন ভাই দেখ্‌তে আমাকে মা পাঠিয়েছিলেন অনেক বিলম্ব হলো। তিনি আমার জন্য অপেক্ষা কচ্চেন্। এখন আসি——

প্রস্থান।

বিজ। সুহাসিনী বড় চতুরা, বড় রসিকা।

হেম। ঐ চতুরতাতেই আমাকে উদ্ধার করেছিলেন্। সে সময়ে সখী না গেলে হয় ত আমি আত্মঘাতিনী হতেম্।

বিজ। (পরিহাসচ্ছলে) তা হলে অধীনের দশা কি হতো?

হেম। (ঈষৎহাস্য করতঃ) সখী আমার দুঃখের সময় যেমন দুঃখিত হয়েছিলেন্ আজ আবার তেমি সুখী হয়েছেন্। বিজয় এ জন্মে ওঁর ঋণ পরিশোধ কর্ত্তে পার্ব্বো না।

বিজ। আমি ও কি পার্ব্বো? যাহোগ ভাই সুখদুঃখভাগিনী সখী যাঁকে বলা যায় ভাই উনি।

পত্র হস্তে পত্রবাহকের প্রবেশ।

পত্র। ধর্ম্মাবতার, গুরুদেবের পত্র গ্রহণ করুন্।

[পত্রপ্রদান ও প্রস্থান।]

বিজ। (পত্র পাঠ)।

হেম। রাজা যেমন জয়চিহ্নস্বরূপ বন্দীকে দেখে আনন্দিত হন্, তেমি তিনি তোমাকে প্রত্যহ দেখে উল্লাসিত হবেন (হাস্য)।

সুহা। আমিও একটা কথা বলে নি—এবার তিনি তোমাকে শৃঙ্খলযুক্ত করে সূত্রে বাঁধবেন, সে সূত্রের নাম কি জান?

বীর। না——

সুহা। তার নাম পরিণয় সূত্র!

হেম। (সহাস্যে) বেশ সখি, তোমারই জিত্! চল এখন মার কাছে যাই। (বীরবালার হস্তধারণ করিয়া) এস ভাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(তেলিঙ্গনা—রাজভবন।)

হেমপ্রভা ও বীরবালার প্রবেশ।

হেম। ঠাকুরঝির আর আহ্লাদ ধরে না—

বীর। থেকে২ স্বপন দেখে উঠছ না কি ভাই, আমার আবার আহ্লাদ দেখ্‌লে কোথা থেকে?

হেম। (পরিহাসচ্ছলে) কোথা থেকে আর দেখব বল, তোমার বিধুমুখই তা প্রকাশ কচ্চে। পতির সঙ্গে মিলন হলে কি আনন্দ হয় না? যা হোগ্ ভাই তোমার মুখ দেখে আমি তোমার মনের ভাব জান্তে পেরেছি আর গোপন কর্ত্তে হবে না।

বীর। সে কার না হয় ভাই?

হেম। সে কথা যাগ, ননদীর মতন গঞ্জনা দেবে না ত ভাই? লোকে বলে

ননদীর বড় জ্বালা,
হৃদি করে ঝালাপালা। (হাস্য)।

বীর। (পরিহাসচ্ছলে) তুমি যদি গঞ্জনা দাও তা হলে আমিও দেব ভাই। (হাস্য করতঃ) আপনার বেলা বুঝি দোষ নাই?

হেম। (বীরবালার চিবুক ধারণ করতঃ) এমন গুণবতী না হলে কি দাদার মন ভোলাতে পারে?

বীর। কেন ভাই তুমিও কোন্ কম? (হাস্য)।

হেম। আজ ভাই তোমাকে মনের মতন করে সাজাইয়ে দেব শোভা দেখে দাদা আর চোকের পলক ফেল্‌তে পার্ব্বেন না। এত-দিন তোমাদের বিয়ে স্থগিত ছিল কেন জান?

বীর। না——

হেম। সখীর জন্য!

বীর। কেন্?

হেম। তিনি ভরতাচার্য্যের মেয়ে! যখন যবনদের সঙ্গে তেলিঙ্গনার যুদ্ধ হয় তখন সখীর স্বামী নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। কয়েক দিন হলো গুরুদেব তাঁর সন্ধান পেয়ে তাঁকে আন্‌তে গিয়ে-ছিলেন। কাল তিনি জামাতাকে নিয়ে ফিরে এসেছেন। সখীর আজ আর আনন্দের সীমা নাই অনেক দিন পরে হারা পতির দেখা পেয়েছেন! ভাই আমাদের কপালে যে এত সুখ ছিল তা কে জান্‌তো?

বীর। বেশ হয়েছে ভাই, সকলেরই মনের সাধ মিটেছে! আহা, অমন আমুদে লোক আর হবে না, আজ তাঁর আরও আমোদ দেখ্‌তে পাব।

হেম। চল ভাই, সন্ধ্যা হয়েছে বেশভূষা করাইয়ে নিয়ে আসি।

বীর। বেশভূষা করে কি হবে ভাই?

হেম। দাদার মন ভোলাতে—অম্নিতেই ভুলে আছেন্ তা জানি তবুও বেশভুষা হলে সোণায় সোহাগা হবে।

বীণ। তুমিইত সে দিন বলেছিলে ভাই, যে তিনি আমাকে অনুরাগের যুদ্ধে পরাজিত করে আমার হৃদয় রাজ্য অধিকার করেছেন্। তবে আর এ বৃথা আড়ম্বরের প্রয়োজন কি?

হেম। না হয় আমার অনুরোধেই চল——

[উভয়ের প্রস্থান।

স্বর্ণময়ী ও মহিষীর প্রবেশ।

মহি। আজ আমার হেমের বড় আহ্লাদ! একে দাদার বিয়ে, তাতে আবার সখীর নিরুদ্দেশ স্বামী এসেছে। আহা, সুহাসিনী অন্যদিন যেমন হাসি খুসীতে কাটিয়েছে' আজও তাই! এমন সুশীলা মেয়ে আর আমি দুটী দেখি নাই! আমার যে উপকার করেছে এর পরিশোধ নাই। আমার হেমকে যে উপায়ে কারামুক্ত করেছে তা সর্ব্ব অন্তর্যামী নারায়ণই জানেন!

স্বর্ণ। মেয়েটীকে দেখ্‌লেই চতুরা চতুরা বলে বোধ হয়। এমন গুণবতী মেয়েকে কার না স্নেহ কর্ত্তে ইচ্ছা করে?

সুহা। (মহিষীর প্রতি) হাঁ মা, সখী কোথায় গা?

মহি। আমোদে মেতে কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে বল্‌তে পারি না। মা সুহাসিনি, কাল নাকি তোমার সেই নিরুদ্দেশ পতি এসেছেন্?

সুহা। (লজ্জাবনতমুখে প্রস্থান)।

মহি। তোর আর চিন্তা কি? (হাস্য) মহারাজকে বুঝি একদণ্ড না দেখ্‌লে থাক্‌তে পার না ভাই?

স্বর্ণ। তুই যা বল (হাস্য)।

বিজয়ের প্রবেশ।

বিজ। (উভয়কে প্রণাম করতঃ) মা, আর বিলম্ব করা হবে না, শুভকার্য্য যত শীঘ্র সম্পন্ন হয় ততই ভাল।

মহি। যাও বৎস, গুরুদেবকে বল গিয়ে এ বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সম্মতি আছে।

বিজ। যে আজ্ঞা——

[প্রস্থান।

মহি। চল ভাই, দেখি গে হেম কোথায়। সকলেই বালিকা, আহ্লাদে কোথায় যে ঘুরে বেড়াচ্চে তার ঠিক নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

সুহাসিনীর পুনঃ প্রবেশ।

সখীকে এত খুঁজলাম্ কোথাও দেখ্‌তে পেলাম্ না। যেমন তিনি তেম্নি বীরবালা। কথায় বলে :—

যার বিয়ে তার হুঁস নেই,
পাড়া পড়্‌শীর ঘুম নেই।

তাই হয়েছে তাঁর। ঐ যে দুজনেই দেখা দিয়েচেন্।

হেমপ্রভা ও বীরবালার পুনঃ প্রবেশ।

হেম। কি লো সই, আমার ভাগ্য ভাল তাই দেখ্‌তে পেয়েছি।

সুহা। কেন ভাই, আমার দোষ কি? আমি ত সেই অবধি খুঁজে বেড়াচ্চি।

হেম। (হাস্য করতঃ) না ভাই, রাগ করিস্‌নে, আমার বলা অন্যায় হয়েছে অনেক দিন পরে রসরাজকে পেয়েছ, মন খুলে

আমোদ কর্ব্বে না ত কি ? (অন্যমনে) সে কথা যাগ্ (বীর-বালাকে লক্ষ করিয়া) কেমন সাজ হয়েছে দেখ দেখি।

সুহা। বেশ হয়েছে ভাই, রূপ দেখে যার আমার চোক্ ফেরাতে ইচ্ছা হয় না, তা রাজপুত্রের মন যে একেবারে গলে যাবে তাতে আর সন্দেহ কি ?

রূপে করেছে ভুবন আলো।

হেম। দাদার আমার ভাগ্য ভাল ॥

বীর। বেশ ভাই, তোমরা যা হোগ্ লোক্‌কে ধরে বেঁধে অপমান কর্ত্তে পার দেখ্‌চি।

হেম। কেন ভাই, সত্য কথা বল্‌তে আর দোষ কি ?

বীর। সত্য হলে কি দোষ আছে, ও যে মিথ্যা কথা ভাই !

সুহা। সখি, ভাল হয়ে বসি এস ঐ দেখ সকলে আস্‌চে।

(জয় সিংহ, ভরতাচার্য্য, জয়চাঁদ, রণপ্রতাপ, বিজয়, স্বরূম ও মহিষীর প্রবেশ।)

জয়। (বীরবালার হস্তধারণ করতঃ) মা, আজ আমি তোমা কুমার রণপ্রতাপের হস্তে সমর্পণ কর্ব্বো। আজ অবধি ইনি তোমার ভর্ত্তা হলেন্। দেখ বৎসে, তুমি বুদ্ধিমতী, পতি যে কি অমূল্য রত্ন তা তোমাকে বেশী বোঝাতে হবে না। (রণপ্রতাপের হস্ত ধারণ করতঃ) বৎস, আজ আমার সর্ব্বস্য-ধন তোমার হস্তে ন্যস্ত কল্লেম্, এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘ-জীবী হয়ে সুখসচ্ছন্দে কাল যাপন কর।

রণ। (স্বগত) আপনকার প্রসাদ আমার শিরোধার্য্য! আজ আমি যথার্থই স্বর্গ সুখ প্রাপ্ত হলেম্ !

ভরত। (মহিষীর প্রতি) মহিষি, আজ আমাদের বড় সুখের দিন্। মহারাজ জয়সেনের একমাত্র দুহিতারত্ন আপনকার বধূমাতা

দিন এই রকম সুখেই অতিবাহিত হয়। এক্ষণে কুকুলে বর্গুনু দৈবকার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিবে।

[বীরবালা, হেমপ্রভা ও সুহাসিনী ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে। দুঃখের রজনী আজি হইল প্রভাত।

হেম। ঐ শোন ভাই নাট্যশালায় গান আরম্ভ হয়েছে।

নেপথ্যে।

বেহাগ—জৎ।

দুঃখের রজনী আজি হইল প্রভাত।
চেয়ে দেখ কমলিনি অস্ত নিশানাথ॥
উঠিছে অরুণমণি, দেখিয়া নিশারমণী,
অভিমানে পলাইছে কর দৃষ্টিপাত।
অভাগিনী কুমুদিনী, অস্ত দেখি নিশামণি,
চেয়ে দেখ বিরহিণী করে অশ্রুপাত॥
আর নাহি কমলিনি, দেখি তোমা গরবিণী,
বিদ্রূপে মাতিয়া জ্বালা দিবে সারারাত॥

সুহা। আহা আজ আমাদের কি আমোদের দিন! যুগল নায়িকার যুগল মিলন। অধিক দুঃখের পর চির স্মরণীয় সুখের উদয়। আমিও একটা গান গাই ভাই——

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

আজি কি সুখ উদয় রাজভবনে।
পাইল সজনী পুনঃ নাথে,
মিলিল নায়িকা নায়ক সাথে,
পাসরি মন বেদনে॥

[illegible]

আনন্দ সাগরে আজি ভাসিছে অন্তর,
কে জানিত সুহাসিনী পাবে প্রাণেশ্বর,
সোহাগে তাঁহারে হৃদয় উপর,
রাখি পূরাব এখন সাধ যতনে ॥

বীর। বেশ ভাই বেশ (হাস্য)।

হেম। সখীর প্রাণময় সখীকে বড় ভাল বাসেন্ না সখি?

সুহা। চল ভাই আমরাও নাট্যশালায় যাই।

[সকলের প্রস্থান ও যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।